

श्रिवित निवय



PRATIBADI KALAM ● Daily ● 13th Year, 17 Issue ● 17 January, 2022, Monday ● ৩ মাঘ, ১৪২৮, সোমবার ● আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা ● ৮ পৃষ্ঠা ● ৫ টাকা ● R.N.I. No. TRIBEN/2010/33397

বিএসএফ

নাকি ধর্মান্ধ

বাহিনী?

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,

সোনামুড়া,১৬ জানুয়ারি।। 'আগে

আমরা এখানে-সেখানে এমন

ঘটনার কথা শুনতাম, আজ নিজের

জায়গাতেই দেখতে পেলাম।

আইনের কি কোনও শাসন নেই!

এইভাবে কি রাজ্য চলতে পারে?',

গরুর মাংস নিয়ে সাধারণ মানুষ এবং

বিএসএফ"র মধ্যে মারপিট নিয়ে

সোনামুড়ার মতিনগরের জনৈক

নাগরিক এইভাবেই প্রতিক্রিয়া

সকালে মতিনগরের ফকিরাদোলা

এলাকায় একটি সামাজিক

জানাচ্ছিলেন সাংবাদিকদের।

তে বন্ধ প্রত্য

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে তাদের সাথে অকথ্য গালিগালাজ আগরতলা, ১৬ জানুয়ারি।। রাজনীতির ক্যারিয়ারে আরও একটি সাফল্যের মুকুট পরলেন তরুণ-তুর্কী নেতা তথা তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্ৰী সুশান্ত চৌধুরী। মন্ত্রী-নিলয়ের রুদ্ধদার বৈঠকেই হলো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। গভীর রাতের এই বৈঠকেই "বাগে" আনলেন তিপ্ৰা মথা ও টিএসএফ নেতৃত্বকে। ১৭ জানুয়ারি টিএসএফ আহত ১২ ঘণ্টার রাজ্য বন্ধ প্রত্যাহার হলো এদিনের মন্ত্রী-নিলয়ের রুদ্ধদার বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুসারেই। বৈঠক থেকে বেরিয়ে মধ্যস্থতাকারী তথা মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী ও টিএসএফ নেতৃত্ব সমান সুরে দাবি করেন বন্ধ প্রত্যাহার হলো সকলের ঐক্যমত্য আলোচনার মাধ্যমে। ইতিবাচক আবহে আলোচনা হয়েছে বলেও জানান মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। এদিনের বৈঠকে যোগ দিয়েছেন এমডিসি সদাগর কলই, বিশ্বজিত কলই, টিএসএফ উপদেষ্টা কমিটির চেয়োরম্যান উপেন্দ্র দেববর্মা, সভাপতি বিশু দেববর্মা ও সাধারণ সম্পাদক জন দেববর্মা'রা। তবে

কারা'তে

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,

আগরতলা, ১৬ জানুয়ারি।। কারা

বিভাগে ওয়ার্ডার (পুরুষ) পদে

ইন্টারভিউ স্থগিত ঘোষণা করা

হয়েছে। করোনা পরিস্থিতির নাম

দিয়ে ইন্টারভিউ স্থগিত রাখা

হয়েছে। ওয়ার্ডার পদে আগেই

নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেছিল

কারা কর্তৃপক্ষ। একজন ওয়ার্ডার

পদে নিয়োগ নিয়ে ২০০৮ সালে

মামলা হয়েছিল উচ্চ আদালতে।

এই মামলায় উচ্চ আদালত

নিয়োগটি পুনর্বিবেচনা করতে রায়

দিয়েছিল। যথারীতি আদালতের

নির্দেশে ওয়ার্ডারের একটি পদের

জন্য আবারও ইন্টারভিউ নেওয়ার

তারিখ ঘোষণা করা হয়। ১৮

জানুয়ারি ইন্টারভিউ নেওয়ার

তারিখ ছিল। কিন্তু করোনার

ক্রমবর্ধমান আক্রান্তের জন্য

ইন্টারভিউ স্থগিত রাখা হয়েছে।

পরবতী তারিখ প্রিজন ত্রিপুরা

ওয়েবসাইটে দেওয়া হবে। জেল

কর্তৃপক্ষের রিক্রুটমেন্ট বোর্ড এর

সুশান্ত চৌধুরী আরও বলেন, যে ঘটনাকে কেন্দ্র করে তারা তাদের দাবি উত্থাপন করে বন্ধ ডেকেছে এ ঘটনাটি ঘটার পর সরকার ব্যবস্থা নিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ পেয়ে সুশান্ত চৌধুরীর বাড়িতেই এদিনের



বৈঠক ডাকা হয়েছে বলেও জানান মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। তিনি আরও বলেন, তারপরও টিএসএফ নেতৃত্ব যে দাবি উত্থাপন করেছে তা সরকার নিশ্চয়ই দেখবে। টিএসএফ নেতৃত্ব বরাবরই দাবি করেন দুই পড়ুয়ার বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা রুজু করা হয়েছে। তাছাড়া সেদিন তাদের দাবি, মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার করার পাশাপাশি যারা আক্রমণ করেছে তাদেরকে শাস্তি দিতে হবে। যদিও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ব্যবস্থা নিয়েছে বলে আগেই জানানো হয়েছে। চলছে তদন্তও। প্রকৃতরা ধরা পড়েনি বলেও গুঞ্জন। তবে

গভীর রাতে বন্ধ প্রত্যাহার হলেও

করেছে ট্রাফিক পুলিশ। দুই

পড়ুয়াকে ট্রাফিক পুলিশ নিগ্রহ

করেছে বলেও অভিযোগ করা

হয়েছে। এদিন মন্ত্রীকে পাশে নিয়ে

টিএসএফ নেতত্ব একই কথাগুলো

আগেই রাজ্য সরকারের সাধারণ প্রশাসন ধরে নিয়েছে বন্ধ হবে। তাই বন্ধকে কেন্দ্র করে জারি হলো নির্দেশ। সরকারি বা আধা সরকারি, চিত্র সোমবারেই পরিষ্কার হবে।

সরকার অধীনস্থ ও পিএসইউ সহ সংশ্লিস্ট সরকারি দফতর ও প্রতিষ্ঠানের সকলকে যথারীতি উপস্থিত থাকার নির্দেশ জারি করা হয়েছে সন্ধের সময়। আবার পলিশ প্রশাসন কর্তারাও একই দাবি করেন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে। কারণ রবিবার বিকেলেই আহুত এক সাংবাদিক সম্মেলনে টিএসএফ নেতৃত্ব জানিয়েছেন বন্ধের কথা। তারাই আবার ঘোষণা করলেন বনধ প্রত্যাহার করার। তবে সোমবারের এদিকে, সন্ধ্যার তীব্র আন্দোলনমখী টিএসএফ রাত গড়াতেই মিইয়ে গেল। তথ্যমন্ত্রী সুশাস্ত চৌধুরীর সাথে মিটিং করতে খুমুলুঙ থেকে কারফিউ ভেঙে টিএসএফ নেতারা আগরতলায় চলে আসেন এবং পরে ঘোষণা দিয়েছেন, সোমবারের বার ঘন্টার বন্ধ তারা তুলে নিয়েছেন। দুই যুবক ছাত্রকে পুলিশি হেনস্তার

অনুষ্ঠানের জন্য গরু কাটা হয়। এই কথা শুনে ইউসি নগর বিওপি"র বিএসএফ জওয়ানরা সেখানে যান, এবং মানুষের সাথে ঝগডায় জডিয়ে পড়েন। অভিযোগ, গরু কাটায় আপত্তি জানায় বিএসএফ জওয়ানরা। জওয়ানরা একজনকে তাড়া করে ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়ার চেস্টা করতেই অবস্থার চূড়ান্ত অবনতি হয়। সাধারণ মানুষের অভিযোগ যে বিএসএফ ক্যাম্পে কাউকে নিয়ে যাওয়া মানেই তাকে মারপিট করা হয়। তাই তারা বাধা দিয়েছেন। বিএসএফ এক সময় লাঠি চালিয়ে দেয়। সাধারণ মানুষও পালটা হামলা করেন। এক মহিলাসহ তিন গ্রামবাসী আহত হয়ে হাসপাতালে আছেন, এক বিএসএফ জওয়ানও। বিএসএফ জওয়ানরা শূন্যে ছয়বার গুলিও চালিয়েছেন বলে মানুষের বক্তব্য। তাদের আরও অভিযোগ, মানুষের বাডিঘরেও বিএসএফ হামলা করেছে। মানুষ এক সময় রাস্তা অবরোধ করেন। গকুলনগর থেকে বিএসএফ"র অফিসাররা সেখানে যান, পুলিশ ও সাধারণ প্রশাসনের লোকজনও যান। পরে ঠিক হয়েছে, আগামীকাল মিটিং হবে এই নিয়ে। বিএসএফ"র বক্তব্য, পেট্রোলিং করতে বোরয়ে রাস্তার পা**শে** গর কাটতে দেখে আপত্তি করেন তারা, রাস্তার পাশে কাটতে না করেন, তাতেই ঝামেলা তৈরি হয়। বিজেপি সরকারে আসার পর

আইনজীবী পর্যন্ত মার খেয়েছেন

বাবার পথেই হাঁটলেন মেয়ে শাঁওলি

কলকাতা. ১৬ জানয়ারি।। ২০০৩ সালে দেশের সংস্কৃতি জগতের অন্যতম সম্মান সংগীত নাটক অ্যাকাডেমি পুরস্কারে ভূষিত হন তিনি। ২০০৯ সালে অভিনয়ের জন্য 'পদ্মশ্রী' সম্মান পান। ২০১২ সালে 'বঙ্গ বিভূষণ' সম্মান। এটুকুহ জানান দেয়, তিনি সাধারণ কেউ নন। কিংবদন্তি নাট্য নির্দেশক, নাট্যকার শস্তু মিত্র এবং তৃপ্তি মিত্রের কন্যা শাঁওলি মিত্র। রবিবার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। মঞ্চে নাটকের অভিনয়ে আর দেখা যাবে না তাকে। বাংলার পথে পথে প্রতিবাদ মিছিলে আর হাঁটবেন না তিনি। তবে আগমী বহু বছর, সাহিত্য-শিল্প এবং নাট্যচর্চার অনুরাগীরা মনে রাখবেন তাঁর 'শেষে' ইচ্ছার কথাটিও। মৃত্যুর পরেও তিনি যে তাঁর বাবার পথ অনুসরণ করবেন, এ কথা ঘুণাক্ষরেও কেউ টের পায়নি। কোনওদিন বলেননি কাউকে। ৭৪ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করার পর শাশানের চুল্লিতে তিনি যখন ছাইভস্ম, তখনই অগণিত ভক্তরা জানলেন, নাট্যমঞ্চের অনন্যা প্রয়াত হয়েছেন। শাঁওলিদেবীর বাবা শস্তু মিত্রও একইভাবে পরিবারকে জানিয়েছিলেন, উনার মৃত্যুর পর শেষকৃত্য সম্পন্ন হলেই যাতে সকলকে প্রয়াণের খবর দেওয়া হয়।

সবার চোখের আড়ালে চিরবিদায় ইচ্ছাপত্রে তাঁর মানস-পুত্র এবং নিলেন নাট্য দুনিয়ার প্রথম সারির অভিনেত্রী শাঁওলি মিত্র। বয়স হয়েছিল ৭৪ বছর। তিনি নিজেও মঞ্চদুনিয়ার দিকপাল ব্যক্তিত্ব। খবর, রবিবার দুপুরে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন শস্তু-তৃপ্তি মিত্রের কন্যা। হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয় তাঁর। এ দিন দুপুরে সিরিটি মহাশ্মশানে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। শেষ ইচ্ছাপত্ৰে 'নাথবতী

অনাথবৎ' কন্যা জানিয়ে গিয়েছিলেন, দাহ কার্যের পর তাঁর মৃত্যুর খবর যেন জানানো হয় সবাইকে। তাঁর শেষকৃত্যে হাজির ছিলেন বিশিষ্ট নাট্যকর্মী এবং রাজনীতিবিদ অর্পিতা ঘোষ। বাবা শস্তু মিত্রের মতোই মৃত্যুর পরবর্তী নিয়ম বিধি প্রকাশ করে গেলেন

তিনি। ফুলের ভারে তাঁর দেহ যেন

সেজে না ওঠে এমনই নিৰ্দেশ ছিল

তাঁর। প্রয়াত নাট্যব্যক্তিত্ব শেষ

কন্যা সায়ক চক্রবর্তী এবং অর্পিতা ঘোষের উপরেই তাঁর দাহ কার্যের ভার দিয়ে গিয়েছিলেন। মহা-সমারোহ বা পুষ্পস্তবকে তাঁর দেহ সাজিয়ে তোলার বিরুদ্ধে ছিলেন শাঁওলি। অন্যান্য সাধারণ মানুষের মতোই সাদামাটাভাবে, সবার অগোচরে চলে যেতে চান তিনি। প্রয়াত পরিচালক ঋত্বিক ঘটকের 'যুক্তি তক্কো আর গপ্পো' ছবিতে 'বঙ্গবালা'র চরিত্রে দেখা গিয়েছিল শাঁওলিকে। অভিনয় করেছেন 'বিতত বীতংস', 'ডাকঘর', 'পুতুলখেলা', 'একটি রাজনৈতিক হত্যা'র মতো একাধিক কালজয়ী নাটকে। অভিনয় সুবাদেই তিনি ২০০৯-এ পদ্মশ্রী সম্মানে সম্মানিত। এ ছাড়াও সম্মানিত হয়েছেন সঙ্গীত-নাটক অকাদেমি (২০০৩) এবং বঙ্গ-বিভূষণ (২০১২) সম্মানে। ২০১১-য় রবীন্দ্র সার্ধশত জন্মবর্ষ উদ্যাপন কমিটির চেয়ারপার্সন ছিলেন তিনি। শাঁওলির প্রয়াণে গভীর শোক জানিয়েছেন পর্দা, মঞ্চ দুনিয়ার জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত অভিনেত্রী সুদীপ্তা চক্রবর্তী। তাঁর লেখায়, 'অনেক আদর পেয়েছি, অনেক ভালবাসা। আদর করে কত কী খাইয়েছিলেন। আমি যে তাঁর বন্ধু বিপ্লবকেতন 🏻 এরপর দুইয়ের পাতায়

শিক্ষক তালিকা খতিয়ে দেখার

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা,১৬ জানুয়ারি।। প্রতিবাদী কলম'র খবরের জেরে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার খাতা দেখার জন্য শিক্ষকদের তালিকা, সংশোধিত তালিকা এখন বার বার যাচাই করে দেখা হচ্ছে সেই তালিকায় কোনও মৃত শিক্ষক আছেন কিনা, চাকরিচ্যুত '১০৩২৩' অংশের কোনও শিক্ষক আছেন কিনা। ১৮ জানুয়ারি থেকে পরীক্ষার খাতা দেখা শুরু হওয়ার কথা। এখনও তালিকা নিৰ্ভল কিনা নিশ্চিত নয় দফতর। শুধু তাই নয়, সদর দফতর থেকে তালিকা বের হলেও তা শুদ্ধ করে দিতে হবে সংশ্লিষ্ট স্কুলকে। মডেল রাজ্যের শিক্ষা বিপ্লব চলছে!

নির্দেশ

সিবিএসই'র আওতায় যে যে স্কুল গেছে, সেসব স্কুলে ২০ তারিখ থেকে পরীক্ষা আছে। সেসব স্কুল থেকেও শিক্ষক প্রচুর নেওয়া হয়েছে। আবার সাতক্লাস পর্যন্ত একটু খেলো-একটু পড়ো করতে হবে, পারলে অনলাইন ক্লাসও! আবার অনেক স্কুলেই শিক্ষকের মারাত্মক অভাব। এমন অভাবের কথা

ভাঙছে মথা, ট্ৰেপল হাঞ্জনের পথে খুমুলুঙ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ জানুয়ারি।। গোয়া কিংবা মণিপুর পেরেছিলো। কিন্তু এ রাজ্যের ডবল ইঞ্জিনের সরকার থাকা সত্ত্বেও তিন নম্বর ইঞ্জিন আর জোডা লাগতে পারেনি। হাতছাডা হয়ে যায় এডিসি। প্রবল ক্ষমতায় সরকারে থাকা বিজেপি জোট মুখথুবড়ে পড়ে এডিসিতে। এবার সেই মুখথুবড়ে পড়া থেকে কোমর সোজা করে উঠে দাঁড়াতে শুরু করলো সেনাপতি সুশান্তের নেতৃত্বে। রবিবার গভীর রাতে সুশান্ত'র নিজ



বাসভবনে এডিসির ক্ষমতা দখল নিয়ে জোর আলোচনা হয় মথা'র এমডিসি অ্যান্টনি দেববর্মার সঙ্গে। এদিন গভীর রাতে রাজ্যের তথ্য সংস্কৃতিমন্ত্ৰী সুশান্ত চৌধুরীর বাড়িতে গিয়ে এক প্রস্থ আলোচনা হয়

বিজেপিতে যোগদানের ব্যাপারে। ক্ষমতা দখলের জন্য আরও চারজন এডিসি সদস্যের প্রয়োজন হলেও তা জোগাড় করে নিতে বেশি সময় লাগবে না বলেও জানিয়েছে বিজেপি সূত্র। এক্ষেত্রে এবার অ্যান্টনিকেই ব্যবহার করবে বিজেপি। তবে দলত্যাগ বিরোধী আইনে এডিসির ক্ষেত্রে ফাঁক রয়েছে বলেই এটা সম্ভব এমন কথাও জানিয়েছে বিজেপি। আর ফাঁক কোথায় তা খুঁজতে রাতেই এডিসির সংবিধান খুঁজছে তিপ্রা মথা।

এডিসিতে ক্ষমতার দ্বন্দু শুরু হয়ে যায় একেবারে প্রথম থেকেই। প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মণ মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য হিসেবে শপথ নেবেন বলে সবকিছু ঠিকঠাক হয়ে যাওয়ার পরেও তিনি নিজে কোনও দায়িত্বে যাননি। শেষ পর্যন্ত মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য হিসেবে তিনি পছন্দ করে নেন পূর্ণ চন্দ্র জমাতিয়াকে। অথচ তার দলেই নির্বাচিত সদস্য হিসেবে রয়েছেন প্রাক্তন বিধায়ক অনিমেষ দেববর্মা। ছিলেন প্রাক্তন আমলা চিত্ত দেববর্মাও। প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মণ এদেরকে দূরে রেখে তুলনায় আনকোরা পূর্ণচন্দ্র জমাতিয়াকে মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য হিসেবে 📗 🛭 এরপর দুইয়ের পাতায়



শিক্ষককে যেন হতে হবে কল্পতরু! খবর নয়, যেন বিস্ফোরণ **→** 708591785[.]



রাতে সরকারি আবাসে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেব দলের কার্যকর্তাদের সাথে মিটিং করছেন। রবিবারের ছবি

দের গোয়েবলস প্রচারে কাঁপছে রাজ্য

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ জানুয়ারি।। মূল্যায়ন যদি না থাকে তাহলে ভালো কিংবা মন্দের যাচাই করা অসম্ভব হয়ে পডবে এটা স্বাভাবিক। পরীক্ষা ছাড়া শিক্ষা ব্যবস্থায় ছাত্রছাত্রীদের গুণগত এবং মেধাগত

পরিস্থিতিতেও নির্দিষ্ট মাপকাঠিতে দফতরের প্রধান কর্তা হিসেবে ছাত্রছাত্রীদের গুণগত সুল্যায়ন করে এরপরই ফল প্রকাশ করা হয়েছে। কিন্তু কোনওরকম বিচারবিশ্লেষণ ছাড়াই নিজে থেকে প্রথম হয়ে যাওয়ার বগল বাজানো একমাত্র মানসিক ভারসাম্যহীন উন্মাদের

		Select State	(TRIPURA			
		Mo	nitoring Review meeting - Dist	rict Leve	1	
S_No	State Name	District Name	District type (Aspirational District/Other Backward	Meeting at District level (1 meeting every month)		
			region)	Annual Target	Achieved	No. of Partcipants
1	TRIPURA	DHALAI	Aspirational District	12	0	0
2	TRIPURA	Gomati	Other Backward District	12	0	0
3	TRIPURA	Khowai	Other Backward District	12	0	0
4	TRIPURA	NORTH TRIPURA	Other Backward District	12	0	0
5	TRIPURA	Sepahijala	Other Backward District	12	0	0
6	TRIPURA	SOUTH TRIPURA	Other Backward District	12	0	0
7	TRIPURA	Unakoti	Other Backward District	12	0	0
8	TRIPURA	WEST	Other Backward District	12	0	0

অগ্রগতি যেমন যাচাই করা যায় না তেমনি যে কোনও কাজের ক্ষেত্রেও ওই কাজের মূল্যায়ন অর্থাৎ নানা প্রক্রিয়ায় বিচার পদ্ধতি আবশ্যক। এর মাধ্যমে ওই কাজের গুণগত উৎকর্ষতা বৃদ্ধি সম্ভব হয় এবং যাবতীয় দুর্বলতা চিহ্নিত হয়।

পক্ষেই সম্ভব। রাজ্যের উপমুখ্যমন্ত্রী যীষুও দেববর্মণের অধীনে থাকা গ্রামোন্নয়ন দফতরের কার্যকলাপকে মানসিক ভারসাম্যহীন উন্মাদের কার্যকলাপ সদৃশ ভাবা না গেলেও এই দফতরের কর্মকর্তাদের মানসিক স্থিরতা এবং বোধ ও বুদ্ধি নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যায়। কারণ, এই

শ্রমদিবস সৃষ্টি এবং এর মাধ্যমে স্থায়ী সম্পদের মস্তবড় ঘোষণা প্রায়শই দিয়ে থাকেন মহাকরণ থেকে। উপমুখ্যমন্ত্রীর তথ্য শুনলে নিশ্চিতভাবেই মনে হতে পারে রাজ্যের সর্বত্রই রেগা শ্রমিকরা বছরে একশো দিনের কাজ পাচ্ছেন। আর এর মাধ্যমে রাজ্যে এমন সব স্থায়ী সম্পদের সৃষ্টি হয়েছে যা অমর, অক্ষয়। রাজ্য সরকারের তরফেও এমনভাবে রেগা নিয়ে প্রচার করা হচ্ছে যেন গোটা দেশে একমাত্র ত্রিপুরাতেই রেগার কাজ হচ্ছে। দেশের অন্যত্র যেন রেগায় কোনও কাজই হচ্ছে না। অথচ রেগার গাইডলাইন অনুযায়ী প্রতিটি রাজ্যকেই প্রতি তিন মাস অন্তর রাজ্যভিত্তিক রেগার রিভিউ মিটিং করার কথা। এই রিভিউতেই উঠে আসবে গোটা রাজ্যে রেগার পরিস্থিতি এগোনো কিংবা পিছোনো একই হবে। জেলাগুলো প্রতি মাসেই রেগার

উপম্খ্যমন্ত্ৰী যীয়ুও দেববৰ্মণ প্ৰায়

প্রতিনিয়তই রেগায় লক্ষ লক্ষ

থেকেই এইরকম সমস্যার তৈরি হচ্ছে। বিশালগড়ে বিয়েবাড়িতে খাবার নম্ভ করা হয়েছে। আগরতলার জয়পুরে ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের অনুষ্ঠানের আগে গণ্ডগোল পাকিয়েছে একটি ধর্মীয় সংগঠনের লোকজন। ভিন্ন ধর্মীদের বিয়ে নিয়েও সমস্যা তৈরি করা হয়েছে। আদালত চত্তরে

যে কারণে ভর করোনাকালীন পর্যালোচনা 🌢 এরপর দুইয়ের পাতায় তরফে খবর জানানো হয়েছে। বিধায়কদের দাপটে নির্ভর করছে করোনা

ৎসব-মেলার প্রশাসনিক অ

রকম ভূমিকা পালন করছে।

রাজ্যের সচেতন এবং শিক্ষিত

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আহ্বান রেখে সাম্প্রতিককালে আগরতলা, ১৬ জানুয়ারি।। কয়েকবার বলেছেন, বিধি উল্লঙ্খন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হলেই করলে কঠোর ব্যবস্থা যাতে নেওয়া রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব হয়। কিন্তু বাস্তবে ঠিক উল্টোটাই



রবিবার দিনভর উদয়পুরের ত্রিপুরা সুন্দরী মন্দিরে হাজারো ভক্তদের ভিডের একাংশ।

করোনা বিধি মেনে চলার আহ্বান চলছে শহর এবং রাজ্যজুড়ে। রাখছেন। রাজ্যবাসীকে তিনি করোনা বিধি মানার বিষয়টি এই বারবার বলছেন, সবাই যাতে শহর এবং রাজ্যের জন্য 'জোর যার

করোনা নিয়ে সচেতন থাকেন। মুলুক তার' হয়ে পড়ছে। শহরের প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের প্রতিও একেকটি জায়গায় প্রশাসন একেক নাগরিক, প্রশাসনের করোনা বিষয়ক নিয়ম কর্মকাণ্ডগুলোকে 'দ্বিচারিতা' বলে আখ্যায়িত করছেন। রবিবার শহরের প্রাণকেন্দ্র তথা অভয়নগরে বাহারি আয়োজনে অনুষ্ঠিত হলো পুঁথিবা মেলা। পুঁথিবা ওয়েলফেয়ার এন্ড কালচারেল সোসাইটি ও পুঁথিবা লাই-হারাওবা কমিটির উদ্যোগে এবং রাজ্যের তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের সহযোগিতায় পুঁথিবা লাই হারাওবা উৎসব ও মেলা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। রবিবার এই মেলায় কি হারে সাধারণ মানুষের জমায়েত হয়েছে এবং একের পর এক বাহারি অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছে তা উপস্থিত সকলেই জানেন। সোমবার বিশিষ্ট অতিথিদের উপস্থিতিতে মেলার সমাপ্তি অনুষ্ঠানের বিজ্ঞাপন খোদ তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের তরফে প্রচারিত হয়েছে। প্রশ্ন উঠছে, করোনার আইনটা আসলে কী? কাদের জন্য? বুঝে বুঝে, বাছাই করে করে কিছু ক্ষেত্রের জন্য

বাজার ব্যবসায়ী সমিতি এলাকার ঐতিহ্যবাহী তারকপুর পাঁচদিনব্যাপী গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু কালাচাঁদ মিলন মন্দিরের মহা নাম

আইন। গত শনিবার থেকে জিবি হয় উত্তর জেলার কদমতলা ব্লক



জিবি বাজার ব্যবসায়ী সমিতির উদ্যোগে আয়োজিত কীর্তনকে ঘিরে বাহারি উদ্যোগ বন্ধ করা হয়েছে। পাঁচ দিনব্যাপী একই অনুষ্ঠানের অনুমতি পেলো আমতলি বাজার ব্যবসায়ী সমিতি।

নামসংকীর্তন আয়োজন করেছিল। সংকীর্তন এবং মেলার আয়োজন। প্রশাসন এই পত্রিকায় খবর প্রকাশের ৫০ বছর পূর্তির সেই আয়োজন বন্ধ পর তা বন্ধ করে দেয়। একইভাবে করে দেওয়া হলেও শহরের পুঁথিবা গত দু'দিন আগে বন্ধ করে দেওয়া মেলা বন্ধ • এরপর দুইয়ের পাতায়

সোজা সাপ্টা

ব্রিটিশ যুগ

পুলিশ যে দলদাস তা নতুন কিছু নয়। যখনই যে দলের সরকার ক্ষমতায় থাকে পুলিশ সেই দলের হয়ে কাজ করে। এরাজ্যে বামেরাই কিন্তু পুলিশকে দলদাস বানানোর কাজটা শুরু করেছিল। রামেরা ক্ষমতায় এসে তার পুরোপুরি ফায়দা তুলছে। শেষ যে পুরসভা নির্বাচন হলো তাতে তো রাজ্য পুলিশ 'দলদাসে' দেশ সেরার পুরস্কারের জন্য নাম জমা দিতে পারে। অবশ্য পুলিশের এই দলদাস হওয়ার কারণও আছে। পছন্দের জায়গায় বছরের পর বছর পোস্টিং, অবৈধ রোজগার। এই সমস্ত সুযোগ-সুবিধা পেতে গেলে প্রশাসনের সাহায্য দরকার। আর প্রশাসনকে নির্দেশ দেবে তো শাসক দলের নেতা-মন্ত্রীরা। সুতরাং যে পুলিশ বা পুলিশ অফিসার যত বেশি দলদাস তিনি তা তারা তা থেকে তত বেশি সুবিধা এবং অবশ্যই অবৈধ রোজগারে কোটিপতি হবেন। সার্কিট হাউস এলাকায় দুই জনজাতি ছাত্রের উপর অমানুষিক অত্যাচারের আসল যে মাস্টারমাইন্ড তিনি ট্রাফিক পুলিশের একজন হাবিলদার। পুলিশের একজন হাবিলদারের বেতন কত ? কিন্তু তিনি আখাউড়া সীমান্তে কোটি টাকা খরচে বাড়ি বানিয়েছেন। ২০ বছর ধরে ট্রাফিকে একই জায়গায় পোস্টিং। বাম আমলে বামের দলদাস তো রাম আমলে রামের দলদাস। এই হাবিলদার সাহেব নাকি গোটা ট্রাফিক দফতরে সিণ্ডিকেট রাজত্ব গড়ে রেখেছেন। তার কাছে নাকি সুপার পর্যন্ত বশ। আর এই ঘটনা সম্ভব হচ্ছে দলদাসের জন্য। পুলিশের এই দলদাস হওয়ার সুযোগে অবশ্য কখনও চিত্র সাংবাদিক তো কখনও সাংবাদিক বা তার পরিবারের সদস্যরা পুলিশকে দিয়ে নিজেদের ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করে যাচ্ছে। ত্রিপুরা পুলিশের চরিত্র নাকি ব্রিটিশ আমলে এদেশের পুলিশের মতো। তবে ব্রিটিশ কি দেশ ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়েছে। এটা মনে রাখতে হবে।

বশ্বাসঘাতকতা দিবস মোর্চার

• **চারের পাতার পর** করেছে যে, কথাও বলা হয়েছে। অথচ দেশের সরকার ইচ্ছাকৃতভাবে বিষয়টি নিয়ে টালবাহানা করে পরিস্থিতিকে জটিল করে তুলেছে যা দেশের কৃষকদের সাথে বিশ্বাসভঙ্গের শামিল। একই সাথে ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার কোনও রকম রীতি-নীতির তোয়াক্কা না করে পুরো উদ্ধত আচরণ করে চলেছে। প্রমাণ হিসেবে সংযুক্ত কিষান মোর্চা স্পষ্ট ভাবেই বলতে চায় যে লখিমপুর খেরির নৃশংস হত্যাকাণ্ড প্রমাণ করেছে যে, বিজেপি দল ও তার সরকার মানুষের জীবন ও সন্মানের তোয়াকা করে না। কারণ, হত্যাকাণ্ডের পর গঠিত সিট রিপোর্টে ওই হত্যাকাণ্ডের পেছনে যে চক্রান্তের কথা বলা হয়েছে সেই চক্রান্তের সাথে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অজয়

কৃষকদের কাটা ঘায়ে নুনের ছিঁটে দিতে, তার পরেও ঐ ব্যক্তিকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় রেখে দেওয়া হয়েছে। বরং উলটো পথ ধরে ঘটনার সাথে কিষান মোর্চার সদস্যদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ জুড়ে দিয়ে গ্রেফতারের চেষ্টা করছে বিজেপি দলের তল্পিবাহক উত্তর প্রদেশের সরকারের পুলিশ। এর তীব্র বিরোধিতা করে সংযুক্ত কিষান মোর্চা সিদ্ধান্ত নিয়েছে লখিমপুরের ঘটনা নিয়ে ও চক্রান্তকারীদের গ্রেফতারের দাবিতে লখিমপুরেই স্থায়ী আন্দোলন শুরু করা হবে। যার নামকরণ করা হয়েছে 'মিশন উত্তরপ্রদেশ'। সেখান থেকেই কিষান বিরোধীদের উচিত শিক্ষা দেবারও হুঁশিয়ারি দিয়েছে সংযুক্ত কিষান মোর্চা। সংযুক্ত কিষান মোর্চা মিশ্র টেনির প্রত্যক্ষ যোগাযোগের স্পন্ত করে দিয়েছে যে, পাঞ্জাব

বিধানসভার নির্বাচনে সংযুক্ত কিষান মোর্চা র কিছু শরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। তবে তারা আপাতত এপ্রিল মাস পর্যন্ত সংযুক্ত কিষান মোর্চার শরিক থাকছেন না। সংযুক্ত কিষান মোর্চার নামও তারা ব্যবহার করতে পারবেন না। সব রাজনৈতিক দলের ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য হবে বলে সংযুক্ত কিষান মোর্চা স্পষ্ট ঘোষণা দিয়েছে। মোর্চা বলেছে, এই বিশ্বাসঘাতকতার যোগ্য জবাব দিতে সংযুক্ত কিষান মোর্চা সম্পূর্ণ তৈরি। একই ভাবে এই বিশ্বাসঘাতকদের মুখোশ খুলে দিতেই আগামী ৩১ জানুয়ারি সংযুক্ত কিষান মোর্চা ত্রিপুরা ব্যাপক পরিসরে (কোভিড বিধি মেনে) সারা রাজ্যেই 'বিশ্বাসঘাতকতা দিবস' পালন করবে। রাজ্যেও এই দিনটি পালনের জন্য নানা জায়গায় প্রচার জারি রয়েছে।

তাদের বক্তব্য, একজন হোস্টেলের কলেজ কর্তৃ পক্ষ ছাত্রছাত্রীদের দাবিতে কোনও সিদ্ধান্ত হয়নি। যে তাকেও পরীক্ষায় বসতে হবে। পরীক্ষা দিতেই হবে। পরীক্ষা কর্তপক্ষের এই নির্দেশে বহু ছাত্র বাতিল হবে না। এর পরই ও ছাত্রী করোনা পজিটিভ হয়ে পড়তে পারে। এই পরিস্থিতিতে পড়ে। প্যারামেডিক্যালের কলেজের পরীক্ষা এখন পিছিয়ে দেওয়া হোক। গভীর রাতে ১নং হোস্টেলে ভাঙচর চলতে থাকে। কিন্তু কলাজে কতৃপিক্ষ কোনওভাবেই ছাত্রছাত্রীদের দাবি

জানিয়ে দেয়, না খেলে না খাবে। ছাত্রছাত্রীরা আরও উত্তেজিত হয়ে ছাত্রছাত্রীরা প্রতিবাদে স্লোগান দিতে শুরু করেন। ছাত্রদের সঙ্গে ছাত্রীরাও আন্দোলন চালিয়ে যান। গভীর রাতে কলেজের হোস্টেলের দায়িত্বে থাকা মানতে নারাজ। ছাত্রছাত্রীরা খাবার শিক্ষকরা ছু টে যান। রাতভর কলেজের এক শিক্ষিকা।

কারণে, পরিস্থিতি গভীর রাত পর্যন্ত স্বাভাবিক হয়নি। এর আগেও করোনা অতিমারির মধ্যে ইকফাই বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা শুরু হয়েছে। অন্যদিকে টিপসের নার্সিং-এর ছাত্রছাত্রীদের বেশিরভাগ আন্দোলনে শামিল হয়নি। শুধুমাত্র প্যারামেডিক্যালের সব ছাত্ৰছাত্ৰী আন্দোলনে শামিল হয়েছে। এমনই দাবি করেছেন

প্রচারে কাপছে রাজ্য

করবে। যে বৈঠকে একেবারে পঞ্চায়েত এবং বুক ধরে ধরে পর্যালোচনায় উঠে আসবে কোন ব্লক এবং কোন পঞ্চায়েত রেগায় কত শ্রমদিবস সৃষ্টি করেছে এবং কি ধরনের স্থায়ী সম্পদ সষ্টি হয়েছে। জেলাগুলোর পর্যালোচনা রিপোর্টই রাজ্য স্তরে এসে কাজের ক্ষেত্রে পঞ্চায়েত, ব্লক কিংবা জেলার চিত্র উঠে আসবে। যেখানে রাজ্য একেবারে তথ্য তুলে ধরে বলতে পারবে কোন্ মাসে কোন্ পঞ্চায়েতে রেগায় কত শ্রমদিবস সৃষ্টি হয়েছে আর কি ধরনের সম্পদ তৈরি হয়েছে। কিন্তু রেগার এই কেন্দ্রীয় গাইড লাইন পাত্তা পায়নি একমাত্র ডবল ইঞ্জিনের সরকার পরিচালিত ত্রিপুরায়। কেন্দ্রে এবং রাজ্যে একই সরকার থাকার সুবিধার কারণে রেগায় কোনও রকম এক শীর্ষ আধিকারিকের ব্যাখ্যা, পর্যালোচনা রিপোর্ট জমা না দিয়েও ত্রিপুরা নাকি ফার্স্ট হয়ে যাচ্ছে। অথচ ২০২০-২১ অর্থ বছরে এবং ২০২১-২২ অর্থ বছরের এই সময়ে রেগাতে রাজ্য ভিত্তিক কোনও রিভিউ মিটিংই হয়নি। ফলে রাজ্য জানে না পঞ্চায়েত, ব্লক কিংবা অবস্থা। স্বাভাবিকভাবে জেলাগুলোতেও কোনও বৈঠক হয়নি। কেন হয়নি, এর উত্তর কারো কাছে নেই। গ্রামোন্নয়ন দফতরের পোর্টালে রাজ্য সরকারের এই জোচ্চুরি প্রকাশ্যেই

সম্মেলন করে জানিয়ে দিচ্ছেন রেগায় সাফল্যের কথা। যেখানে পর্যালোচনা বৈঠকই হয়নি, কেন্দ্রীয় থামোন্নয়ন মন্ত্রকের পোর্টালে কোনওরকম রিপোর্টই আপডেট করা হয়নি সেখানে মনগড়াভাবে সাফল্যের প্রচার কিভাবে করা হচ্ছে, তাও এক মস্তবড় প্রশ্ন। দফতরের অনেকেই বলছেন, উপমুখ্যমন্ত্ৰী স্বপ্নাদিষ্ট হয়েই সাফল্যের প্রচার করে থাকেন। আর মনে মনে ভাবতে থাকেন, ভূত এসে প্রতিটি জেলায় রেগার কাজ করছে আর স্থায়ী সম্পদ সৃষ্টি করছে। ভূতের বায়বীয় কাজ দেখেই আহ্লাদিত উপমুখ্যমন্ত্রী পরদিনই সাংবাদিক সম্মেলন করে সাফল্যের ঢাক পিটিয়ে থাকেন। তবে গ্রামোন্নয়ন দফতরের রেগার কাজের সঙ্গে যুক্ত রেগায় জোচ্চুরি যে করা হবে এটা প্রথমেই ঠিক হয়ে গিয়েছিলো উচ্চ পর্যায়ের সিদ্ধান্তে। কারণ, তারা বুঝেই গিয়েছিলেন, রেগার মাধ্যমেই একমাত্র সম্ভব বড ধরনের ফান্ড ঘোটালা করার। আর এটাকে আডাল করে রাখতে হলে প্রথমেই এর পরীক্ষা যাচাই, বিচার, পর্যালোচনা, অডিট এগুলোকে আটকে দিতে হবে। অথবা এর সঙ্গেই সমঝোতা করতে হবে। যে কারণে, প্রথমেই দফতর হাত দিয়েছে সোশ্যাল অডিটে। যে দেখা যাচ্ছে। কিন্তু গ্রামোন্নয়ন সোশ্যাল অডিট রেগার দুর্নীতি

সৃষ্টি নিয়ে তথ্য ভিত্তিক বিচার বিশ্লেষণ করবে সেই সোশ্যাল অডিটকেই পঙ্গু করে দিয়েছেগ্রামোন্নয়ন দফতর। প্রথমেই যোগ্যতম ব্যক্তিকে বঞ্চিত করে সম্পূর্ণ কারচুপির আশ্রয় নিয়ে খোদ উপমখ্যমন্ত্রী তার এক ঘনিষ্ঠজনকে সোশ্যাল অডিটের মাথায় বসিয়েছেন। কারণ, তাকে দিয়ে যাবতীয় জোচ্চুরি করানো যাবে।ফলে, কেলেঙ্কারি ঢেকে রাখা যাবে রেগার ক্ষেত্রে। সেই মোতাবেকই কাজ হচ্ছে। কিন্তু সোশ্যাল অডিট কর্তা চাইলেই যেমন এক'কে একশো বানাতে পারবেন না, তেমনি পাঁচ'কে পাঁচশো বানাতে পারেন না। সেই জায়গাতেই গিয়ে অংকের জটিল আবর্তে ধরা পড়ে গিয়েছে কেলেঙ্কারি। যা পরিস্ফুট হয়েছে গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রকের ওয়েবসাইটে।আর মুখে মারিতং জগৎ — সরকারের প্রতিভূ গোয়েবলসীয় প্রচারে রেগায় শ্রমদিবসে রেকর্ড আর সম্পদ সৃষ্টির ঢোল বাজিয়ে চলেছেন।

 সাতের পাতার পর জমাতিয়া। কয়েক মিনিট পর ফের দ্বিতীয় গোলটি করে সুমিতা। ম্যাচ তখন ৩-২। বেশ উপভোগ্য ম্যাচ। এই অবস্থায় ম্যাচের ৫৩ মিনিটে মহাত্মা গান্ধী পিসি-র হয়ে জয়সূচক গোলটি করে দীপালি হালাম। শেষ পর্যন্ত ৪-২ গোলে জয় পায় তারা। ম্যাচ পরিচালনা করেন দফতরের দায়িত্বপ্রাপ্ত উপমুখ্যমন্ত্রী কিংবা যথাযথভাবে অর্থের ব্যবহার, উৎপল চৌধুরী।

রাবারের গোডাউনে চুরি

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, ফটিকরায়, ১৬ জানুয়ারি।। শনিবার গভীর রাতে ফটিকরায় থানাধীন পূর্ব গকলনগরে এক রাবারের গোডাউনে হানা দেয় চোরের দল। গোডাউন থেকে ১০ থেকে ১২ লক্ষ টাকার রাবার শিট চুরি হয়েছে বলে অভিযোগ। গোডাউনের মালিক তাপস কর। শনিবার রাতে চরির ঘটনা ঘটলেও বিষয়টি জানাজানি হয় রবিবার সকালে। স্থানীয় লোকজন এদিন গোডাউনের দরজা খোলা দেখে তাপস কর'কে খবর দেন। তিনি গোডাউনে এসে দেখেন প্রচুর পরিমাণ রাবার শিট উধাও। বিষয়টি বুঝাতে আর অসুবিধা হয়নি যে, রাতের অন্ধকারে রাবার শিট চুরি হয়ে গেছে। এই ঘটনার খবর পেয়ে ফটিকরায় থানার পুলিশও ছুটে আসে তদভ্রে জন্য। তবে এখনও পর্যন্ত চোর ধরা পড়েনি।

নেতা প্রবার • চারের পাতার পর পৃথিবীতে আসতে ৫৪ বছর সময় লেগেছে। আর কোভিড ভ্যাকসিন ভারতে নিজেই করতে সক্ষম হলো মাত্র কয়েক মাসের মধ্যে। গত ১৭ সেপ্টেম্বর দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জন্মদিনে সবচেয়ে বেশি টিকা দেওয়া সম্ভব হয়েছে। ত্রিপুরার সাফল্যের কথা তুলে ধরেন প্রবীর চক্রবর্তী। ভারতের

কোভিড টিকা দেওয়ার এক বছরে সবচেয়ে বড় ও দ্রুততম টিকাদান অভিযান সম্ভব হয়েছে। যা গোটা বিশ্বের মধ্যে ভারত দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পেরেছে।

 সাতের পাতার পর রান করেন। উড ৬টি এবং ব্রড ৩টি উইকেট নেন। প্রথম তিনটি টেস্ট জিতে আগেই সিরিজ পকেটে পুরে নিয়েছিল অস্ট্রেলিয়া। চতুর্থ টেস্ট ডু হয়। শেষ টেস্টে আবার অস্ট্রেলিয়া জিতল।

প্রার্থী হয়েই

• ছয়ের পাতার পর প্রার্থী হিসেবে বসসি পঠান থেকে লড়ার ঘোষণা করার পর এ নিয়ে কোনও প্রতিক্রিয়া দেননি তাঁর দাদা মুখ্যমন্ত্রী চন্নি। পাঞ্জাব প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি সিধুও কিছু জানাননি। দল মনোহরের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেবে কি না সে ব্যাপারেও স্পষ্ট করে কিছু বলা হয়নি কংগ্রেসের তরফে। যদিও মনোহর বলেছেন সিধু তাঁর সঙ্গে বৈঠক করার প্রতিশ্রুতি দিলেও সেই বৈঠক রবিবার অবধি হয়ে ওঠেনি।

এক ক্লাব ছাড়া সিংহভাগ ক্লাবই যুগ্মসচিবের বিরুদ্ধে তাই তিনি ক্লাব ক্রিকেট না করে টাইট দিতে চাইছেন। এদিকে, সদরে ক্লাব ক্রিকেট না হলে মহকুমাতে যদি ক্লাব ক্রিকেট হয় তবে তা নিয়ে বিরাট বিতর্ক তৈরি হবে। এটা আগাম বুঝতে পেরে এক অফিস অর্ডার মারফত মহকুমাগুলিতে ক্রিকেট বন্ধের নির্দেশ দেন। আগে সদর ক্রিকেটের সমস্যার আঁচ পড়তো না মহকুমার ক্রিকেটে। কিন্তু বর্তমানে সব কিছুই সম্ভব। শুধুমাত্র নিজের ক্ষমতা জাহির করার জন্য টিসিএ-র এক কর্মকর্তা ক্রিকেটকে নিয়ে জুয়া খেলছেন। ডুবছে ক্রিকেট। ক্রিকেটাররা হতাশ। অথচ তিনি দিব্যি ক্ষমতা জাহির করে চলেছেন।

 পাঁচের পাতার পর থানার অন্তর্গত কামথানা, কৈয়াতেপা, হরিহরদোলা, পুটিয়া-সহ বিভিন্ন এলাকায় এখনও গাঁজা চাষ হচ্ছে। এদিন যে বাগান এলাকায় পুলিশ হানা দিয়েছে সেখানেও এখনও আরও বাগান আছে বলে সূত্রে খবর। তার পাশাপাশি কেনানিয়াপাল চৌমুহনি এলাকায় বেশ কয়েক বছর ধরে গাঁজা চাষ চলছে। গত দুই বছর আগে পুলিশ সেই এলাকায় হানা দিয়েছিল। কিন্তু এ বছর এখনও সেখানে হানা পড়েনি। ওই এলাকার কাজল, অমল, সুরজিৎ, দুলালরা পুলিশের সাথে রফা নিয়ে দর কষাকষি চালিয়ে যাচ্ছে বলে খবর। যদিও পুলিশের বর্তমান অবস্থান দেখে অনেকেই আশা করছেন হয়তো লোক দেখানোর জন্য হলেও তারা অভিযান সংগঠিত করবে।

সুর চড়ালেন মদন

কলকাতা, ১৬ জানুয়ারি।। শনিবারই দলের শুঙালা রক্ষা কমিটিকে নিয়ে মখ খলেছিলেন কামারহাটির বিধায়ক মদন মিত্র। রবিবার সুর আরও চড়ালেন তিনি। পাশাপাশি কটাক্ষ ছঁডে দিলেন দলের মহাসচিব চটোপাধ্যায়ের দিকে। করোনা আবহে আগামী দু'মাস সমস্ত রাজনৈতিক ও ধর্মীয় সমাবেশে রাশ টানার বিষয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ব্যক্তিগত' অভিমত নিয়ে তৃণমূলের রাজ্য সম্পাদক তথা মুখপাত্র কুণাল ঘোষ ও শ্রীরামপুরের সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাক্যযুদ্ধের জল গড়িয়েছে অনেক দূর। গোলমাল মেটাতে দলের মহাসচিবকে হস্তক্ষেপ করতে হয়। শনিবারই সাংবাদিক বৈঠক করে বিবৃতি পাল্টা বিবৃতির অধ্যায় শেষ করার নির্দেশ

নয়, দলের অভ্যন্তরে শুঙ্গলা রক্ষা কমিটিকে জানাতে হবে। অন্যথায় ব্যবস্থা নেবে দল। তারপর 'সাময়িক' বিরতিতে কণাল, কল্যাণ দ'জনেই। কিন্তু লাগাতার এ নিয়ে প্রশ্ন তুলে চলেছেন মদন মিত্র। শনিবার নেটমাধ্যমে বক্তব্যের পর রবিবার প্রকাশ্যে মদন যা বলেন. তার নির্যাস মূলত এক। তিনি বলেন, "মুখ্যমন্ত্রীর নিরাপত্তার কারণে হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিটের কার্যালয়ে যাওয়া যায় না। অভিষেক এতই ব্যস্ত যে তাঁর কাছে আমাদের মতো সাধারণ কর্মীরা পৌঁছতে পারেন না। তপসিয়ার দলীয় কাৰ্যালয় ভাঙা পড়েছে।" এই প্রেক্ষিতে মদনের প্রশ্ন, 'আমি দলের বিরুদ্ধে বলছি না। কিন্তু কিছ বলার থাকলে তা জানাব কাকে?' একই সঙ্গে সরাসরি পার্থকে কটাক্ষ করে দেন পার্থ। জানিয়েছেন, কারও মদন বলেন, "তাই উনি যদি আমায়

কনস্টেবল থাকেন, তাঁর কাছে দিয়ে যাবেন, আমি সেখানেই দিয়ে আসব।" শনিবার নেটমাধ্যমে লাইভ সম্প্রচারে এসে মদন বলেছিলেন, "শুনছিলাম, যাঁর যা বিক্ষোভ তা দলের মধ্যে বলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আমার প্রশ্ন. দলের মধ্যে কোথায়, কাকে বলতে হবে। তাঁকে কোন ঠিকানায় পাওয়া যাবে। কারণ কর্মীরা বলছেন, তৃণমূল ভবনে এক মাত্র সূব্রত বক্সী ছাড়া কাউকে পাওয়া যায় না।"এই মন্তব্যের পর রবিবার ফের একই প্রসঙ্গে মুখ খুললেন মদন। এ বার আরও সুর চড়িয়ে জানতে চাইলেন একই কথা। পাশাপাশি কটাক্ষ ছুঁড়ে দিলেন পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের দিকে। দলের মহাসচিব তথা শৃঙ্খলা রক্ষা কমিটির প্রধান কি এবার এ নিয়ে কড়া হবেন ? মদনের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা নেবে দল? সেটাই এখন বড় প্রশ্ন।

দঃখ দিয়েছে।" এদিকে আজই বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন উত্তরপ্রদেশের প্রাক্তন পুলিশ

পার্টিতে যায়, যাঁরা দাঙ্গাকারীদের ধরে শাস্তি দেয় তাঁরা বিজেপিতে যোগ দেন।'' প্রসঙ্গত, যোগী আধিকারিক অসীম অরুণ। আদিত্যনাথ নিজে ঠাকুর গেরুয়া শিবিরে প্রাক্তন আইপিএস সম্প্রদায়ের লোক হওয়ায় অফিসার যোগ দেওয়ার পর 🕒 ত্তরপ্রদেশের উচ্চবর্ণের বিজেপি নেতা তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ব্রাহ্মণদের মধ্যে বিজেপির অনুরাগ ঠাকুর অখিলেশের প্রতি বিতৃষণ তৈরি হয়েছে। ঘটনাও ভোটারদের উদ্দেশে দলকে কটাক্ষ করে বলেন, ''যারা সেই ঘাটতি মেটাতে এবার

করেছে গেরি৽য়া শিবির। কিন্তু যেভাবে একের পর এক দলিত নেতা ও মন্ত্রী দল ছাড়ছেন, তাতে দলিত ভোটের আশাও ক্রমশ ক্ষীণ হওয়া শুরু করেছে। তাছাডা এভাবে মন্ত্ৰী ও বিধায়কদের দল ছাড়ার

ডেকেছিলেন তারা। 'ত্রিপুরা পুলিশ হায় হায়' স্লোগান দিয়েছেন রাস্তায়। কোভিড বিধি অনুযায়ী তাদের প্রশাসন আটকানোর সাহস পায়নি, আবার কারফিউ ভেঙে এসে মিটিংও করেছেন। মেডিক্যাল ইমার্জেন্সি নয় এই মিটিং, জরুরি পরিসেবাও নয়, কী গ্রাউন্ডে তারা কারফিউ দিয়ে

আসতে পেরেছেন তা জানা না

গেলেও টিএসএফ'র সাথে মন্ত্রীর মিটিং শুধু টিএসএফ নয়, তিপ্রা মথা'র যুব নেতারাও ছিলেন। মন্ত্রী বলেছেন, তিপ্রা মথা থেকে যারা এসেছেন, তারা তার পরিচিত বন্ধু, টিএসএফ'রও বন্ধু, তাদের ওরিজিন সব এক। ভবিষ্যতে তাদের সঙ্গে একসাথে কাজ করবেন। তিনি বলেছেন, টিএসএফ বুঝতে পেরেছে, বন্ধ কোনও সমাধান

নয়। আবার মন্ত্রী বলেছেন. টিএসএফ যা বলেছে, তা সঠিকভাবেই বলেছে। তাদের দাবি 'কিছুদিনের' মধ্যেই দেখা হবে, 'জাস্টিস' দেয়া হবে। টিএসএফ'র দাবি, 'কালপ্রিট' ত্রিপুরা ট্রাফিক शूलिरिশর বির•দ্ধে ব্যবস্থা, ম্যাজিস্ট্রেট দিয়ে তদন্ত, হেনস্তা হওয়া ছাত্রদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া। টিএসএফ চারদিনের সময় দিয়েছে।

ঘণ্টা আগেও ধুমধাম করে শহরের বনমালীপুর রামঠাকুর সেবা মন্দিরে শত শত ভক্তদের উপস্থিতিতে উৎসব আয়োজিত হয়েছে। করোনা বিধি বিষয়টি নিয়ে স্বভাবতই সংশয় জাগছে সাধারণ মানুষের মধ্যে। ইতিমধ্যেই বলাবলি শুরু হয়েছে. করোনা বিধির ক্ষেত্রে প্রশাসন দেখে নিচ্ছে সংশ্লিস্ট এলাকার বিধায়ক কে রয়েছেন। রাজ্যের যে প্রান্তে যে বিধায়ক দাপট দেখাতে পারেন, সেখানে 'করোনা বিধি' বলে কিছু নেই। রবিবার শহরের আমতলি বাজার এলাকায় পাঁচদিনব্যাপী গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর নাম-যজ্ঞ ও মহোৎসবের আয়োজন করা হয়েছে। আমতলি বাজার ব্যবসায়ীবৃন্দ ৩৭তম অষ্টপ্রহর এই

আয়োজনটি ইতিমধ্যেই ঢাক-ঢোল মেলা বা অনষ্ঠানগুলো আয়োজন এলাকার শাসক দলের এক পা-চাটা পিটিয়ে শুরু করে দিয়েছেন। করার জন্য অনুমতি দিচ্ছে এবং নেতার দৌলতে। অথচ গত ২৪ আমতলি থানার নাকের ডগায় সেই মোতাবেক আয়োজনও এরকম একটি মেলা কিভাবে অনুমতি পেলো প্রশাসনের তা রাজ্যের প্রতিটি রাজনৈতিকভাবে সচেতন নাগরিক অনুমান করতে পারবেন। একদিকে জিবি বাজার ব্যবসায়ী সমিতির একই কীর্তন বন্ধ, অন্যদিকে আমতলির কীর্তনে শত শত ভক্তদের ভিড়। একইভাবে রবিবার হাজার অধিক ভক্তদের ভিডে সরগরম ছিল উদয়পুরের ত্রিপুরা সুন্দরী মন্দির চত্বর। মায়ের মন্দিরে এদিন বিনা দূরত্ব বজায় রেখেই লাইন দিয়ে শত শত ভক্তরা ঘণ্টাধিক অপেক্ষা করে পূজার্পণ করেছেন। এমন বহু আইন অমান্যের চিত্র গত কয়েকদিন ধরেই প্রশাসনিক অনুমতিতে লক্ষ্য করা যাচ্ছে। অর্থাৎ প্রশাসন ওই উৎসব.

হচ্ছে। অথচ, রবিবার শহরের নির্দিষ্ট তিনটি জায়গায় ট্রহলদাবি চালিয়ে সাধারণ নাগরিকদের কাছ থেকে ২০০ টাকা করে জরিমানা আদায় করেছে প্রশাসন। এই পরিস্থিতিতে এখন একটাই বক্তব্য। আইন আদৌ আছে কী? প্রশাসন সরকারের সিদ্ধান্তকে সঠিকভাবে কার্যকর করছে কি না, তা দেখার জন্য কী ব্যবস্থা রয়েছে রাজ্যের ? রাজ্যের এই দ্বিচারিতা কিছুতেই মেনে নিচ্ছেন না সাধারণ নাগরিকরা। প্রত্যেকটি জেলায় একাংশ নাগরিকদের বক্তব্য, আইন যদি সকলের জন্য সমান না হয় এবং তা যদি মন্ত্রী বা বিধায়ক নির্ভর হয়, তাহলে এর চেয়ে লজ্জার প্রশাসন আর হতে পারে না।

ট্রিপল ইঞ্জিনের পথে খুমুলুঙ

 প্রথম পাতার পর বেছে নেওয়ার পর থেকেই দলে অসন্তোষ তৈরি হয়। কিন্তু প্রদ্যোত মাণিক্যের ছায়ার সঙ্গে লড়াই করে পেরে উঠবেন না বলে কেউই বিদ্রোহের পথে হাঁটেননি। যদিও এডিসি চালাতে গিয়ে নিত্য সমস্যা তৈরি হওয়ায় শেষ পর্যন্ত অনিমেষ দেববর্মাকে উপ মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য হিসেবে নেওয়া হয়। কিন্তু এতে অসন্তোষ থেমে থাকেনি। এডিসির কার্যনির্বাহী কমিটিতে নেওয়া হয়নি জুনিয়র রবীন্দ্র দেববর্মাকে। নেওয়া হয়নি অনন্ত দেববর্মাকে, নেওয়া হয়নি অ্যান্টনি দেববর্মাকে। রাজনীতিগতভাবে যারা প্রত্যেকেই নিৰ্বাহী কমিটিতে শামিল হবেন বলে ধরে নিয়েছিলেন, মহারাজা নিৰ্বাহী কমিটিতে স্থান দিয়ে দেন আনকোরা এমন সব ব্যক্তিকে, যারা কোনওদিন রাজনীতির সঙ্গেই জড়িত ছিলেন না। প্ৰাক্তন সাংবাদিক কমল কলইয়েরও এমন বাড়বাড়ন্ত এবং দ্রুত উত্থান মেনে নিতে পারেননি তিপ্রা মথা'র নির্বাচিত বহু সদস্য। কিন্তু প্রদ্যোত মাণিক্য যা ভালো মনে করেছেন তেমনভাবেই সাজিয়েছেন। ফলে এ নিয়ে প্রকাশ্যে কেউ কোনও

মন্তব্য করেননি। কিন্তু প্রত্যেকেই যে সুযোগের অপেক্ষায় রয়েছেন এটা তারাও জানেন। আর বিজেপিও সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে নানা কৌশল প্রয়োগ করেছে। যে কৌশলে কোনওরকম গরিষ্ঠতা না থাকা সত্ত্বেও গোয়ায় সরকার গড়েছিলো বিজেপি। সংখ্যাগরিষ্ঠতা না থাকা সত্ত্বেও মণিপুরে সরকার গড়েছিলো বিজেপি। একই তত্ত্ব প্রয়োগ করে এডিসি দখল করতেও চায় তারা। এক্ষেত্রে মূল সার্জনের ভূমিকা নিয়েছেন তথ্য সংস্কৃতি মন্ত্ৰী সুশান্ত চৌধুরী। জানা গেছে, তার অপারেশনের মাধ্যমে শীঘ্রই অ্যান্টনি দেববর্মা বিজেপিতে যোগ দেবেন। খেলা ঘুরে যেতে বেশি সময় লাগবে না বলেও বিজেপি সূত্র বলছে। তাদের বক্তব্য, উপজাতিরা ক্রমেই বুঝতে পারছেন, পাহাড়ে ট্রিপল ইঞ্জিন গঠিত হলে এর সুবিধা প্রতিটি ঘরে গিয়ে পৌঁছাবে। উন্নয়নে কোনও কমতি থাকবে না বলেও তাদের দাবি। সে কারণেই এডিসি ক্রমেই গেরুয়া ঝড়ের দিকে এগোচেছ বলেও সূত্রটি বলছে। অংকের নিরিখে ২৮ সদস্যক এডিসিতে বিজেপির সংখ্যা ৯।

নির্দল ১ এডিসি সদস্য ভূমিকানন্দ রিয়াং বিজেপিতে মিশে যাওয়ায় বিজেপির সদস্য হয়েছে ১০। আর তিপ্রা মথা'র সদস্য ১৮। এডিসিতে ক্ষমতায় আসতে গেলে কম পক্ষে ১৫ জন সদস্যের প্রয়োজন। এদিক থেকে এডিসিতে ক্ষমতা দখল করতে গেলে বিজেপির আরও ৫ জন সদস্যের সমর্থন প্রয়োজন। বিজেপি সূত্র বলছে, উন্নয়নের স্বার্থে অ্যান্টনি ছাড়া আরও চার জন জোগাড় করে নেওয়া কোনও বিষয় নয়। বরং এর চেয়ে বেশি সংখ্যক সদস্য বিজেপিতে যোগ দিতে উন্মুখ হয়ে রয়েছেন বলেও তাদের দাবি। আগামী কিছুদিনের মধ্যে তারা বিজেপিতে যোগ দিতে পারেন বলেও খবর। তবে কারা কারা এই তালিকায় রয়েছেন এখনই নাম প্রকাশ করতে তারা অস্বীকার করেছেন। তাদের বক্তব্য, সময়মতো সবকিছু প্রকাশ করা হবে। তবে এডিসিতে যে শীঘুই পদাফুল ফুটছে আর জোড়া লাগছে তৃতীয় ইঞ্জিনের এটা প্রায় হলফ कराइ अमिन वर्ल मिरायराइन বিজেপির এক শীর্ষ নেতা।

অসপ্তোষ

 তিনের পাতার পর অনলাইন পরীক্ষার দাবিতে শিক্ষা ভবনে তালা দিয়েছিল। অনলাইনে ক্লাস হয়েছে, অনলাইনে পরীক্ষা দেব। এরকম অদ্ভত দাবি ছিল। সরকার মেনেও নিয়েছিল শেষ পর্যন্ত।

তিনের পাতার পর টিকা দিয়ে দেওয়া সম্ভব হত।" রাজ্যের মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যও একইভাবে কেন্দ্রের মোদি সরকারকে বিঁধেছেন। তাঁর অভিযোগ, কেন্দ্রের টিকা-রাজনীতির শিকার হয়েছে বাংলা। বাংলাকে কম টিকা দেওয়া হয়েছে বলেও দাবি করেছেন তিনি। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরী এই প্রসঙ্গে কেন্দ্রকে আক্রমণ করেছেন। অধীর বলেন, ''এটা কেন্দ্রের আত্মপ্রচার ছাডা আর কিছুই না। সকলের জোড়া টিকা হয়নি। অথচ ফোন তুললেই মোদিকে ধন্যবাদ জানানো হচ্ছে! মিথ্যের ঢোল বাজিয়ে সরকার নিজের কথাই নিজে রাখতে পারেনি। এটা লজ্জার!" সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তীর বক্তব্য, টিকাকরণ নিয়ে চুডান্ত মিথ্যার নির্মাণ চলছে। কেন্দ্র, রাজ্য দ'পক্ষই এতে সমান ভাবে দায়ী বলে দাবি

 তিনের পাতার পর
 হয়েছে এবং যারা ভ্যাকসিন গ্রহণ করেছে তাদের সংক্রামিত করেছে। এছাড়াও, এই রূপটি সেই সমস্ত লোকদেরও আক্রমণ করছে যাদের ভ্যাকসিনের সুরক্ষা নেই। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার রিপোর্ট অনুযায়ী, ৩ থেকে ৯ জানুয়ারির মধ্যে বিশ্বব্যাপী প্রায় ১.৫ কোটি কোভিড-১৯-এর ঘটনা ঘটেছে, যা আগের সপ্তাহের তুলনায় ৫৫ শতাংশ বেশি।

বাবার পথেই

 প্রথম পাতার পর
 চক্রবর্তীর মেয়ে! অনেক কিছু শিখেছি, মঞ্চাভিনয়ের খঁটিনাটি। অবাক চোখে তাকিয়ে দেখেছি তাঁর অভিনয়, সেই ছোট্টবেলা থেকে। আমার নাটক দেখে ফোন করে খুব প্রশংসা করেছিলেন। আনন্দে কেঁদেই ফেলেছিলাম।বড় হয়ে এক সঙ্গে একটা কাজ করার আর্জি নিয়েও গিয়েছিলাম, সিনেমায়। করেননি। তাই আর এক সঙ্গে কাজ করার বা একদম সামনে থেকে অভিনয় দেখাব সৌভাগ্য হল না।'

অভিযান হয়েছে। যদিও ছোট হকারদের দাবি তাদের সংসার চালাতে এই দোকান করতে হয়। তাদের জন্য বিকল্প কোন ব্যবস্থাও করা হয়নি। উল্টো দিকে আগরতলায় বড় বড় ব্যবসায়ীরা সরকারি রাস্তা দখল করে রেখেছে। এগুলির বিরুদ্ধে আদৌ অভিযান করা হবে কিনা তা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করছেন ছোট হকাররা।

 চারের পাতার পর তৎক্ষণাৎ রেফার করা হয়েছে আগরতলার জিবিপি হাসপাতালে। অরজিৎ দেববর্মার চিকিৎসা চলছে ধলাই জেলা হাসপাতালেই। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায় টিআর ০৭ সি ০৬৮৭ নম্বরের স্করপিও গাড়িটি অতিরিক্ত গতির কারণে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে যাত্রীবাহী টমটমটিকে ধাক্কা দেয় এতে টমটমের দুই যাত্রী রক্তাক্ত হয়। পথচলতি মানুষ তৎক্ষণাৎ ছুটে আসে এবং দমকল বাহিনীকে খবর দিলে দমকলের গাড়ি এসে আহতদের ধলাই জেলা হাসপাতালে পৌঁছে দেয়। পুলিশ এসে স্করপিও গাড়িটিকে আটক করে আমবাসা থানায় নিয়ে যায়।

দেহ উদ্ধার

• **আটের পাতার পর** - থানায় খবর দেয়। এরপর এ এস আই সমীর বিশ্বাসের নেতৃত্বে পুলিশ গিয়ে মৃতদেহ উদ্ধার করে ধলাই জেলা হাসপাতালে পাঠায় ময়নাতদন্তের জন্য। মৃতদেহ এবং পারিপার্শিক অবস্থা পর্যবেক্ষণে পুলিশের প্রাথমিক দাবি হল এটি মানসিক অবসাদ থেকে আত্মহত্যার ঘটনা। তবে ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এলেই এই বিষয়ে চূড়ান্ত করে কিছু বলা যাবে বলে পুলিশ আধিকারিক সমীরবাবু জানান। যদিও অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা গ্রহণ করে ঘটনার ছানবিন শুরু করেছেন উনারা।

প্রাক্তন প্রধানের

বাড়িতে হইচই

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ জানুয়ারি।। সরকারি ঘোষণায় রাত ৯ টা থেকে নৈশকালীন কারফিউ শুরু। কিন্তু

কারফিউতে প্রত্যেকদিন বাইক

বাহিনীদের নিয়ে পার্টিতে ব্যস্ত

থাকেন সিপিএমের প্রাক্তন

পঞ্চায়েত প্রধান। ঘটনা, আমতলি

বাইপাস বৈষ্ণবিটলা এলাকায়।

জানা গেছে, রাস্তার পাশে সুশীলের

বাড়ি। এই বাড়িতে প্রতিনিয়ত চলে

মদ-নেশার আসর। রবিবার রাত

সাড়ে এগারোটায় চলে উচ্চৈঃস্বরে

সাউন্ড সিস্টেম চালিয়ে নাচ-গান।

মদ্যপ কিছু যুবক রাতভর উচ্চ

আওয়াজে গান লাগিয়ে চিৎকার

করে যায়। আমতলি থানার পুলিশ

এবং স্থানীয়রা ভয়ে কিছু বলতে চান

না। সুশীলের বাড়িতেই চলে

রাতভর পার্টি। অভিযোগ,

শনিবারও রাত সাড়ে এগারটা

নাগাদ পার্টি চলতে থাকে। এলাকায়

শাসক দলের বাইক বাহিনী পুর

নির্বাচনের সময়ও বেশ সক্রিয়

ছিল। অনেককে মারধর করে এই

বাইক বাহিনী। শুক্রবার রাতেও এই

বাইক বাহিনীর তাণ্ডব চলতে থাকে। নাইট কারফিউতে কোনভাবেই

রাত ৯ টার পর কেউ রাস্তায় বের

হতে পারেন না। শাসক দলের বাইক

বাহিনীর সঙ্গে সুশীলের বনিবনা

হওয়ায় এলাকায় পোয়াবারো বাইক

বাহিনীর। পুলিশও বাই পাসের

পাশে সুশীলের এই বাড়িতে আসার

সময় পায় না। প্রতিবন্ধীর মত চোখ

বন্ধ করে আছে আমতলি থানার

পুলিশ বলেও অভিযোগ উঠেছে।

কিন্তু প্রশাসনের ঢিলেমির সুযোগে

এইভাবেই নিয়ম নীতি ভেঙে

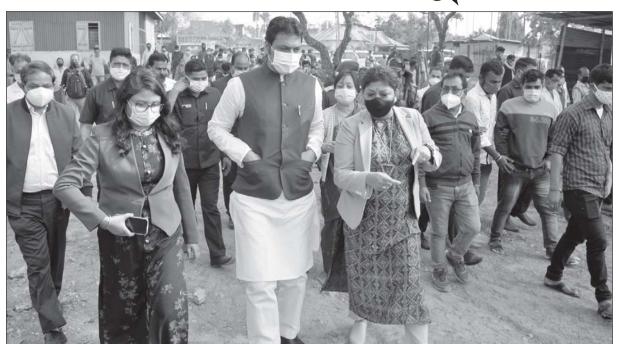
চলেছে কিছু যুবক। বৈষ্ণবটিলায়

প্রাক্তন প্রধানের বিরুদ্ধে এই

অভিযোগই উঠেছে। এদিকে,

আরও অভিযোগ সুশীল বাইক

বর্ষপূর্তিতে কোভিড টিকা কেন্দ্র পরিদর্শনে মুখ্যমন্ত্রী



প্রেস রিলিজ, আগরতলা, ১৬ জানুয়ারি।। প্রধানমন্ত্রীর সুযোগ্য নেতৃত্বে এক বছর আগে আজকের দিনেই স্বদেশীয়ভাবে প্রস্তুত কোভিড টিকাকরণের সূচনা হয়েছিল। দেশের নাগরিকদের জীবনের সুরক্ষাকে অগ্রাধিকার দিয়ে দেশব্যাপী বড় মাত্রায় টিকাকরণ কর্মসূচি চলছে। রবিবার অরুন্ধুতীনগর উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রের কোভিড টিকাকরণ পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। অরুন্ধৃতীনগর উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রকে প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে উন্নীতকরণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। যেখানে এই প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি নির্মাণ করা হবে সেই স্থানটি রবিবার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার

মোদির

দেব পরিদর্শন করেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রীর দিক্নির্দেশনায় ভারতের মতো বিশাল জনসংখ্যার দেশে অল্প সময়ের মধ্যে দেশীয় প্রযুক্তিতে কোভিড টিকা প্রস্তুত করা সম্ভব হয়েছে। এজন্য প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানান মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, গত বছর এই দিন থেকে শুরু হওয়া দেশব্যাপী টিকাকরণ কর্মসূচি ইতিমধ্যেই প্রায় ১৫৭ কোটি ডোজ প্রদান করা হয়েছে। মোট কোভিড টিকার ডোজ গ্রহণকারীদের মধ্যে প্রায় ৭৬ কোটি ডোজ মহিলারা নিয়েছেন। জনসচেতনতামূলক বিভিন্ন কর্মসুচি ও ইতিবাচক পদক্ষেপের ফলে মোট টিকার ডোজের মধ্যে ৯৯ কোটি কোভিড হয়েছে। এরই ফলশ্রুতিত নগরকেন্দ্রীকতার বদলে টিকাকরণের সুফল সমগ্র দেশব্যাপী বিকেন্দ্রীকরণ করা সম্ভব হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, ভোটার তালিকা অনুসারে ত্রিপুরায় কোভিড টিকার প্রথম ডোজ ৯৯.৫৩ শতাংশ ও দ্বিতীয় ডোজ ৮২.৩৫ শতাংশ প্রদান করা হয়েছে। তার পাশাপাশি ১৫ - ১৮ বছর বয়সীদের টিকাকরণ প্রক্রিয়া রাজ্যে সফলভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে। যার গড় প্রায় ৪২ শতাংশ। এক্ষেত্রে আরও দ্রুততার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বয়সের ছেলেমেয়েদের টিকাকরণের আওতায় নিয়ে আসার লক্ষ্যে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে কাজ চলছে। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, উন্নত স্বাস্থ্য

করছে। এদিন মুখ্যমন্ত্রী বর্তমান কোভিড পরিস্থিতিতে যথার্থ স্বাস্থ্যবিধি ও অত্যাবশকীয় নীতি নির্দেশিকা প্রতিপালনের লক্ষ্যে সবার প্রতি আহ্বান রাখেন। কোভিড টিকাকরণ কর্মসূচি পরিদর্শনে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন বিধানসভার অধ্যক্ষ রতন চক্রবর্তী, সরকার পক্ষের মুখ্য সচেতক কল্যাণী রায়, বিধায়ক মিমি মজুমদার, বিধায়ক অরুণ চন্দ্র ভৌমিক, স্বাস্থ্য দফতরের প্রধান সচিব জে কে সিনহা, পরিবার কল্যাণ ও রোগ প্রতিরোধক দফতরের অধিকর্তা ডা. রাধা দেববর্মা, জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের মিশন অধিকর্তা ডা.

কথাগুলো হয়তো খুব একটা ভুল

বলেননি তিনি। প্রতিদিন

সরকারের কোষাগারে হাজার

হাজার অর্থ ঢুকছে। আবার প্রতিদিন

ক্যাবিনেট মন্ত্রী সহ রাজ্যের বিধায়ক

এবং বিভিন্ন কাব বা প্রতিষ্ঠান

কোভিড বিধির আইনকে অমান্য

করে নানা উৎসব ও মেলায় মেতে

উঠছেন। এই পরিস্থিতিতে রাজ্যের

মখ্যসচিব কমার অলক রাজ্যবাসীর

জন্য সঠিক কোনও বার্তা দেন কি

না, আগামীদিনে সেটাই দেখার।

যেভাবে প্রতিদিন কয়েকজন পুলিশ

কর্তা দুপুর এবং রাত হলেই পথে

নেমে পড়েন সাধারণ মানুষকে

করোনার পাঠ দেওয়ার জন্য, তাতে

মনে হয় শহর এবং রাজ্যের

প্রত্যেকটি জায়গায় পুলিশ সঠিক

দায়িত্ব পালন করছেন। কিন্তু

বাস্তবে পুলিশ যে নানা এলাকায়

শুধুই কাঠের পুতুল, তা ইতিমধ্যেই

বহুবার প্রমাণিত। সদর মহকুমা

প্রশাসন ২০০ টাকা করে জরিমানা

আদায়ে যতটা সাফল্য পেয়েছে.

তার কানাকড়ি সাফল্যও আদায়

করতে পারেনি উৎসব, মেলা বা

জনসমাবেশ আটকানোর মাধ্যমে।

ঢেউয়ের আতঙ্ক আরও বাড়িয়ে

বাহিনীকে মদের খরচ দিয়ে থাকেন। তার বাড়িতে এলাকার দুই শাসক দলের নেতাকেও দেখা গেছে।

অফলাইন পরীক্ষা নিয়ে অসপ্তোষ আগরতলা, ১৬ জানুয়ারি ।। প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতরের শীর্ষস্তরের কুমারঘাট,১৬ জানুয়ারি।। সোমবার সঙ্গে 'সেটিং' আছে আইএলএস হাসপাতাল কতৃপিক্ষের।এই অভিযোগ গত বহু বছরের। শুধু তাই নয়, জিবিপি হাসপাতাল থেকে আইএলএস হাসপাতালে রোগী আসবেন, এই নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন পড়ুয়ারা। ছাত্র পড়ানোর শিক্ষা নিতে গিয়ে নিজেরাই ঘাটে ঘাটে জল খাওয়া শিখে নিচ্ছেন। কলেজ কর্তৃপক্ষ নিজের সিদ্ধান্তে অটল এখন পর্যস্ত। একটি সূত্র জানাচ্ছে, পরীক্ষার দিনগুলিতে হোস্টেলে থাকা যাবে, তাতেও মুশকিল আছে, যে কারণে কোভিডের সময়ে হোস্টেল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, সেই উদ্দেশ্যই মার

থেকে বি এড প্রথম সেমিস্টারের ইন্টারন্যাল এগ্জামিনেশন নিচ্ছে কুমারঘাটের কলেজ অব টিচার্স এডুকেশন। টানা পাঁচদিন পরীক্ষা। ৩১ জানুয়ারি থার্ড সেমিস্টারের পরীক্ষা। এসবই অফলাইনে দিতে হবে, মানে কলেজে গিয়ে পরীক্ষা দিতে হবে। দুপুর বারোটা থেকে দুইটা পর্যন্ত পরীক্ষা। কোভিডের কারণে হোস্টেল বন্ধ আছে। এই কলেজে কুমার্ঘাটের বাইরের অনেকেই ড়েন,তাদের অনেকে হোস্টেলে থাকেন। হোস্টেল বন্ধ থাকায় তাদের থাকার ব্যবস্থা নেই। এই অবস্থায় প্রতিদিন কী করে বাড়ি থেকে কুমারঘাট পৌঁছে, আবার বাড়ি ফিরে

রেফার করা এবং আইএলএস থেকে বহির্রাজ্যে রেফার করার ক্ষেত্রেও একটি বড় চক্র যুক্ত আছে। লক্ষ লক্ষ টাকার লেনদেন সেখানে। এমন বহু অভিযোগকে যে অভিযোগটি হেলায় উড়িয়ে দেয় তা হলো, আইএলএস হাসপাতালে পরিষেবা দিন দিন তলানিতে গিয়ে ঠেকছে। রবিবার অত্যন্ত নিন্দাজনক এক অভিযোগ প্রকাশ্যে এলো। শহরের আইএলএস হাসপাতালের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ তুললেন রাজ্যের এক প্রবীণ আইনজীবী। করোনা আক্রান্ত এই আইনজীবীকে হাসপাতালটিতে বিনা চিকিৎসাতেই আটকে রাখা হয়। বিনিময়ে মোটা অঙ্কের বিল হাতিয়ে নেওয়ার ফাঁদ পাতে হাসপাতাল কর্ত্রপক্ষ। ঘটনাকে আইএলএস

প্রবীণ কর্তৃপক্ষ কিভাবে বিচার বিবেচনায় আনে। আশা করা যায়, আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই আদালতের দ্বারস্থ হবেন প্রবীণ আইনজীবী।

ওয়াশিংটন. ১৬ জান্য়ারি।। করোনা ভাইরাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য এবং ভারতীয় ভ্যাকসিন করোনা মহামারীর শেষ আসন্ন।খুব মূল হাতিয়ার টিকা। এই টিকা প্রস্তুতকারকদের জন্য সত্যিই একটি দ্রুত এই পরিস্থিতি বদলে যেতে দিয়েই পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেওয়া বড় সাফল্য বলে অভিহিত চিরতরে চলতে পারে না এবং এর করবে। এক বছরের মধ্যে ৬০

গবেষকের মতে, করোনার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে হাতিয়ার যেমন টিকা, তেমনই মাস্কের ব্যবহার, হ্যান্ড স্যানিটাইজার ও সামাজিক দূরত্ব এর লড়াইকে আরও জোরদার শতাংশ টিকা অর্জনের জন্য

যাবে করোনা ভাইরাসকে। এই করেছেন।তিনি আরও বলেছিলেন যে, অদূর ভবিষ্যতে কোভিড-১৯ ভাইরাসের নতুন মিউটেশন দেখা গেলে বিজ্ঞানীরা অবাক হবেন না। কারণ এটা একটা স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। গবেষণায় দেখা গেছে যে, ওমিক্রন ডেল্টা ভ্যারিয়েন্টের তুলনায় চারগুণ গতিকে সংক্রামিত করে। ওমিক্রন

ভারতের প্রশংসা করে, ভ্যারিয়েন্ট যুগান্তকারী সংক্রমণের ভাইরোলজিস্ট এটিকে দেশের কারণ

আমাদের পাখির চোখ উন্নয়নের রাজনীতি।" উল্লেখ্য, দারা সিং চৌহান উত্তরপ্রদেশে দলিত তথা পিছিয়ে পড়া সম্প্রদায়ের প্রভাবশালী নেতা। লোকসভা ও রাজ্যসভার সদস্যও ছিলেন তিনি। পদত্যাগের সময় যোগী সরকারের পরিবেশ ও বন দফতরের মন্ত্রী ছিলেন। এদিন নতুন দলে যোগ দেওয়ার পর প্রাক্তন মন্ত্রী বলেন, ''সমাজের যাঁরা পিছিয়ে পড়া মানুষ, তাঁদের প্রতি এই সরকারের সঙ্গে। ওরা (বিজেপি) কেবল মনোভাব **এরপর দুই**য়ের পাতায়

২০০ টাকার জরিমানা বন্ধ হোক পথে নামুন মুখ্যসচিব, দাবি জনগণের

শহরের বিভিন্ন জায়গায় যখন

প্রশা তুলতে আরম্ভ করেছেন, সুপারের কথা বাদই থাক।'

সমালোচনায় বিরোধীরা প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল। সবাই অর্থে ময়দানে নেই। জেলার পুলিশ **নয়াদিল্লি, ১৬ জানুয়ারি।।** রবিবারই আগরতলা, ১৬ জানুয়ারি।। ভারতে করোনা টিকাকরণের এক মহাকরণের নিজস্ব ঘর থেকে, বছর পূর্ণ হয়েছে। এই উপলক্ষে

চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মী ও করোনা যোদ্ধাদের টুইটে অভিনন্দন জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। পাল্টা মোদি সরকারের প্রতি আক্রমণ শানিয়েছেন বিরোধীরা কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রক জানিয়েছে, দেশের ৯৩ শতাংশ প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিক অস্তত একটি টিকা পেয়েছেন। প্রায় ৭০ শতাংশ পেয়েছেন জোড়া টিকা। স্বাস্থ্য মন্ত্রকের এই পরিসংখ্যান নিয়েই মোদি সরকারকে নিশানা করছে বিরোধীরা। যে তালিকায় সর্বাগ্রে রয়েছে তৃণমূল। তৃণমূল সাংসদ সৌগত রায় বলেন, "টিকাকরণ নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের কাজে ত্রুটি আছে। তারা এখনও সবাইকে জোড়া টিকা দিয়ে উঠতে পারেনি। কেন্দ্রের হাতে সমস্ত টিকা গচ্ছিত। অথচ পশ্চিমবঙ্গ এখনও জনসংখ্যার ৪০ শতাংশকে দ্বিতীয় টিকা দিতে পারেনি। কেন্দ্র সেই টিকা রাজ্যকে দিতে না পারায় এই অবস্থা। অথচ টিকা বিদেশে রফতানি করা হচ্ছে। ওই টিকা রাজ্যগুলোকে দিলে এত 🛮 এরপর দুইয়ের পাতায়

একবার অন্তত শহরের পথে ঘাটে নেমে আসুন রাজ্যের মুখ্যসচিব কুমার অলক। সরজমিনে দেখুন, করোনা বিধির সময়কালে শহর আসলে কেমন আছে! এই দাবি এখন মুখে মুখে। করোনা বিধি জারি হয়েছে গত ৯ তারিখ থেকে। ১০ তারিখ থেকেই প্রতিদিন বাড়ি থেকে বাহারি আয়োজনের ভোজন সেরে, কয়েকজন সরকারি আধিকারিক অফিসে এসেই সোজা চলে আসেন পশ্চিম থানার সামনে। শীতের জ্যাকেট বা ব্লেজারের পকেট থেকে রসিদ বের করে শুরু হয়ে যায় ২০০ টাকার জরিমানা আদায়ের পর্ব। কয়েক ঘণ্টা 'ডিউটি' সেরে, অফিসে ফিরে গিয়েই 'বস'কে বলে দেন, দিনের কালেকশান মোট কত হলো!

একইভাবে পুলিশ প্রশাসনের তরফে কয়েকজন মাঝারিস্তরের আধিকারিক এবং কর্মীরা রাত ৯টা বাজলেই শহরের দু'তিনটে জায়গায় সটান দাঁড়িয়ে পড়েন। শুরু হয়ে যায় বেছে বেছে 'মুরগি' ধরার

পালা! এই দৃশ্যগুলো ইতিমধ্যেই

পুরনিগম এলাকায় ঘরে ঘরে

সংক্রমণের তীব্রতা রুখতে কোনও

স্বাক্ষর করেই মুখ্যসচিব আর

ব্যাপকভাবেই চলছে মেলা এবং

উৎসবের আয়োজন। এগুলিতে

ভিড় হচ্ছে। রবিবার ছুটির দিনে

পিকনিকের নামে বহু জায়গায়

ভিড় জমানোর চিত্র উঠে

এগজিকিউটিভ

নেতা-মন্ত্রীদের উপস্থিতিতেই উৎসব, মেলা ইত্যাদি চলছে তখন ২০০ টাকার জরিমানা প্রশাসনিক কোন ধৃষ্টতার ফসল ? রবিবার ২০০ টাকা জরিমানা দিয়ে শহরের এক নাগরিক স্পষ্ট বললেন— 'রাজ্যের মখ্যসচিব কমার অলক রাজ্যের দুর্যোগ মোকাবিলা অথরিটির স্টেট কমিটির চেয়ারম্যান। কিন্তু তিনি একদিনও নিজে সরজমিনে পথে এসে বিষয়গুলো খতিয়ে দেখেননি।

পশ্চিম জেলার জেলাশাসকও সেই

রেস্তোরাঁগুলিতে কোনওভাবে আক্রান্তের মৃত্যু করোনা তৃতীয় সামাজিক দূরত্ব মানা হচ্ছে না। অথচ প্রশাসনকে এসব রেস্তোরাঁয় যেতে দেখা যায় না। গোটা রাজ্যবাসীর করোনা তৃতীয় ঢেউয়ে সরকারি উদাসীনতা দেখে

রেকড আক্রান্তের দিনেও ম

আক্রান্ত ১১৬৮ প্রশাসন চাইছে করোনার সংখ্যা বাড়তে থাকুক? এই ধরনের অভিযোগও উঠতে শুরু করেছে। রাজ্যের বহু জায়গায় নাম কীর্তনের নামে ভিড় হয়। কোনওভাবেই কীর্তনে মাস্ক ব্যবহার হয় না। বহু জায়গায় শাসক দলের নেতাদের মেলা, উৎসবে পৃষ্ঠপোষকতা করতে দেখা যাচছে। তৃতীয় ঢেউয়ে এতদিন শুধুমাত্র আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছিল। এখন রোগী শনাক্ত হয়েছিলেন। ৪৮ প্রত্যেকদিন সংক্রমিত রোগী ঘণ্টা পর এই রেকর্ড ভেডে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা তৃতীয়

রীতিমতো অবাক। তাহলে কি

দিয়েছে। স্বাস্থ্য দফতর জানিয়েছে, ২৪ ঘণ্টায় রাজ্যে ৮ হাজার ৭৫২ জনের সোয়াব পরীক্ষা হয়েছে। তাদের মধ্যে ৭ হাজার ৮৯৮ জনের অ্যান্টিজেন টেস্ট হয়। অ্যান্টিজেনে ১ হাজার ৭০জন এদিন অবশ্য ১৯১জন করোনা আক্রান্ত সুস্থ হয়েছেন। ২৪ ঘণ্টায় পশ্চিম জেলায় ৫৭৫জন ছাড়াও ঊনকোটি জেলায় ১৩৬, ধলাই জেলায় ১০০, দক্ষিণ জেলায় ৭১, উত্তর জেলায় ৮৮, সিপাহিজলায় ৮৬, গোমতী জেলায় ৮৬ এবং খোয়াই জেলায় ২৬জন সংক্রমিত রোগী শনাক্ত হয়েছেন। তৃতীয় ঢেউয়ে একদিন আগেই ২৪ ঘণ্টায় ১ হাজার ৭জন রাজ্যে পজিটিভ দাঁড়িয়েছে ৫ হাজার ১০৬জনে। শহর এবং শহরত লির মারাও যাচেছন। দু'দিনে ৬ দিয়েছে করোনা। রাজ্যে এখন ঢেউয়ে ১০ হাজার ছাড়িয়ে যাবে।

পজিটিভ রোগী শনাক্ত হয়েছেন। এদিকে দেশে ২৪ ঘণ্টায় ২ লক্ষ ৭১ হাজার ২০২ জন পজিটিভ রোগী শনাক্ত হয়েছেন। এই সময়ে মারা গেছেন ৩১৪জন সংক্রমিত রোগী। করোনার বুস্টার ডোজ দেওয়াও রাজ্যে শুরু হয়েছে। কিন্তু পজিটিভ রোগী শনাক্ত হয়েছেন। কোনওভাবেই করোনা আক্রান্তের রোগীর সংখ্যা কমছে না। অন্যদিকে, করোনার পরিস্থিতিতে সবাইকে সাবধনতা অবলম্বনের কথা বললেন মুখ্যমন্ত্ৰী বিপ্লব কুমার দেব। তিনি জানিয়েছেন দিনের বেলা কারফিউ দেওয়ার পরিকল্পনা এখনও রাজ্য সরকারের নেই। রাজ্যের অর্থনীতি যাতে ভেঙে না পড়ে তার জন্য চেষ্টা করছে সরকার। এদিকে যে দ্রুত হারে করোনা আক্রান্ত বাড়ছে তাতে খুব তাড়াতাড়ি রাজ্যে

খাবে। কোভিডের সময়ে কিছু কিছু

ছাত্র পরিস্থিতির সুযোগ কাজে

লাগিয়ে নানা সময়ে অনলাইনের

বায়নাও জুড়ে দেন, তাতে পরীক্ষায়

"সুবিধা" হয়। এবিভিপি গত বছরে

পর্যন্ত ৯০ হাজার ৯৩৫জন

🏿 এরপর দুইয়ের পাতায়

মার খাওয়া ছাড়া এদের কাছে আর

বিলোনিয়ায় শাসকের কোন্দল, মার খেয়ে

থানায় গেলেন মণ্ডলের লোকেরা

তথা তারও গুরুদেব কালা মানিক গোষ্ঠীর দুষ্কৃতিদের দ্বারা। মাত্র ক'দিন আগেই কালা মানিক আর প্রাক্তন সভাপতি হাতিপার্কে পিকনিকের নামে অনগামীদের ডেকে নিয়ে নানা ছক ক্ষেছিলো। এবার পরিকল্পনামাফিক শুরু হয়েছে আক্রমণ। এদিনকার আক্রমণস্থলেও কালা মানিক গোষ্ঠীর আরেকটি পিকনিক চলছিলো বলে খবর। যে পিকনিকের নেতৃত্ব দিচছিলেন পশ্চিম কলাবাড়িয়া পঞ্চায়েতের উপপ্রধান প্রদ্যোত চৌধুরী। মূলত তার নির্দেশেই এদিন পশ্চিম কলাবাড়িয়া পঞ্চায়েতের প্রধানের স্বামী লক্ষণ দে এবং বিলোনিয়া মণ্ডলের ওবিসি মোর্চার সম্পাদক সুব্রত বৈদ্য'র উপর হামলা সংঘটিত হয় রেল ব্রিজ সংলগ্ন স্থানে। জানা গেছে, এরা দু'জন একটি বাইকে করে জিপতলি এলাকা থেকে

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,

বিলোনিয়া, ১৬ জানুয়ারি।। ফুটে

উঠছে যেন জোট আমলের

প্রতিচ্ছুবি। আক্রান্তদের অনেকেই

বলছেন ১৯৮৮-৯৩ সালের জোট

আমলকেও ছাপিয়ে যাচেছ

এবারের জোট আমল। যে আমলে

নিজেরাই সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত

হচ্ছে নিজেদের দ্বারা। রবিবার

সন্ধ্যায় বিলোনিয়ায় বিজেপির দুই

গোষ্ঠীর বিদ্বেষজনিত কারণে মণ্ডল

সভাপতির গোষ্ঠীর দুই নেতা মার

খেলেন প্রাক্তন মণ্ডল সভাপতি

সময় রেল ব্রিজ সংলগ্ন স্থানে বচ্চন নানাভাবে বর্তমান মণ্ডল সভাপতি চৌধুরী, সুমন বিশ্বাস এবং সঞ্জিত এবং তার লোকজনদের ব্যতিব্যস্ত চৌধুরী এদের বাইক থামিয়ে কের তুলছেন। কারণ, কালা মানিকের নির্দেশে আগে বেধড়ক পেটাতে শুরু করে এবং তাদের কাছে যা টাকাপয়সা এবং বিলোনিয়া মণ্ডল চললেও বৰ্তমান স্বর্ণালঙ্কার ছিলো সব ছিনিয়ে নেয়। মণ্ডল সভাপতি কালা মানিককে সংখ্যায় দুষ্কৃতিরা তিনজন। তারা তেমন একটা গুরুত্ব দিতে চান না। দু'জন হলেও বিন্দুমাত্র প্রতিরোধও আর সেই কারণেই বিলোনিয়া গড়ে তুলতে পারেনি।কারণ, বচ্চন মণ্ডলকে অশাস্ত করে তুলতে চৌধুরীরা ছিলো সশস্ত্র আর এরা কালা মানিক নানারকমের নকশা ছিলো নিরস্ত্র। যে কারণে বেঘোরে ছক করে চলেছেন। যার একটি রূপায়িত হয় এদিন। এদিকে,



সন্ধ্যা সাড়ে পাঁচটা নাগাদ কালা মানিক গোষ্ঠীর লোকদের কাছে মার খেয়ে এরা সোজা চলে আসেন হাসপাতালে। খবর পেয়ে সেখানে ছুটে যান মণ্ডলের নেতারা এবং যুব মোর্চার নেতৃত্ব। পরে থানায় গিয়ে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধ মামলাও করেন তারা। এর মাধ্যমে প্রাক্তন মণ্ডল সভাপতি এবং বর্তমান মণ্ডল সভাপতি গোষ্ঠীর মধ্যে প্রকাশ্যে বিরোধ শুরু হয়ে যায়। জানা গেছে, কালা মানিকই এর মূল মাথা। যিনি

অন্তর্কোন্দল শুরু হয়েছে যে, পদত্যাগও শুরু হয়েছে ইতিমধ্যে। এখানকার বারানি শক্তি কেন্দ্রের ইনচার্জ অপূর্ব লাল ভৌমিক তার দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নিয়েছেন। তিনি জানিয়েছেন তার কাজ করার ক্ষেত্রে বিভিন্ন সমস্যা সৃষ্টি হওয়ার কারণেই তিনি অব্যাহতি চান। বিলোনিয়া মণ্ডলে যেভাবে দলীয় অন্তর্কোন্দল শুরু হয়েছে এতে করে একদিকে হানাহানি অপরদিকে পদত্যাগের

তাদের বাড়িতে ফিরছিলেন। এমন বিনা পরিষেবায় প্রবীণ আইনজীবীর পকেট কাটলো আইএলএস ঃ অভিযোগ

ঘিরে আরো একবার আইএলএসের বিশ্বমান নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে জনমনে। ওই আইনজীবী অভিযোগ তুলেছেন সম্প্রতি করোনা আক্রান্ত হয়ে তিনি ভর্তি হয়েছিলেন হাসপাতালে। যথারীতি মহাকরণের ঢিল ছোড়া দুরত্বে অবস্থিত হাসপাতালটির কোভিড কেয়ার ইউনিটে রাখা হয়েছিলো এই আইনজীবীকে। তিনি অভিযোগ করে বলেন, হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ তার মতো প্রবীণ ব্যক্তির সাথে যে ব্যবহারের অযোগ্য। যে ঘটনাটি নির্মম অত্যাচার করেছে তা অত্যস্ত একজন প্রবীণ আইনজীবী দুঃখজনক। তিনি বিস্ফোরক অভিযোগ আকারে বলেছেন, তা অভিযোগ তুলে বলেন, কনকনে ঠান্ডার মধ্যে একটি কম্বল চেয়েছিলেন তিনি। কিন্তু এই কম্বল দিতে গড়িমসি শুর করে আইএলএস কর্তৃ পক্ষ। তাকে কোভিড কেয়ার ইউনিটে রাখা হলেও সেখানে পরিষেবা দিতে দেখা যায়নি কোনো চিকিৎসককে। কেবলমাত্র কয়েকজন নার্স সময়ে সময়ে তাঁর খোঁজখবর নিয়েছেন। বিন্দু পরিমাণ পরিষেবা পাননি

নিজেকে সামলাতে পারছিলেন না। অবশেষে তিনি আইএলএস কর্তৃপক্ষকে নিজের পরিচয় দিয়ে বলেন, এই ধরনের নোংরা পরিষেবার জন্য তিনি হাইকোর্টের দ্বারস্থ হবেন। এরপরই টনক নডে আইএলএস কর্তৃপক্ষের। যখন আইএলএস কর্ত পক্ষ জানতে পারে যে তিনি একজন আইনজীবী তখনই তাকে একটি কম্বল দেওয়া হয়। তাও সেটি অন্যান্য রোগীদের ক্ষেত্রেও প্রায় একই। সকলে মুখ ফুটে এ যাবতীয় অন্যায়গুলো প্রকাশ্যে মেলে ধরেন না।তফাৎ এইটুকু। দেখার, আইনজীবীর অভিযোগগুলো হাসপাতাল

ঘটনার তদন্ত হলেই সমস্তটা

তিনি। কিন্তু এই ধরনের অপকর্ম প্রকাশ্যে আসবে।

চলেছে। কোনও মহামারীই এই বিশ্বে দীর্ঘদিন ধরে টিকে থাকতে পারেনি। এমনই দাবি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ডিসির বিজ্ঞানী এবং ভাইরোলজিস্ট কুতুব মাহমুদের। তিনি জানান, মহামারী সমাপ্তি খুব কাছাকাছি। করোনা ভাইরাসের সঙ্গে মোকাবিলা করার ক্ষমতা ইতিমধ্যেই চলে এসেছে।

বলছে, ভোটমুখী উত্তরপ্রদেশে প্রায়

লখনউ, ১৬ জানুয়ারি।। কদিন আগেই উত্তরপ্রদেশের যোগী সরকারের তিন মন্ত্রী স্বামীপ্রসাদ মৌর্য, ধরম সিং সাইনি ও তারপর দারা সিং চৌহান পদত্যাগ করেছিলেন মন্ত্রিসভা থেকে। জানাই ছিল, অন্য দলছুট বিজেপি বিধায়কদের মতোই তিন মন্ত্রীও যোগ দিতে চলেছেন সমাজবাদী পার্টিতে। আজ সেই মতোই বিজেপি ছেড়ে অখিলেশ যাদবের উপস্থিতিতে যোগী সরকারের প্রাক্তন মন্ত্রী দারা সিং চৌহান যোগ দিলেন সমাজবাদী পার্টিতে। হিসাব

ডজন খানেক বিজেপি বিধায়ক পদত্যাগ করেছেন। যাদের মধ্যে রয়েছেন তিন মন্ত্রীও। রবিবার দারা সিং চৌহান ছাড়াও সমাজবাদী পার্টিতে যোগ দিলেন আপনা দলের বিধায়ক আর কে ভর্মা। এদিন অখিলেশ যাদব দারা সিং চৌহান ও আর কে ভর্মাকে স্বাগত জানানোর পাশাপাশি গেরুয়া শিবিরকে কটাক্ষ করেন। অখিলেশ বলেন, "এই লড়াই দিল্লি ও লখনউয়ের ডবল ইঞ্জিন সরকারের

আগরতলা, ১৬ জানুয়ারি ।। জনের মৃত্যু হয়েছে। দ্রুতহারে করোনায় আরও তিন মৃত্যু। ৪৮ আক্রান্ত বাড়লেও সংক্রমণ রুখতে ঘণ্টায় ৬জন সংক্রমিত মারা এখনও পর্যন্ত এলাকা ভিত্তিক গেলেন। ২৪ ঘণ্টায় আক্রান্তের কোনও আলাদাভাবে বিধিনিষেধ সংখ্যা আগের সব রেকর্ড ভেঙে জারি করেনি প্রশাসন। আগরতলা দিয়েছে। ২৪ ঘণ্টায় ১ হাজার ১৬৮জন পজিটিভ রোগী শনাক্ত আক্রান্ত ছেয়ে যাচ্ছে। অথচ স্বাস্থ্য হয়েছেন। সংক্রমণের হার বেড়ে দফতর এবং প্রশাসন গোষ্ঠী দাঁড়িয়েছে ১৩.৩৫ শতাংশে। সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত পশ্চিম নির্দেশিকা জারি করেনি। সামাজিক জেলায় ৫৭৫জন। ২৪ ঘণ্টায় এই দূরত্ব বজায় রাখার একটি কাগজে প্রথম তৃতীয় ঢেউয়ে ১০০'র উপর আক্রান্ত শনাক্ত হয়েছে ধলাই এবং কোনও দায়িত্ব পালন করছেন না উনকোটি জেলায়। রাজ্যের অন্য বলে অভিযোগ উঠেছে। রাজ্যে জেলাগুলিতেও পজিটিভ রোগীর সংখ্যা ব্যাপকহারে বাড়ছে। দেশের সঙ্গে রাজ্যেও প্রত্যেকদিন করোনা আক্রান্ত নতুন রেকর্ডের দিকে এগিয়ে যাচেছ। ত্রিপুরায় চিকিৎসাধীন অবস্থায় থাকা এসেছে। শহরের পার্কগুলোতে পজিটিভ রোগীর সংখ্যা বেড়ে দুপুর থেকেই ভিড় জমা হচ্ছে।

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,

আগরতলা, ১৬ জানুয়ারি ।। বাম

আমলে কংগ্রেস ছেড়ে তৃণমূলে

যাওয়া বিধায়কদের রাতারাতি

স্বীকৃতি দিয়ে বিধানসভায় 'স্থান'

করে দেওয়া হয়েছিল মমতা

ব্যানার্জীর দলকে। ঘটনা ২০১৬

সালে বাম আমলে। তারপর কি

হলো তা সকলেরই জানা। পরবর্তী

সময়ে রতন লাল নাথের বিধায়ক

পদ খারিজ হয়ে যাওয়ার পর বাম

আমলেই বিষয়টি তেমনভাবে

প্রচারের আলোয় আসেনি। এটাও

নাকি বামেদের কৌশল রাজনীতি।

তবে এবার মুখ খুললেন সিপিএম

রাজ্য সম্পাদক জিতেন চৌধুরী।

দিচারিতা বললেন তিনি। প্রসঙ্গ,

'অযোগ্য' বিধায়ক আশিস দাস।

কারণ, বিধানসভার অধ্যক্ষ রতন

চক্রবর্তী দুই মাসের মধ্যে আশিস

দাসের বিষয়ে সিদ্ধান্ত জানালেও ৬

মাস আগের বৃষকেতু দেববর্মার

বিষয়টি এখনও নিষ্পত্তি হয়নি।

অথচ ইস্যু এক। বৃষকেতু পদত্যাগ

করেছেন। আইপিএফটি'র তরফে

তাকে 'অযোগ্য' বিধায়ক হিসাবে

ঘোষণা করার দাবি করা হলেও

পর্বতন অধ্যক্ষ রেবতী মোহন



পুথিবা মন্দির চত্বরে মাস্ক বিহীন শিল্পীদের অসাধারণ নৃত্য পরিবেশনা, রবিবারের তোলা নিজস্ব চিত্র।।

কনারে বুলডোজার পুর

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, অভিযান করা হয়েছিল। অগ্নিকাণ্ড পড়েছিল। এই এলাকাতেই ২০নং নিগম। মুখ্যমন্ত্রী সরকারি আবাসের দখলমুক্ত করলো আগরতলা পুর নিগম। রবিবার সকালেই হকার্স কর্নারে বুলডোজার চালিয়ে দু'পাশের ছোট ছোট হকারদের ঘর ভেঙে দেওয়া হয়। এদিন অবশ্য অভিযানের সময় দোকানপাট বন্ধ ছিল। এই সুযোগেই জবরদখলমুক্ত করে নেয় পুর নিগম। এই ব্যবসায়ীরা বহু বছর ধরেই হকার্স কর্নারের ভেতরের রাস্তার পাশে বিভিন্ন সামগ্রী বিক্রি করতেন। তাদেরই উচ্ছেদ করা হয়েছে। উচ্ছেদ করার পর পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদারের যুক্তি ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কথা বলেই এই

টমটমে স্করপিউ'র ধাক্কা, জখম দুই

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, **আমবাসা, ১৬ জানুয়ারি** ।। জাতীয় সড়কে স্করপিও গাড়ি এবং টমটমের মুখোমুখি সংঘর্ষে গুরতর জখম হল দুই ব্যক্তি। যান সন্ত্রাসের এই ঘটনা ঘটে রবিবার সন্ধ্যায় আমবাসা ও ডলুবাড়ি বাজারের মধ্যবর্তী কমলপুর রোডের ট্রাইজংশন এলাকায়। আহত দুইজন হল অরজিৎ দেববর্মা (৪৫) এবং সুধাংশু পাল (৪০)। এদের মধ্যে সুধাংশু পালের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাকে ধলাই জেলা হাসপাতাল

এরপর দুইয়ের পাতায়

আগরতলা, ১৬ জানুয়ারি।। হকার্স হলে এই এলাকা দিয়ে ফায়ার পুর ওয়ার্ডের কর্পোরেটর রত্না দত্তের কাছেও বহু বছর ধরে চা-পান বিক্রি কর্নারে রাস্তার দু'পাশ জবর সার্ভিসের গাড়ি যাওয়ার উপায় এলাকা পড়েছে। প্রসঙ্গত, শহরে করে আসা ছোট ব্যবসায়ীদের নেই। যে কারণে রাস্তাটি আরও কয়েক জায়গায় ছোট ছোট

উচ্ছেদ করা হয়েছে। এরপর হকার্স এরপর দুইয়ের পাতায়



বন্ধ প্রত্যাহারের দাবি সিপিএম, বিজেপির

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ জানুয়ারি ।। রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিপরীত অবস্থানে থাকলেও চলমান একটি ইস্যুতে একমঞ্চে এলো বিজেপি-সিপিএম। বন্ধ আহান করা হয়েছে একটি সংগঠনের তরফে। তার বিপরীতে একমঞ্চে সিপিএম রাজ্য সম্পাদক জিতেন চৌধুরী এবং একদা পোড়



খাওয়া বাম নেতা তথা বিজেপির গঠন করেছে। করোনার এই নিলেও আধিকারিকদের বিরুদ্ধে অবস্থান স্পষ্ট করেছে।



ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি করেছেন প্রদেশ মখপাত্র প্রবীর চক্রবতী। জিতেন চৌধরী।একই সাথে বনধ দু'জনেই বললেন সরকার ব্যবস্থা প্রত্যাহার করারও আহ্বান গ্রহণ করেছে। এবং এই ক্ষেত্রে যা রেখেছেন। বিজেপির প্রদেশ যা করণীয় তা করা হয়েছে। মুখপাত্র প্রবীর চক্রবর্তীও একই দাবি অনেকেই প্রতিবাদ করেছেন রেখে বন্ধ সকলে যেন প্রত্যাখ্যান সরকার সুষ্ঠু তদন্তের জন্য কমিটি করেন সেই দাবি রাখেন। তার পাশাপাশি প্রবীর চক্রবর্তী বলেন, পরিস্থিতিতে এই আন্দোলনের এই সময়ের মধ্যে এই বিষয়গুলো রাস্তায় বনধ নয়। জিতেন চৌধুরী নিয়ে যারাই রাজনীতি করছে বলেন, এইভাবে আন্দোলন না তারাই প্রকৃত ঘটনাকে আড়াল করাও যেতে পারে। তবে বিভেদ করতে চাইছে। বামফ্রন্ট নেতৃত্ব সৃষ্টি ক রে এভাবে আন্দোলন এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে মিলিত সংগঠিত করা কাম্য নয়। পুলিশ হয়ে গোটা ঘটনাটি নিন্দা কনস্টেবলের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা জানালেও বন্ধের বিপক্ষেই

আজ রাতের ওযুধের দোকান সাহা মেডিসিন সেন্টার ৯০৮৯৭৬৮৪৫৭

বাম বধে বিজেপির 'অস্ত্র' প্রাক্তন বাম নেতা প্রবীর

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ জানুয়ারি ।। তৃণমূলের বিরুদ্ধে প্রদেশ মুখপাত্র প্রবীর চক্রবর্তী প্রদেশ কার্যালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে হয়। রাজ্যের সাফল্যের কথাও তুলে ধরেন তিনি। প্রবীর চক্রবর্তী বলেন, এনকেফেলাইটিস ভ্যাকসিন আসতে ৮৩ বছর লেগেছিল। অর্থাৎ অন্যান্য এলো। পোলিও'র মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ টিকা ভারতে আসতে ২৩ বছর লেগেছে। টিটেনাস ভ্যাকসিন

দাসের পর বর্তমান অধ্যক্ষ রতন চক্রবর্তীও নীরবতা পালন করছেন। জিতেন চৌধুরী বলেন এটা দ্বিচারিতা। সাথে থাকা বাম নেতৃত্ব বলেছেন, অধ্যক্ষ নিরপেক্ষ নন। জিতেন চৌধুরী দুঃখ করে বলেন, অধ্যক্ষ রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি হলেও তিনি নিরপেক্ষ

থাকবেন, কিন্তু বর্তমান অধ্যক্ষ

নিরপেক্ষ নন। আশিস দাসের

ক্ষেত্রে ব্যবস্থা নিলেও বৃষকেতু

দেববর্মার বিষয়ে কোনও ব্যবস্থা

না নেওয়ায় ভুল বার্তা যাচ্ছে।

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ জানুয়ারি ।। ভিলেজ কমিটিতে লুট চলছে। দাবি সিপিএম রাজ্য সম্পাদক জিতেন চৌধুরীর। তিনি জানিয়েছেন, এই সময়ের মধ্যে ভিলেজ কমিটিতে নির্বাচন হওয়া দরকার। নির্বাচন হলে লুট বন্ধ হবে। তিনি এও জানিয়েছেন, এই সময়ের মধ্যে ভিলেজ কমিটি নির্বাচন জরুরি হয়ে পড়েছে। শুধু তাই নয়, যদি নিৰ্বাচন যথাসময়ে না হয় তাহলে ফিনান্স কমিশনের মঞ্জুরিও বন্ধ হয়ে যাবে। এই সময়ের মধ্যে কয়েকশো কোটি টাকা কম পাবে এডিসি। তাতে এডিসি এলাকার ক্ষতি। জিতেন চৌধুরী বলেন, লুট নয় নির্বাচন চাইছেন তারা।

সৌহার্দ্যপূর্ণ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ জানুয়ারি ।। সৌহার্দ্য একটি শব্দ। যতই শত্রুতা থাকুক কোনও শাসক দল কিংবা বিরোধী দলের নেতারা কোনও একটি ইস্যুতে মুখোমুখি হলে সৌহার্দ্যপূর্ণ আলোচনা হয়েছে বলে দাবি করেন। কিন্তু আবার এই দুই রাজনৈতিক দলের কর্মীরাই রক্তাক্ত হয়ে হাসপাতালের শয্যায় শায়িত থাকেন। রাজ্যপালের সাথে দেখা করে এসে বামফ্রন্ট আহ্বায়ক নারায়ণ কর সেই সৌহার্দ্যপূর্ণ আলোচনার কথা বলেছেন। তারপর কতগুলো রাজনৈতিক সংঘর্ষের ঘটনা ঘটলো আর কত জন বামকর্মী রক্তাক্ত হলেন, প্রকাশ্যে আক্রান্ত হলেন, কত জনের বাড়িঘরে হামলা হলো তার হিসেব দশর্থ দেব ভবনেই আছে। সব মিলিয়ে বলা যায়, আরও একটি সৌহার্দ্যপূর্ণ আলোচনার আবহ তৈরি করলেন বামফ্রন্ট নেতৃত্ব। সিপিএম রাজ্য সম্পাদক জিতেন চৌধুরীর নেতৃত্বে সিপিআই রাজ্য সম্পাদক রঞ্জিত মজুমদার, আরএসপি রাজ্য নেতা দীপক দেব, ফরোয়ার্ড ব্লক রাজ্য সম্পাদক দুলাল দেবরা মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের সাথে সৌজন্যমূলক সাক্ষাতে মিলিত হন। বিষয়- কোভিড ও বর্তমান পরিস্থিতি। ৫ দফা দাবি সনদ মুখ্যমন্ত্রীর হাতে তুলে দেওয়া হয়। জিতেন চৌধুরী-সহ অন্যান্যরা দশরথ দেব ভবনে ফিরে এসে সাংবাদিক সম্মেলনে মিলিত হয়ে দাবি করেন, মুখ্যমন্ত্রীর সাথে আলোচনা হয়েছে সৌহার্দ্যপূর্ণ। আর এই সৌহার্দ্যপূর্ণ শব্দেই বিগত দিনে বহুবার মুখ্যমন্ত্রীর দারস্থ হয়েছিলেন বাম নেতৃত্ব। আর পরবতী সময়ের ঘটনা কর্মীরাই ভালো জানেন। কিন্তু এটাও ঘটনা কর্মীদের খবর রাখেন নেতারাও।

শিস্বাতকতা দিবস মে

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ জানুয়ারি গণহত্যার প্রতিবাদের ঢেউ পৌঁছে দিতে ও প্রধান চক্রী ।। রাজ্যেও ৩১ জানুয়ারি সংযুক্ত কিষান মোর্চা দেশব্যাপী কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অজয় মিশ্র টেনিকে বরখাস্ত ও গ্রেফতারের 'বিশ্বাসঘাতকতা দিবস' পালন করার ডাক দিয়েছে। দাবিতে সমস্ত উত্তর প্রদেশ ব্যাপী ব্যাপক প্রচারে নামছে তিনটি কৃষি আইন ফিরিয়ে নেবার সাথে সাথে ন্যূনতম সংযুক্ত কিষান মোর্চা। লখিমপুর খেরি থেকে এই সহায়ক মূল্যের আইন প্রণয়ন, বিদ্যুৎ বিল প্রত্যাহার, প্রতিবাদের মোর্চা সামলাতে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে ৭১৫ জন শহিদ কৃষকের পরিবারের জন্য ক্ষতিপূরণ ও সোর্চা নেতা রাকেশ টিকায়েতকে। এ মাসেই লখিমপুরের কৃষক হত্যার সাথে জড়িত কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীকে বরখাস্ত করা ও গ্রেফতারের দাবির বিষয়েও যাচ্ছেন। ওই দিনের সিংঘু সীমান্তে সভায় আগামী কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগ ও আলোচনার মাধ্যমে ২৩-২৪ ফেব্রুয়ারি শ্রমিক সংগঠনগুলোর ডাকা ভারত বিষয়টি নিষ্পত্তি করা হবে বলে কৃষকদের লিখিত বন্ধের সক্রিয় সমর্থন জানানো হয়েছে। সেদিনের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। এই বিষয়টি উল্লেখ করে কিষান মোর্চার ত্রিপুরার আহ্বায়ক পবিত্র কর বলেছেন, এই সময়ের মধ্যে রাজ্যেও ধারাবাহিক কর্মসূচি পালন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সরকার দীর্ঘ সময় ধরে এই ব্যাপারে আর কোনও উচ্চবাচ্চ্য না করাকে সংযুক্ত কিষান মোর্চা পাল্টি খাওয়া ও বিশ্বাসঘাতকতা করার চেষ্টা বলে অভিহিত করেছে। তিনি আরও বলেন, গত বৈঠকে স্পষ্টই বলা হয়েছে গত ৯ ডিসেম্বর কেন্দ্রীয় ১৫ জানুয়ারি সিংঘু সীমান্তে মোর্চার সমস্ত সদস্যদের সরকারের চিঠির ওপর ভিত্তি করে কৃষক আন্দোলন উপস্থিতিতে যে পর্যালোচনা বৈঠক হয় সেখানেই সাময়িকভাবে স্থগিত করা হয়েছিল। দীর্ঘ সময় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ৩১ জানুয়ারির এই কর্মসূচির। অতিবাহিত হবার পরও ওই চিঠি মোতাবেক কোন সেখানেই সিদ্ধান্ত হয়েছে সারা ভারত ব্যাপী সংযুক্ত কিষান মোর্চার সমস্ত সদস্যরা জেলা, মহকুমা থেকে মধ্যপ্রদেশ, হিমাচলপ্রদেশ, উত্তরাখণ্ড সরকার এখনও ব্লক স্তরে এই বিশ্বাসঘাতকতার বিরুদ্ধে সোচ্চার প্রতিবাদে অংশ নেবেন। মোর্চার সিংঘু বৈঠকে নেতৃত্ব স্পষ্ট প্রত্যাহারের ব্যবস্থা করেনি। হরিয়ানা সরকার কিছু জানিয়ে দিয়েছেন বিজেপি দল ও সরকারের উদ্ধত ও কাগজপত্র তৈরি করলেও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ সংবেদনহীনতার বিরুদ্ধে স্থায়ীভাবে আন্দোলন শুরু করেনি। এমনকী বাকি রাজ্যগুলো কেন্দ্রীয় সরকারের করবে সংযুক্ত কিষান মোর্চা। এই আন্দোলন শুরু হবে । কাছ থেকে কোনো রকম চিঠিও পায়নি। সংযুক্ত কিষান লখিমপুর খেরি থেকে। একই সাথে লখিমপুর খেরির মোর্চা স্পষ্ট অভিযোগ

প্রাথমিকভাবে তিনি তিন দিনের জন্য লখিমপুর সভায় সংযুক্ত কিষান মোর্চা স্পষ্ট করে দিয়েছে সংযুক্ত কিষান মোর্চার ব্যানারে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে কেউ প্রচার করবেন না বা লড়াই করবেন না। তবে কিষান নেতৃত্ব মোর্চার ব্যানার না নিয়ে ব্যক্তিগতভাবে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারার কথাও ঘোষণা করেছে। সংযুক্ত কিষান মোর্চার গত ১৫ জানুয়ারির প্রতিশ্রুতি পালন করেনি কেন্দ্রীয় সরকার। উত্তরপ্রদেশ, অন্যায়ভাবে কৃষকদের ওপর করা মামলাগুলি এরপর দুইয়ের পাতাঃ

বামেদের দাবি তৎক্ষণাৎ মুখ্যসচিবের কাছে পৌঁছে দিলেন স্বয়ং মুখ্যমন্ত্ৰী

আগরতলা, ১৬ জানুয়ারি ।। পরীক্ষার উদ্যোগ নেই। জিতেন নেই। বেসরকারি আইএলএস বামফ্রন্টের ৫ জনের প্রতিনিধি দল মুখ্যমন্ত্রীর সাথে দেখা করে ৫ দফা দাবি সনদ পেশ করেছেন। মুখ্যমন্ত্রী তাদের দাবিসনদ সাথে সাথে মুখ্যসচিবকে প্রেরণ করে গোটা বিষয়ে অবগত করেছেন। জিতেন চৌধুরী-সহ অন্যান্যরা মুখ্যমন্ত্রীর সাথে দেখা করে এসে দশরথ দেব ভবনে সাংবাদিক সম্মেলনে মিলিত হন। সেখানে কথা বলতে গিয়ে জানিয়েছেন, তারা যখন মুখ্যমন্ত্রীর হাতে দাবিসনদ তুলে দিয়ে কি কি পদক্ষেপ নেওয়া উচিত তা তুলে ধরেছেন সঙ্গে সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বিষয়টি মুখ্যসচিবের কাছে পাঠিয়ে দেন। জিতেন চৌধুরী জানান, বামফ্রন্ট নেতৃত্ব যা বলেছে সাথে সাথে তা মুখ্যসচিবকে অবগত করান মুখ্যমন্ত্রী। রাজ্যে ওমিক্রন পরীক্ষার মেশিন নেই। শুধু তাই নয়, এই

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, সময়ের মধ্যে মহকুমাস্তরে ওমিক্রন সেখানে কোনও পরীক্ষার ব্যবস্থ চৌধুরী-সহ অন্যান্য নেতৃত্ব হাসপাতালে করোনা পরীক্ষায় বামফ্রন্টের তরফে এদিন মুখ্যমন্ত্রীর কাছে ৫ দফা যে দাবিসনদ তুলে দেন তার প্রেক্ষিতে তারা বলেছেন, গত ৪ জানুয়ারি স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে প্রধানমন্ত্রীকে এনে যে জনসভা করা হয়েছে তার পরেই করোনা ভয়াবহ রূপ নিয়েছে। কোভিডের প্রভাবে এখন রাজ্যের মানুষ আতঙ্কিত। কিন্তু এমন কী পরিস্থিতি হলো যে এই সময়ের মধ্যে প্রধানমন্ত্রীকে আসতেই হলো? এভাবে জনসভাই করতে হলো? বর্তমানে করোনা চিত্র তুলে ধরে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে ৫ দফা দাবিসনদ তুলে দেন নেতৃত্ব। তাছাড়া বাধারঘাট রেলস্টেশনে করোনা পরীক্ষার ব্যবস্থা থাকলেও বহির্রাজ্য থেকে আসা এক্সপ্রেস কুমারঘাট, ধর্মনগর, আমবাসায় দাঁড়ালেও তুলে ধরা হয়।

পকেট কাটছে বলে বামফ্রন্ট নেতৃত্ব মুখ্যমন্ত্রীর কাছে নালিশ করেছে। তাই আইএলএস-কে করোনা চিকিৎসার জন্য টাকার অংক বেঁধে দেওয়ার দাবি জানানো হয়েছে। শুধু তাই নয়, এই সময়ের মধ্যে প্রত্যেক মহকুমায় ওমিক্রন পরীক্ষার ব্যবস্থা রাখা, ডাক্তার, নার্স, প্যারামেডিক্যাল স্টাফ-সহ অন্যান্য পর্যাপ্ত ব্যবস্থা রাখা, বেসরকারি হাসপাতালে কোভিড চিকিৎসার জন্য সরকারের গাইডলাইন ও বিধি লাগু করা, সরকারের ঘোষিত ১০ লক্ষ টাকা প্রদান, নতুন করে ডাক্তার, নার্স, স্বাস্থ্যকর্মী ও প্যারা মেডিক্যাল স্টাফ নিয়োগ ইত্যাদি। এসব দাবিগুলোই মুখ্যমন্ত্রীর গোচরে

সতেরোটি সাংগঠনিক এলাকা ঘোষণা করলেন সুবল ভোমিক

আগরতলা, ১৬ জানুয়ারি ।। রাজ্যে তৃণমূলের সাংগঠনিক জেলা ঘোষণা করা হয়েছে। ১৭টি সাংগঠনিক জেলা হলো ধর্মনগর, কাঞ্চনপুর, ঊনকোটি, আমবাসা, কমলপুর, খোয়াই, তেলিয়ামুড়া, সদর সিমনা, সদর জিরানিয়া, সদর বাধারঘাট, সদর আগরতলা, বিশালগড়, অমরপুর, উদয়পুর, পিলাক, বিলোনিয়া, সোনামুড়া। সুবল ভৌমিক আগরতলায় ক্যাম্প অফিসে সাংবাদিক সম্মেলনে কথা বলতে গিয়ে জানিয়েছেন, তাদের দলের ক্যাপ্টেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে তারা রাজ্যেও দলকে শক্তিশালী করতে সক্ষম হয়েছেন। এদিন এসটি সেলের লিডারশিপ ক্যাম্প ট্রেনিং অনুষ্ঠিত হয়। তারই ফাঁকে সাংবাদিক সম্মেলনে সাংগঠনিক জেলা এলাকা ঘোষণার পাশাপাশি সুবল ভৌমিক বলেন এই সময়ের মধ্যে

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, দীর্ঘ সময় পাহাড়ের রাজনীতিতে যাচ্ছেন। সংগঠন বিস্তার ঘটছে। তৃণমূলের পাহাড়ের দায়িত্ব পালন করছেন। তাদের নিয়ে এদিন লিডারশিপ ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়। পাহাড়ের উন্নয়ন বলতে কিছুই হয়নি বিজেপি কিংবা বাম আমলে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে জনজাতিদের কল্যাণে যে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে ত্রিপুরায় তৃণমূলও ক্ষমতায় এসে সেই কল্যাণ করবে। ত্রিপুরায় পাহাড়ে জল নেই, খাদ্য নেই, বাসস্থান নেই, রেশনের চাল কমানো হচ্ছে, কেন্দ্রীয় প্রকল্প পৌছেচ্ছে না। এই অভিযোগ তুলে সুবল ভৌমিক বলেন, তৃণমূল ক্ষমতায় এসে তাদের কল্যাণ করবে। প্রতিকৃল পরিস্থিতিতে লড়াই চলছে। জনজাতিদের বর্ষীয়ান নেতাদের পাশে নিয়েই চলছে আন্দোলন। বিষয়গুলো উল্লেখ করে সুবল ভৌমিক বলেন, বর্তমানে দলকে আরও বেশি শক্তিশালী করার জন্য এডিসিতে

সুযোগ্য ভূমিকা পালন করেছেন আগামীদিনে ব্লকস্তর পর্যন্ত কমিটি তাদের মধ্যে অনেকেই এখন গঠন করা হবে। এদিন সুবল ভৌমিক জানিয়েছেন, বিজেপি ও সিপিএম ছেড়ে অনেকেই তৃণমূলে যোগ দিয়েছে। তার মধ্যে বুদ্ধ দেববর্মা, কমল ত্রিপুরা রয়েছেন। জেলা এলাকার নাম ঘোষণা করা হলেও এই সময়ের মধ্যে কমিটি গঠন করা হয়নি। কবে কমিটি গঠন করা হবে তা অবশ্যই সময়েই জানা যাবে। এদিনের ওয়ার্কশপ তথা কর্মশালায় বর্তমান প্রেক্ষিতে যে ইস্যুতে প্রচার চলছে তাতে করে তৃণমূল কতটা সাংগঠনিক বিস্তার ঘটাতে পারে সেটা সময়ই বলবে। সুবল ভৌমিক জানিয়েছেন, সাংগঠনিক এলাকার কমিটির নাম দলের ক্যাপ্টেনই ঘোষণা করবেন। শুধু তাই নয়, বৰ্তমান প্ৰেক্ষিতে এই কমিটিগুলো নিয়ে যথেষ্ট চর্চা চলছে। জেলা কমিটি হিসাবে অন্যান্য সাংগঠনিক দল থেকে পাহাড়েও শক্তিশালী তৃণমূল। যারা প্রত্যেক নেতারাই কাজ করে তৃণমূল অনেকটাই এগিয়ে গেছে।

*											
ঢাঁকা ঘরে ১ থেকে ৯ <u>ক্র</u> মিক											
নং	(খ্যা	ব্য	বহ	ার	কর	তে	2 (ব।			
গ্ৰা	নংখ্যা ব্যবহার করতে হবে। প্রতিটি সারি এবং কলামে ১										
						এব					
						নয়া					
						ই ব					
						কই					
নং	খ্যা	12	য়িত	ভা	বে	এই	ধাঁং	গটি			
_4	\sim	_		_	t ra	CTA	0.7	· V-			
۱)	G	এ	45	4	17	60	જ ડ્ર	ার			
\sim											
a a	ক্রয়	াকে	মে	,ন প্	গুরণ	কর	যা	ব।			
্র ব	ক্রয়	াকে	মে	,ন প্	গুরণ		যা	ব।			
a a	ক্রয়	াকে	মে	,ন প্	গুরণ	কর	যা	ব।]		
্র ব	ক্রয় ংখ	াকে ্য ি	মে 80	ন <i>হ</i>	<u>র</u> ণ এ র	_{কর} র উ	যা	রে। র			
조 제 기 기	ক্র ংখ 3	াকে 3 † :	মে ৪০ 9	ন গু ৬	<u>রণ</u> এ	কর র উ	যা ঠিও 1	ব। র 6			
文 対 ア 2	ক্র ংখ 3 9	1(4 5	(A)(80 9 4	ন পূ ও ৪	ব এ 5 7	কর র উ 7 8	যা ত 1 3	র। র 6 2			
が す 2 5 1	ক্র ংখ 3 9	了 4 5 8	মে 80 9 4 2	ন পূ ৪ 1 6	হ ত ত ত ত ত ত ত ত ত ত ত ত ত ত ত ত ত ত ত	কর ব ব ব ৪ ৪	যা 1 3 4	্ব। ব 6 2 5			
が 72 3 1 3	ক্র ংখ 3 9 7	が 4 5 8 2	9 4 2	8 1 6 4	হ হ হ হ হ হ হ হ হ হ হ হ হ হ হ হ হ হ হ	কর 7 8 9	যা 1 3 4 8	্ব। ব 6 2 5			
文 対 対 1 3 1	ক্র ংখ 3 9 7 5	4 5 8 2 7	9 4 2 7 6	8 1 6 4 3	5 7 3 1 9	কর 7 8 9 6 2	যা 1 3 4 8 5	্ব। ব 6 2 5 9			
A A B B B B B B B B B B B B B	ক্র ংখ 3 9 7 5 8 1	4 5 8 2 7 6	9 4 2 7 6 5	8 1 6 4 3 2	5 7 3 1 9 8	কর 7 8 9 6 2 3	1 3 4 8 5	ব। ব 6 2 5 9 1 4			

ধাঁধাটি সমাধান করতে প্রতিটি

	ক্রমিক সংখ্যা — ৪০৭									
				3	6					
6		9	1			5		3		
	8					1	6	4		
	6		8	2	1	9				
2	5	1	3		4	6		8		
	9	8	7		5	4	1			
	2		6	4	8		9			
9			2	1	3		5			
		6		7		2	4			

আজকের দিনটি কেমন যাবে

মেষ : সপ্তাহের শেষ দিনটি এই 🖡 রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য শুভ। শরীর স্বাস্থ্য ভালো 👣 যাবে। মানসিক 📗

অবসাদের ক্ষেত্রেই উন্নতি দেখা যায়। কর্মস্থলে কোনরকমের ঝামেলার সম্ভাবনা নেই। সাফল্যের পথে কোন বাধা থাকবে না। আর্থিকভাবে শুভ। তবে শত্রু পক্ষ একটু অশান্তি সৃষ্টি করতে চাইবে। গৃহ পরিবেশে শান্তি বজায় রাখার চেষ্টা করতে হবে।

ব্য : এই রাশির জাতক-জাতিকাদের শরীর স্বাস্থ্যের ব্যাপারে শুভাশুভ মিশ্র ভাব লক্ষ্য করা যায়। মানসিক উদ্বেগ

থাকবে। সত্ত্র ত্র কিছু না কিছু বিশৃঙ্খলা থাকবে। কর্মের ব্যাপারে উপস্থিত হবার সম্ভাবনা আছে। দিনটিতে আর্থিক ভাব ও অশুভ ফল নির্দেশ করছে। শত্রুতা বৃদ্ধি পাবে। সচেষ্ট হলে গৃহ পরিবেশে শান্তি থাকবে।

মিথুন : দিনটিতে বিশেষ শুভ নয়। হতাশায় না ভোগে মন মানসিকতা দিয়ে

অশুভত্বকে জয় করতে হবে। অযথা ভুল বোঝাবুঝি। গুপ্ত শত্রু 📗 হতে সাবধান। গুরুজনের স্বাস্থ্য চিন্তা। প্ৰেম-প্ৰীতিতে গৃহগত সমস্যা দেখা যাবে।

কর্কট : দিনটিতে পেটের সমস্যা বিচলিত করতে পারে। পারিবারিক 🔲 ক্ষেত্রে অশান্তির সম্ভাবনা।

ি প্রেমের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হতে পারে। কর্মোদ্যোগে অর্থ বিনিয়োগ করলে লাভবান হবেন। পেশাজীবীদের ক্ষেত্রে সময়টা অনুকূল চাকরিজীবীদের ক্ষেত্রেও শুভ। সিংহ : দিনটিতে শুভ দিক নিৰ্দেশ |

নত্য । শয়েও অহেতুক চিস্তা কেটে যাবে। পারিবারিক প্রক্রিক নুকুলে দিকে চলে আসবে। বন্ধুদের সঙ্গে মিশে আনন্দ লাভ করবেন। আয় বেশি হলেও ব্যয়ের আধিক্য রয়েছে। কর্ম পরিবেশ বিঘ্নিত হবে না।

■ কন্যা: শরীর কস্ট দেবে। | স্ত্রী'র অহংকারী মনোভাব দাম্পত্য দাম্পত্য জীবনে সুখের | শাস্তি বিঘ্নিত করতে পারে।

খোঁজ। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের থেকে সাবধান। ব্যবসায়ীদের দিনটি ভালো যাবে। আয় মন্দ হবে

তুলা: শরীর স্বাস্থ্যের ব্যাপারে মিশ্র ফল লক্ষ্য করা যায়। তবে চিত্তের প্রসন্নতা বজায় থাকবে। কর্মস্থলে শান্তি থাকবে। আর্থিক দিক অশুভ ফল নির্দেশ করছে এই দিনটিতে। শক্ররা মাথা তুলতে পারবে না। গৃহ পরিবেশ অনুকূল থাকবে।

বৃশ্চিক : স্বাস্থ্য খুব একটা ভাল যাবে না। মানসিক উদ্বেগ দেখা দিতে পারে। কর্মস্থলে নানান

ঝামেলার সম্মুখীন হতে ঝামেগান নারু । হবে। তবে সব কিছুর সমাধান সূত্র ও আপনার হাতেই থাকবে। শত্রুরা অশান্তি সৃষ্টি করবে। শত্রু জয়ী আপর্নিই হবেন। আয় ভাব শুভ।ব্যবসায়েও শুভ।

ধনু : শরীর স্বাস্থ্য মিশ্র চলবে। দিনটিতে মানসিক অবসাদ দেখা

দিতে পারে। কর্মে মধ্যম প্রকার ফল নির্দেশ করছে। আর্থিক ক্ষেত্রে রিলক্ষিত হয়।শক্ররা মাথা

তুলতে পারবে না। মকর: স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় ফল মোটামুটি সন্তোষজনক। তবে মানসিক উদ্বেগ

দেখা দিতে পারে।কর্মস্থলে কিছুটা ঝামেলা সৃষ্টি হতে 🖄 👌 পারে। অর্থভাগ্য মধ্যম প্রকার। গৃহ পরিবেশে শুভ বাতাবরণ

বজায় থাকবে। কুম্ভ: কর্মস্থলের পরিবেশ অনুকূল থাকবে। ঊর্ধ্বতন পক্ষে থাকবে।

🎎 অর্থভাগ্য ভালো। ব্যবসা স্থান শুভ। তবে প্রতিবেশীদের থেকে সাবধানে থাকা দরকার। অপরাপর পেশায় সাফল্য আসবে।

মীন: শরীর স্বাস্থ্য ভালোই থাকবে দিনটিতে। স্পষ্ট কথা বলার জন্য লোকের সঙ্গে ঝামেলা সৃষ্টি হতে

পারে।উপার্জন ভাগ্য শুভ। পরিশ্রম করার মানসিকতা থাকবে। অর্থ ভাগ্য শুভ। ব্যবসা সূত্রে উপার্জন বৃদ্ধি পাবে।

বিজেপির আক্রমণাত্মক কথাগুলো প্রচারের জন্য প্রাক্তন তৃণমূল নেতা সুশান্ত চৌধুরীকে সাংবাদিক সম্মেলন করতে দেখা যায়। এবার বামেদের বিরুদ্ধে রাজনৈতিকভাবে জবাব দিতে প্রাক্তন বাম নেতা প্রবীর চক্রবর্তীকেই 'অস্ত্র' হিসেবে ব্যবহার করছে বিজেপি শিবির। আসলে কাঁটা দিয়ে কাঁটা খোলার রাজনীতি। তবে বামফ্রন্ট বা সিপিএম'র নাম না করেই বিজেপির মিলিত হয়ে দাবি করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে করোনা পরিস্থিতিতে দেশে যে সাফল্য এসেছে তা কোনও কোনও রাজনৈতিক দলে সহ্য হচ্ছে না। করোনা পরিস্থিতিতে ভারতের সাফল্য চিত্রই তুলে ধরেন প্রবীর চক্রবর্তী। গত কয়েকদিন ধরে বামফ্রন্ট, সিপিএম নেতৃত্ব দাবি করেন ৪ জানুয়ারি প্রধানমন্ত্রীর আগরতলার জনসভার পরই রাজ্যে করোনার সংক্রমণ আগ্রাসী রূপ ধারণ করেছে। প্রবীর চক্রবর্তী এদিন করোনার টিকাকরণের দীর্ঘ এক বছরে সাফল্যের চিত্র তুলে ধরেন। তাতে এই সময়ের মধ্যে করোনা পরিস্থিতিতে কিভাবে সাফল্য এসেছে সেগুলোই তুলে ধরা হয়। এই সময়ের মধ্যে এক বছর আগে এক কঠিন যাত্রা শুরু হয়েছিল। ১৩৫ কোটিরও বেশি লোককে এই ডোজের আওতায় আনা ১৫৭ কোটিরও বেশি ভ্যাকসিন ডোজ দেওয়া হয়েছে। আজ প্রায় ৬৬ কোটি মানুষ সম্পূর্ণ রূপে টিকা পেয়েছে। বিগত কয়েকটি বছরের হিসাব তুলে ধরে তিনি বলেন,তিনি কংগ্রেস সরকারের আমলে জাপানি দেশ যখন এর ভ্যাকসিন আবিষ্কার করেছে তার ৮৩ বছর পর ভারতে তা

বাড়বাড়ন্তে বন্ধ নেই চুরি

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১৬ জানুয়ারি।। নেশাখোরদের আস্তানায় পরিণত হয়ে রয়েছে চড়িলামের বেশ কয়েকটি এলাকা। পরিস্থিতি দিনের পর দিন নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে। সেইসঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে চুরির ঘটনা। ইদানীংকালে নেশাখোরদের তাভব বৃদ্ধি পেয়েছে ফলে সংশ্লিষ্ট এলাকার জনগণ চিন্তায় রয়েছেন। একাংশ নেশাখোরদের দৌরাত্ম্যে পরিস্থিতি এমন জায়গায় গিয়ে পৌঁছেছে যে, সংশ্লিষ্ট এলাকার জনগণ তাতে আতঙ্কে ভুগছেন। কেননা ওই সকল নেশাখোররা জড়িয়ে পড়ছে চুরি কাণ্ডে। সংশ্লিষ্ট এলাকাবাসীদের অভিমত, নেশাখোরদের হাতে যখন পয়সা না থাকে তখন চুরির তাণ্ডব শুরু করে দেয় বলে অভিযোগ। মানুষের বাড়িঘরের উঠোন থেকে বিভিন্ন সামগ্রী চুরি করে নিয়ে যায় বলেও অভিযোগ উঠেছে। এছাডাও হাতের কাছে যা পাচ্ছে তা চুরি করে নিয়ে বিক্রি করে দিচ্ছে। সেই টাকায় নেশার ট্যাবলেট এবং নেশাজাতীয় সামগ্রী ক্রয় করছে। গত কয়েকদিনে চড়িলাম বাজার থেকে কয়েকটি বাইসাইকেল চুরির ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। এছাড়াও শনিবার রাত্রিতে এক ব্যবসায়ীর বাইসাইকেল চুরি করে নিয়ে যায় চোরের দল। গত কয়েকদিন আগেও এ ধরনের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। আজ পর্যন্ত একটি বাইসাইকেলের হদিস পাওয়া যায়নি। ব্যবসায়ীদের ধারণা, এই সকল চুরি কাণ্ডে নেশাখোর একাংশ যুবক জড়িত রয়েছে। চড়িলাম এলাকার জনগণ বারবার দাবি তুলেছে রাতের আঁধারে বিশালগড় থানার টহলদারি বাড়ানোর জন্য। কিন্তু পুলিশের এ ধরনের কোনো ভূমিকা দেখতে পাচেছন না এলাকার জনগণ। ফলে রাতের আঁধারে মাত্রাতিরিক্ত বাড়ছে নেশাখোরদের তাগুব। এই সকল নেশাখোরদের যন্ত্রণায়

কেরোসিনের কালোবাজারি

অতিষ্ঠ চড়িলামবাসী।

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিশালগড, ১৬ জান্য়ারি।। বাম আমলে যা ঘটে ছিল রাম আমলেও যেন তার প্রতিচ্ছবি বারবার দেখা যাচ্ছে। সরকারিভাবে পেট্রোল পাম্পে আসা কেরোসিন বিক্রি হয়ে যাচেছ খোলাবাজারে। অথচ সবকিছু জানা সত্ত্বেও খাদ্য দফতরের আধিকারিকরা ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে বসে আছেন। বিশালগড় থেকে এমনি কিছু অভিযোগ উঠে এসেছে আবারও। স্থানীয়দের অভিযোগ. বিশালগড বাজারের প্রতিটি মিষ্টির দোকান-সহ অন্যান্য জায়গায় কেরোসিন পৌঁছে দিচেছ কালোবাজারিরা। রবিবার দুপুরে বিশালগডের একজন রেশন ডিলার এদিন প্রকাশ্যে পাম্প থেকে কেরোসিন নিয়ে যাওয়ার ভিডিওটি নিজের মোবাইল ফোনে ক্যামেরাবন্দি করেছেন। সেই ভিডিও ইতিমধ্যে সংবাদমাধ্যমের হাতে এসেছে। বিষয়টি স্থানীয় নাগরিকরাও প্রত্যক্ষ করেছেন। তাই তারা রাজ্য সরকারের উদ্দেশে আবেদন জানান, বিষয়টি যেন তদন্ত করে দেখা হয়। ভিডিওতে দেখা গেছে রাউৎখলার উত্তম নামে এক ব্যক্তি ড্রাম ভর্তি করে কেরোসিন নিয়ে যাচ্ছে। জানা গেছে, সেই ব্যক্তি খোলা বাজারে কেরোসিন বিক্রি করে। পেট্রোল পাম্প থেকে এভাবে কেরোসিন বিক্রি করাটা বেআইনি কাজ। তাই গোটা ঘটনার যদি তদন্ত শুরু হয় তাহলে কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে সাপ বেরিয়ে আসতে পারে বলে স্থানীয়দের অভিমত। তাই তারাও সন্দিহান আদৌ সংশ্লিষ্ট

বিলোনিয়ার সম্মেলনে মানিক



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ১৬ জানুয়ারি।। রবিবার বিলোনিয়া সিপিআইএম মহকুমা কমিটির সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার। এদিন সম্মেলনের মধ্য দিয়ে পুনরায় মহকুমা কমিটির সম্পাদক হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন তাপস দত্ত। সম্মেলনে এছাড়া উপস্থিত ছিলেন বামফ্রন্ট আহ্বায়ক নারায়ণ কর, বিধায়ক সুধন দাস, বাসুদেব মজুমদার, দীপঙ্কর সেন, পরিক্ষিৎ মুড়াসিং প্রমুখ।

ধর্মনগর, ১৬ জানুয়ারি।। আবারও পুলিশের অভিযানে প্রচুর পরিমাণ হেরোইন-সহ আটক দই যবক।

এলাকায় পুলিশ বাইকে আসা দুই যবককে আটক করে। তাদের তল্লাশি করে উদ্ধার হয় ৩০০ কৌটা হেরোইন। যার বাজার মূল্য প্রায় ৫০



আউটপোস্টের পুলিশকর্মীরা নেশা বিরোধী অভিযান চালায়। রবিবার বিকেলে আসাম-আগরতলা জাতীয় সড়কের চন্দ্রপাড়া সংলগ্ন

হাজার টাকা হবে। যাদেরকে আটক করা হয়েছে তারা হল নাজমূল হক (৩১) এবং ময়নুল হক (২৯)। তাদের বাইকটিও আটক করা হয়। হেরোইন, ব্রাউন সুগারের মতো

যুবক তাদের জীবন ধ্বংস করে দিচ্ছে। নেশায় আসক্ত হয়ে বিভিন্ন অসামাজিক কার্যকলাপে লিপ্ত হচ্ছে তারা। একাংশরা নেশার জন্য টাকার যোগান দিতে চুরি করছে। আর অপরদিকে যবকদের কাছে নেশা সামগ্রী পৌছে দিতে যথাসম্ভব চেষ্টা চালিয়ে যাচেছ নেশা কারবারিরা। সবচেয়ে অবাক করার বিষয় একটি ঘটনার পরও পলিশ নেশা কারবারের রাঘববোয়ালদের জালে তুলতে পারছে না। এদিন যাদেরকে আটক করা হয়েছে তাদের পেছনে আরও লোকজন জড়িত আছে। এখন পুলিশ তাদের সহায়তায় অন্য সদস্যদের ধরতে পারে কিনা তা সময়ই বলবে। পুলিশ জানিয়েছে ধৃত দু'জনকে সোমবার আদালতে পেশ করা হবে। তাদের বিরুদ্ধে এনডিপিএস অ্যাক্টে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়।

নতনবাজার/ করবুক, ১৬ জানুয়ারি।। ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকার প্রায় ৩৫ থেকে ৪০ কিলোমিটার বিস্তৃত এলাকার জনগণ বিজ্ঞানের আশীর্বাদ থেকে অনেক পিছিয়ে রয়েছে। বিশেষ করে আধুনিক যুগের সর্বাধিক ব্যবহৃত মোবাইল পরিষেবা থেকে বঞ্চিত রয়েছে উক্ত এলাকার জনগণ। নতনবাজার থানা এলাকার তীর্থমখ, মন্দিরঘাট, রইস্যাবাডি-সহ একাধিক এলাকা মোবাইল পরিষেবা থেকে বঞ্চিত। এই সমস্ত এলাকার জনগণ যেকোনো বিপদকালীন অবস্থায় কিংবা জরুরিকালীন সময়ে বিভিন্ন ধরনের

এছাড়াও অনলাইনে পড়াশুনা থেকেও ছাত্র-ছাত্রীরা বঞ্চিত হচ্ছে। অন্যদিকে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকার বিএসএফ প্রতিকূলতার শিকার হচ্ছেন। সেই সঙ্গে উক্ত এলাকাগুলিতে থাকা বিভিন্ন সরকারি দফতরের আধিকারিক-সহ কর্মচারীরাও মোবাইল পরিষেবা না থাকায় অনেক দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। এদিকে রাজ্য সরকার মন্দিরঘাট থেকে নারিকেল কুঞ্জকে প্রাকৃতিক পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। ফলে

ক্ষোভ বিরাজ করছে। উক্ত এলাকাবাসীরা দাবি জানিয়েছেন মোবাইল পরিষেবার সযোগ করে দেওয়ার জন্য। এ বিষয়ে পূর্ব ত্রিপুরা জওয়ানরা বিভিন্ন ধরনের সাংসদ রেবতী ত্রিপুরা জানান, এই সমগ্র এলাকা সম্পর্কে তার নজরে রয়েছে। তিনি সব দিক বিচার বিশ্লেষণ করে ভারত সরকারের টেলিকম দফতরের মন্ত্রীর সাথে কথা বলেছেন। শুধ তাই নয়, সর্ব দিক খতিয়ে দেখে ত্রিপুরায় আরো দাবি করেছেন বলে জানান তিনি। সৌন্দর্যে সাজিয়ে তুলেছে। এই এখন দেখার বিষয়, এই সমস্ত পর্যটন স্থানে পর্যটকরা এসেও নেট এলাকার জনগণের ভাগ্য কবে নাগাদ পরিবর্তন হয়।

সংক্রান্তির আগের রাতে সেই মোতাবেক খোয়াই থানার

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, তিন বন্ধু জড়িত বলে পুলিশের **খোয়াই, ১৬ জানুয়ারি।।** মকর কাছে অভিযোগ জানানো হয়েছিল।



পিকনিকের আসরে খুন হয়েছেন দীনেশ দেববর্মা। খোয়াই বাইজালবাডি এলাকার সিপাহিপাড়ায় এই ঘটনা। দীনেশ দফতরের কোনো তদন্ত করবে কিনা। । দেববর্মার হত্যাকাণ্ডের সাথে তার করা হয়। পরবর্তী সময় দু'জনের

পুলিশ তিন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে। সঞ্জু দেববর্মা, অলিন দেববর্মা এবং সুপার দেববর্মাকে আদালতে পেশ করার আগে করোনা পরীক্ষা ভাইরাসের সংক্রমণ ধরা পড়ে। তাই দু'জনকে রবিবার খোয়াই আদালতে পেশ করা হয়।তাদের বিরুদ্ধে খোয়াই থানায় দায়েরকৃত মামলার নম্বর ২/২২। ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩২৬/৩২৫/৩০২/৩৪০ এবং ৩৪১ ধারায় মামলা দায়ের হয়েছে। ঘটনার পরই নিহত দীনেশ দেববর্মার পরিবারের সদস্যরা অভিযুক্ত তিনজনের দিকেই আঙ্গুল তুলেছিলেন। ঘটনার রাতে তারা সবাই পিকনিক করেছিল। সেখানেই কোন একটি বিষয় নিয়ে দীনেশ দেববর্মার সাথে অলিন দেববর্মা এবং সঞ্জু'র ঝগড়া হয়। তখনই তাকে প্রচণ্ডভাবে মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। পরবর্তী সময় ছুরি দিয়ে আঘাত করে খুন করা হয় ওই যুবককে। দীনেশ দেববর্মাকে খোয়াই হাসপাতাল থেকে জিবি হাসপাতালে আনা হলেও প্রাণ রক্ষা করা যায়নি।

নিয়ে বেকায়দায় প

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, কমিটি। এত বড় বিশাল এলাকা বিশ্রামগঞ্জ থানায় পুলিশকর্মীদের আরো দুই থেকে তিনটি গাডি এবং দায়িত্ব কর্তব্য পালনে ইচেছ থাকলেও বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে গাড়ির সংকট। ফলে কর্তব্য পালনে রীতিমতো হিমশিম খেতে হচ্ছে। গাড়ি সংকটে ভুগছে বিশ্রামগঞ্জ থানা। মাত্র তিনটি গাড়ি রয়েছে বিশ্রামগঞ্জ থানায়। একটি গাড়ি থানার ওসির জন্য বরাদ্দ। আর বাকি দুটি গাড়ি দিয়ে যাবতীয় সকল ধরনের কাজ করতে হচ্ছে থানার পুলিশ কর্মীদের। বিশ্রামগঞ্জ থানার অন্তর্গতে রয়েছে চারটি গ্রাম পঞ্চায়েত এবং ১৬টি ভিলেজ

করে আরো তিনটি গাড়ি প্রয়োজন এমনটাই জানা গিয়েছে কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে। ভিআইপিদের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে এবং বিভিন্ন জায়গায় যাওয়া-আসার ক্ষেত্রেও থানা সংলগ্ন এলাকাতে হলে তদারকি করতে হয়। এছাড়াও বিভিন্ন অপরাধমূলক ঘটনা ছাড়াও চুরি ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটছে। সমস্ত কিছু বিষয়ে নজর রাখতে হয় থানা কর্তৃপক্ষকে। বর্তমানে বিশ্রামগঞ্জ থানার অধীনে জনগণের বসবাসের সংখ্যা আনুমানিক ৬৯ হাজার।

চড়িলাম, ১৬ জানুয়ারি।। নিজেদের নজরদারিতে রাখতে গেলে কম সংখ্যাও যে তুলনায় থাকার কথা সে তুলনায় নেই। এমতাবস্থায় বিশাল বড় এলাকা তদারকিতে তিনটি গাড়ি কোনভাবেই সম্ভব নয়। যে কোন ঘটনার তদন্ত চটজলদি করার ক্ষেত্রে গাড়ি সংকটের ফলে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। অন্যদিকে বিশ্রামগঞ্জ থানার অধীনে বাইক চুরির ঘটনা অহরহ ঘটছে। গাড়ি সংকট থাকায় সঠিক সময়ে এইসব কল জায়গাগুলিতে পুলিশ পৌঁছতে না পারায় জনগণ ক্ষোভে ফুঁসছে। থানা কর্তৃপক্ষের দাবি, এখন থেকে যদি উধর্বতন কর্তৃপক্ষ বিশ্রামগঞ্জ থানায়

চালকের ব্যবস্থা করে তাহলে অপরাধ এবং বিভিন্ন ঘটনা মুহুর্তে সামাল দিতে বিশ্রামগঞ্জ থানা কর্তৃপক্ষের অনেক সুবিধা হবে। না হলে যে কোন ঘটনা সঠিক সময়ে করতে অনেকটাই সমস্যা পোহাতে হবে থানা কর্ত্ পক্ষের। তাছাড়া বর্তমানে কোভিডকালীন পরিস্থিতিতে নাইট কারফিউয় টহল দিতে হয়। সেক্ষেত্রে গাড়ির সংকট অনেকটা কর্তব্য পালনে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। থানা কর্তৃপক্ষ অতিসত্বর ঊধর্বতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এই সমস্যার সমাধানের দাবি জানিয়েছে।

মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছে ছাত্ৰ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি কল্যাণপুর, ১৬ জানুয়ারি।। স্কুটি দুর্ঘটনায় গুরুতরভাবে আহত কলেজ ছাত্র এখন জিবি হাসপাতালে মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছেন। দুর্ঘটনায় তার মাথায় প্রচণ্ড আঘাত লেগেছে। ওই কলেজ ছাত্রের নাম টুটন দেবনাথ। বয়স আনুমানিক ২২ বছর। রবিবার রাত ৭টা নাগাদ কল্যাণপুর থানাধীন খোয়াই-তেলিয়ামুড়া সড়কের তুতাবাড়ি এলাকায়। টুটন দেবনাথ স্কুটি নিয়ে অমর কলোনি থেকে বাড়ির উ*দ্দেশে* আসছিলেন। প্রত্যক্ষদর্শীদের কথা অনুযায়ী স্কৃটিটি খুবই দ্রুত গতিতে ছিল। সেই গতিবেগ নিয়ন্ত্রণ করতে পারেননি টুটন। শেষে রাস্তার পাশে থাকা বিদ্যুতের খুঁটিতে সজোরে ধাক্কা খায় স্কুটিটি। দুর্ঘটনার পর টুটন রাস্তায় ছিটকে পড়েন। মারাত্মকভাবে আঘাত পেয়ে রাস্তাতেই পড়ে থাকেন ওই যুবক। পথচলতি মানুষ তার এই অবস্থা দেখে হতচকিত হয়ে পডেন। তারা সঙ্গে সঙ্গে খবর দেন অগ্নি নির্বাপক বাহিনীকে। তারা ঘটনাস্থলে এসে আহত যুবককে উদ্ধার করে কল্যাণপুর হাসপাতালে নিয়ে আসেন। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর টুটন দেবনাথকে রেফার করা হয় আগরতলা জিবি হাসপাতালে। দুর্ঘটনায় টুটনের স্কুটিটি একেবারে দুমড়ে-মুছড়ে গেছে। কল্যাণপুর হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক জানান, দুর্ঘটনায় তার মাথার সামনের অংশ ফেটে গেছে। যে কারণে শরীর থেকে প্রচুর রক্তক্ষরণ হয়। আশঙ্কাজনক অবস্থাতেই তাকে জিবি হাসপাতালে রেফার করা হয়। তবে তার শারীরিক অবস্থা নিয়ে সকলেই চিন্তিত।

গাছ থেকে পড়ে গুরুতর আহত

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি কল্যাণপুর, ১৬ জানুয়ারি।। নিজ বাড়ির নারিকেল গাছ থেকে পড়ে গুরুতরভাবে আহত হলেন বছর চল্লিশের যুবক কার্তিক পাল। চাঞ্চল্যকর এই ঘটনা কল্যাণপুর থানাধীন ঘিলাতলী থাম পঞ্চায়েতের ১নং ওয়ার্ড এলাকায়। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, পেশায় ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী কার্তিক পাল বাড়ির সামনেই একটা স্টেশনারি দোকান



দিয়েছেন। প্রতিদিনের মত আজও দুপুরবেলা দোকান বন্ধ করে বাড়িতে যান, কিন্তু পরবর্তী সময়ে বাড়িরই একটি নারিকেল গাছ থেকে নারিকেল পাডতে যান। যদিও জানা গেছে তিনি কাউকে খুঁজছিলেন যারা নারিকেল গাছ থেকে নারিকেল পেড়ে দেয়। কিন্তু এর পরবর্তী সময়ে কাউকে না পেয়ে নিজেই নারিকেল গাছে উঠে পড়েন কার্তিক পাল এমনটাই পরিবার সূত্রে দাবি করা হয়েছে। কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাসে কিছু দূর উঠার পরেই গাছ থেকে ছিটকে নিচে পড়ে যান কার্তিক। এরপর সাথে সাথে বুক, মাথা, হাত-সহ শরীরের বিভিন্ন জায়গায় ব্যথা পান কার্তিক। মুহুর্তেই জ্ঞান হারান তিনি। পরিবার পরিজন-সহ এলাকাবাসীরা তড়িঘড়ি করে আহত কার্তিক পালকে কল্যাণপুর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাকে চিকিৎসা পরিষেবা প্রদান করেন।

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি **আমবাসা, ১৬ জানুয়ারি।।** আমবাসায় জাতীয় সড়কে টমটম এবং স্করপিউ'র সংঘর্ষে আহত হয়েছেন দু'জন। রবিবার সন্ধ্যায় আমবাসা-কমলপুর সড়কে দুর্ঘটনার পর আহতদের উদ্ধার করে ধলাই জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। আহতদের নাম অরজিৎ দেববর্মা এবং সুধাংশু পাল। দু'জনের মধ্যে সুধাংশু পালের আঘাত গুরুতর হওয়ায় তাকে জিবি হাসপাতালে রেফার করা হয়। এদিকে দুর্ঘটনাগ্রস্ত টিআর০৭সি০৬৮৭ নম্বরের স্করপিউ গাড়িটি আটক করেছে আমবাসা থানার পুলিশ।

ছবিমুড়া পরিদর্শনে কিরণ গিত্যে



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, **অমরপুর, ১৬ জানুয়ারি।।** রাজ্যের অন্যতম পর্যটন কেন্দ্র ছবিমুড়া পরিদর্শন করলেন পর্যটন দফতরের সচিব কিরণ গিত্যে। তার সাথে দফতরের এক প্রতিনিধি দলও ছবিমুড়ায় আসে। প্রতিনিধি দলের সাথে ছিলেন অমরপুরের বিধায়ক রঞ্জিত দাস, মহকুমাশাসক বিজয় সিনহাও। ছবিমুড়ায় নতুন রাস্তা-সহ পিকনিক স্পট পরিদর্শন করেন তারা। পরিদর্শন শেষে কিরণ গিতে

জানান, গত এক বছরে ছবিমুড়ায় প্রায় ৪ হাজারের মত পর্যটক এসেছেন। তাছাড়া তিনি জানান, ছবিমুড়াকে আরও বিভিন্নভাবে সাজিয়ে তোলা হবে। পাহাড়ের গায়ে যে ছবিগুলো নকশা করা হয়েছিল সেগুলি এখন খসে পড়ছে। আগামী দিনে সেই ছবিগুলো যাতে সংরক্ষিত করা যায় সেই ব্যবস্থা করা হবে। এদিকে স্থানীয়দের বক্তব্য, এর আগেও বহুবার রাজ্য সরকারের তরফ থেকে ছবি সংরক্ষণ করার কথা বলা হয়েছিল। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি। বর্তমানে ছবিমুড়ার ছবিগুলো খুবই ভগ্নদশায় আছে। যদি শীঘ্রই ছবিগুলো সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ না করা হয়, তাহলে ওই পর্যটন কেন্দ্রের মূল আকর্ষণ চিরতরে হারিয়ে যাবে। এখন যেহেতু পর্যটন দফতরের আধিকারিকরা বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়েছেন তাই সবার আশা এবার

ভ্যাকসিন নিতে গিয়ে উধাও বধু

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১৬ জানুয়ারি।। যত সব ঘটনা যেন এ রাজ্যে! জন্মদাত্রী মা ছোট্ট শিশুকে ছেড়ে দিতে রাজি পরকীয়া সম্পর্কের জন্য। তবে শিশুটির মা স্বেচ্ছায় অপর বাড়িতে গিয়েছেন বলে মনে করছেন না তার বাবা। মহিলার বাবার বক্তব্য, তার মেয়েকে জোরপূর্বক। নিয়ে গেছে দেবু নামে এক অভিযুক্ত। শিশুটির মা করোনা ভ্যাকসিন নেওয়ার উদ্দেশে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন। এরপর থেকেই তার কোনো হদিশ মেলেনি। পরে জানা যায়, তিনি উদয়পুরে দেবু নামে এক ব্যক্তির বাড়িতে আছেন। রবিবার মহিলার বাবা এবং মা ওই বাড়িতে গিয়ে উঠেন। তারা সেখানে যাওয়ার পর শিশুটিকে বাবা-মা'র হাতে তুলে দেওয়া হয়। বুদ্ধ বাবা-মা আরকেপুর থানায় এসে জানান তাদের মেয়েকে জোরপুর্বক



আটকে রাখা হয়েছে। আর শিশুটিকে তুলে দেওয়া হয়েছে তাদের হাতে। বৃদ্ধ দম্পতির কথা শুনে আরকেপুর থানার পুলিশও কিছুটা অবাক হন। কারণ, সামাজিক অবক্ষয়ের যুগে এ ধরনের ঘটনা খুব স্বাভাবিক হলেও বদ্ধ বাবা-মা যেভাবে দাবি করছেন মেয়েকে জোরপূর্বক আটকে রাখা হয়েছে, তা কতটা বিশ্বাসযোগ্য? যাকে কেন্দ্র করে গোটা ঘটনা সেই মহিলার বক্তব্য অবশ্য জানা যায়নি। এদিন মহিলার বাবা থানায় এসে জানান, তার মেয়েকে শান্তিরবাজারে বিয়ে দিয়েছিলেন। সেখান থেকেই মেয়েকে জোরপূর্বক উদয়পুর নিয়ে আসা হয়। এমনিতে মহিলার বাপের বাডি অমরপরে। মহিলার স্বামী আবার কর্মসূত্রে চেন্নাই থাকেন। সেই সুযোগটিকে কাজে লাগিয়েছে অভিযুক্ত দেব। গত ৪দিন ধরে মহিলা দেবুর বাড়িতেই আছে। এখন প্রশ্ন উঠছে, আদৌ মহিলাকে জোরপূর্বক আটকে রাখা হয়েছে নাকি তিনি স্বেচ্ছায় স্বামীর ঘর ছেড়ে চলে এসেছেন ?

পুলিশকে পিষে মারার চেস্টায় গাড়ি আটক

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিশালগড়, ১৬ জানুয়ারি।। গত ১১ জানুয়ারি রাতে বিশালগড় এলাকায় রাস্তায় কর্তব্যরত পুলিশ কর্মীদের পিষে মারার চেষ্টা করে একটি গাড়ি। ঘটনার পর গাড়িটি সেখান থেকে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। তবে এতদিন ধরে পুলিশ সেই গাড়ির তল্লাশি চালিয়ে যাচ্ছিল। অবশেষে সেই গাডিটি আটক করা সম্ভব হয় রবিবার। এদিন বিশালগড



করইমুড়া এলাকা থেকে সেই গাড়ি আটক করা হয়। তবে গাড়ির সামনের অংশ ক্ষতিগ্রস্ত অবস্থায় উদ্ধার হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে গাড়ির মালিকের নাম মহি উদ্দিন। তবে এই ঘটনায় পুলিশ এখনও পর্যন্ত কাউকে। আটক করেনি। গত মঙ্গলবার রাতে পুলিশ যখন নাইট কারফিউতে ব্যস্ত ছিল তখনই সেই গাড়ি দ্রুত গতিতে তাদের দিকে ছুটে আসে। পুলিশকর্মীদের পিষে মারার চেষ্টা হয় বলে অভিযোগ। সেই গাড়ির ধাক্কায় আহত হন দুই যুবক। পুলিশ এখন এই ঘটনায় অভিযুক্ত চালক এবং মালিককে জালে তুলতে কতদিন সময় নেয় সেটাই দেখার।

বন্ধের সমর্থনে মশাল মিছিল

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিশালগড়, ১৬ জানুয়ারি।। টিএসএফ'র ডাকা ১২ ঘন্টা বনধের সমর্থনে মিছিল সংগঠিত হয় টাকারজলায়। আগরতলায় ট্রাফিক পুলিশের হাতে দুই ছাত্র নিগৃহীত হওয়ার ঘটনার প্রতিবাদে টিএসএফ সোমবার সারা রাজ্যে ১২ ঘন্টার বনধ ডেকেছে। সেই বনধকে সফল করার লক্ষ্যে এদিন থেকেই প্রচার শুরু হয়ে যায়। রবিবার সন্ধ্যায় টাকারজলায় লাম্প্রাহাতি এলাকায় তিপ্রা মথার উদ্যোগে মিছিল বের হয়। এদিনের মিছিলে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন বিধায়ক রাজেশ্বর দেববর্মা, আপন দেববর্মা-সহ অন্যান্যরা। তারা মিছিল থেকে দাবি জানান, অভিযুক্ত ট্রাফিক কর্মীদের অবিলম্বে কড়া শাস্তি প্রদান করতে হবে। পাশাপাশি সোমবারের বনধকে সফল করার জন্য নাগরিকদের প্রতি আহ্বান রেখেছেন তারা।

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, কমলাসাগর, ১৬ জানুয়ারি।। খবরের জেরে অবশেষে শীতঘুম ভাঙলো মধুপুর থানার পুলিশের।



দিন পরই গাঁজা চাষিরা তাদের ফসল ঘরে তুলে নিতে পারবে। ইতিমধ্যে অনেক জায়গায় গাঁজা গাছ কেটে ফসল ঘরে তোলার কাজ শুরু হয়ে গেছে। রবিবার সকালে মধপুর থানার পুলিশ বৃহৎ আকারে গড়ে উঠা একটি গাঁজা বাগানে হানা দেয়। মেরাটিলা এলাকায় ওই বাগানে হাজার হাজার গাঁজা গাছ ধ্বংস করা হয়। তবে পুলিশের এ অভিযান দেখে অন্য বাগানগুলি রক্ষার তাগিদে গাঁজা চাষিদের দৌড়ঝাঁপ শুরু হয়ে গেছে বলে খবর। অনেক গাঁজা চাষি ছুটে যাচ্ছেন নেতাদের কাছে। যাতে কোনোরকমভাবে কয়েকটা দিন তাদেরকে সময় দেওয়া হয়। এই সুযোগে হয়তো তারা গাছ কেটে ফসল ঘরে তুলে নেবে। • এরপর দুইয়ের পাতায়

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, কাউকে পড়ে থাকতে দেখে, তখনই **ধর্মনগর, ১৬ জানুয়ারি।।** সংস্কৃতির শহর যেন অন্য এক নজিরবিহীন ঘটনার সাক্ষী রইল। যতই দিন যাচ্ছে মদমত্ত ব্যক্তিদের বেহুঁশ হয়ে রাস্তায় পড়ে থাকার প্রবণতা ধর্মনগর জুড়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিশেষ করে বড়দিন শেষ হয়ে জানুয়ারি প্রবেশের পর ব্যাপকহারে তা বেড়ে গেছে। অগ্নি নির্বাপক বাহিনীর কর্মীরা হিমশিম খাচ্ছে তাদেরকে সামাল দিতে। উল্লেখ্য, শনিবার অগ্নি নির্বাপক দফতরে আটটি কল আসে তার মধ্যে পাঁচটি ছিল মদ আসক্ত ব্যক্তির রাস্তায় পড়ে থাকার ঘটনা। অভাবনীয়ভাবে বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে এই সংখ্যাটা। সাধারণ ধর্মনগরবাসীরা যখনই রাস্তায়

অগ্নি নির্বাপক দফতরে ফোন করে জানায় দুর্ঘটনাজনিত কারণে রাস্তায় কেউ পড়ে আছে। তড়িঘড়ি করে দফতরের কর্মীরা ছুটে আসে, এসে পড়ে থাকা মাদকাসক্ত ব্যক্তিদের জেলা হাসপাতালে নিয়ে যায়। এমনও হচ্ছে একজনকে হাসপাতলে পৌঁছে দিতে না দিতেই আরেকটি কল। গিয়ে দেখে একই ধরনের ঘটনা। এই ধরনের ঘটনাকে সামাল দিতে গিয়ে অনেক সময়ই প্ৰকৃত দুর্ঘটনায় যারা আহত তাদেরকে নিয়ে যেতে দেরি হয়ে যায়। উল্লেখ্য, জেলার সদর কার্যালয় হলেও এখনো এই দফতরে কর্মী স্বল্পতা রয়েছে। কখনো কখনো

ব্যক্তিদের টানতে টানতে ক্ষোভ প্রকাশ করছে কর্মীরা। মানবতার খাতিরে রাস্তায় পড়ে থাকলে তাকে সঠিক ঠিকানায় পৌঁছে দেওয়া মানব জীবনের স্বাভাবিক কর্তব্য। একই ধরনের ঘটনা একের পর এক ঘটে যাওয়ায় তিতিবিরক্ত হয়ে পড়েছে অগ্নি নির্বাপক দফতরের কর্মীরা। যারা মাদকাসক্ত হয়ে রাস্তায় পড়ে থাকে তাদের জন্য সরকার যদি কোন বিকল্প ব্যবস্থা বহন করে তাহলে একদিকে যেমন অগ্নি নির্বাপক দফতরের কর্মীরা রেহাই পাবে, অন্যদিকে যারা প্রকৃত দুর্ঘটনাগ্রস্ত তাদের সঠিক সময় সঠিক সেবা দেওয়া সম্ভব হবে।

এই ধরনের দুর্ঘটনায় আসক্ত

জানা এজানা

নেপচুনের চেয়ে বড় ভিনগ্রহ থেকে বেরিয়ে আসতে দেখা গেল জলীয় বাস্পের ধোঁয়া

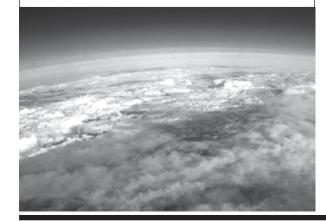
জল আছে বোঝা গেল। তা সে তরল অবস্থায় থাকুক বা না থাকুক, আছে জলীয় বাস্প হয়ে। এই ভিনগ্রহে। আছে কি প্রাণও ? সৌরমগুলের বাইরে এমন একটি ভিনগ্রহের হদিশ মিলল যার বায়ুমণ্ডলে রয়েছে জলীয় বাস্প। ফুটন্ত জলের কেটলি থেকে বেরিয়ে আসা ধোঁয়ার মতো সেই জলীয় বাস্প ছড়িয়ে পড়ছে মহাকাশে ৷পৃথিবী থেকে মাত্ৰ ১৫০ আলোকবর্ষ দূরে থাকা ভিনগ্রহটি আকারে এই সৌরমণ্ডলের গ্রহ নেপচুনের চেয়েও বড়। তার নাম 'টিওআই ৬৭৪বি'। গত বছর এটির আবিষ্কার হয়েছিল। এবার তার বায়ুমণ্ডলে হদিশ মিলল জলীয় বাস্পের। যা ধরা পডল নাসা-র ট্রানজিটিং এক্সোপ্ল্যানেট সার্ভে স্যাটেলাইট (টেস)'-এ। গত বছর টেস-এর নজরেই প্রথম ধরা দেয় এই ভিনগ্রহটি। সংশ্লিষ্ট গবেষণাপত্রটি পিয়ার রিভিউ পর্যায় পেরিয়ে প্রকাশিত হতে চলেছে আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান গবেষণা পত্রিকা 'দ্য অ্যাস্ট্রোফিজিক্যাল জার্নাল'-এ। তার আগে গবেষণাপত্রটিকে অনলাইনে

প্রকাশ করা হয়েছে এ সপ্তাহে গবেষকরা জানিয়েছেন, এই সৌরমগুলের গ্রহ নেপচনের আকারের এই ভিনগ্রহটি যে নক্ষত্রকে প্রদক্ষিণ করছে সেটির ভর সূর্যের ভরের অর্ধেক। ভিনগ্রহটি তার নক্ষত্রের এতটাই কাছে রয়েছে যে মাত্র সাড়ে ৪৭ ঘণ্টায় প্রদক্ষিণ করছে সেই নক্ষত্রটিকে। নক্ষত্রের এত কাছে থেকেও সেই ভিনগ্রহের বায়ুমণ্ডলে জলের কণা পাওয়া গেল কীভাবে তা নিয়ে বিজ্ঞানীদের কৌতৃহল এখনও মেটেনি। তাঁদের ধারণা, ভিনগ্রহের নক্ষত্রটি আদতে লাল বামন নক্ষত্র ('রেড ডোয়ার্ফ স্টার')। তার বিকিরণের তেজ কম বলেই হয়তো ভিনগ্রহের বায়ুমণ্ডলে এখনও পাওয়া গিয়েছে জলের কণা। কৌতুহলের অবসান ঘটাতে ইতিমধ্যেই ভিনগ্রহটির দিকে নজর রাখতে শুরু করেছে নাসা- হাব্ল স্পেস টেলিস্কোপ। নাসা-র সদ্য মহাকাশে পাঠানো জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপ দিয়েও এই ভিনগ্রহটির উপর নজর রাখা হবে জানিয়েছেন

পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল

ব্যারোমিটারের উদ্ভাবক বিজ্ঞানী টরিসেলি বলেছিলেন, 'বিশাল এক বায়ু সমুদ্রের তলদেশে আমরা ডুবে আছি।' আসলেই তাই। সেই সমুদ্রের তলদেশে আমরা মানুষ বাস করছি পিঁপড়ার মতো। আর আমাদের নিয়ে মহাকাশে ভেসে বেডাচ্ছে আমাদের নীল গোল গ্রহটি। পৃথিবীর চারপাশ ঘিরে আছে বায়ুমণ্ডল। বায়ুমণ্ডলের চার ভাগের তিন ভাগই আছে ভূপৃষ্ঠ থেকে মাত্র ১১ কিলোমিটারের মধ্যে। আরও দূরে যেতে থাকলে ক্রমেই ছোট হয়ে আসে বায়র পুরুত্ব। কিন্তু পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের শেষ বিন্দুটি ঠিক কোথায় অবস্থিত? এ বিষয়ে নেই কোনো সুস্পন্ত সংজ্ঞা। পৃথিবীর পৃষ্ঠ থেকে ১০০ কিলোমিটার দুরের একটি রেখার নাম কারমান রেখা। একে অনেক সময় বহিস্থ মহাকাশ আর পৃথিবীর মধ্যের সীমানা ধরা হয়। রেখাটির দুরত্ব পৃথিবীর ব্যাসার্ধের ১.৫৭ অংশ। তবে মহাকাশযান পৃথিবীতে ফিরে আসার সময় কিন্তু ১২০ কিলোমিটার দরে থাকতেই বায়মণ্ডলের কণার সঙ্গে ধাকা খেতে শুরু করে। এ ধাক্কায় যেন ক্ষতি না হয় সে জন্যও মহাকাশযানে বিশেষ ধরনের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা থাকে। তাহলে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল আসলে কোন পর্যন্ত? এ বিষয়ে সম্প্রতি একটি নির্ভরযোগ্য উত্তর দিয়েছে ইউরোপীয় স্পেস এজেন্সি এসা (ESA)। এ কাজে তারা ব্যবহার করেছে সোহো অবজারভেটরির ২০ বছরের পুরোনো উপাত্ত। তাদের প্রকাশিত ফলাফল যথেষ্ট চমকপ্রদ। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের একেবারে বাইরের অঞ্চলের নাম জিওকরোনা। আর এই জিওকরোনার বিস্তৃতি চাঁদের সীমানা থেকেও বহুদুরে। জিও কথাটার মানে হলো পৃথিবী। আর করোনা মানে মুকুট। তার মানে জিওকরোনার অর্থ দাঁডায় পৃথিবীর মুকুট।

জিওকরোনার কথা বিজ্ঞানীরা আগেও জানতেন। জানতেন, এটা মূলত হাইড্রোজেন প্রমাণু দিয়ে গঠিত। তবে ঠিক কত দুর পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে, সেটা জানা ছিল না। এবার জানা গেল এর চৌহদ্দি। আসলে শুধু চাঁদের সীমানা পার হয়ে গেছে বললে এর সত্যিকার পরিচয় বলা হয় না। চাঁদের কক্ষপথ থেকেও প্রায় দ্বিগুণ দূরত্ব পর্যস্ত এর বিস্তৃতি। পৃথিবী থেকে চাঁদের গড় দূরত্ব হলো ৩ লাখ ৮৪ হাজার কিলোমিটার। আর জিওকরোনার বিস্তৃতি ৬ লাখ ৩০ হাজার কিলোমিটার। দূরত্বটা পথিবীর ব্যাসের ৫০ গুণ। তার মানে চাঁদ পৃথিবীর চারপাশে পাক খাচ্ছে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের ভেতরে থেকেই। সোহো প্রকল্পের যাত্রা ১৯৯৫ সালে। পূর্ণ নাম সোলার অ্যান্ড হেলিওস্ফিরিক অবজারভেটরি নাম অবজারভেটরি হলেও আসলে এটি একধরনের মহাকাশযান। শুরু হয়েছিল নাসা ও এসার যৌথ উদ্যোগে। মেয়াদকাল দুই বছর ধরে কাজ শুরু হলেও আজ ২৪ বছর পরও কাজ করে যাচ্ছে যানটি। সোহোরই একটি যন্ত্রের নাম সোয়ান। এই যন্ত্রটিই পৃথিবীর জিওকরোনা সম্পর্কে তথ্য জোগাড় করেছে। সোয়ানের দেওয়া তথ্য বিশ্লেষণ করেই জিওকরোনায় হাইড্রোজেনের উপস্থিতির কথা জানা গেছে। পাশাপাশি ঠিক কোথায় গিয়ে জিওকরোনার ইতি ঘটেছে, সেটাও জানা সম্ভব হয়েছে। অনেক সময় আমরা চাঁদ বা সুর্যের চারপাশটা ঘিরে মুকুটের মতো একটা জিনিস দেখি। তবে এই মুকুট কিন্তু সূর্য বা চাঁদের নিজের মুকুট নয়। এটা বরং পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের কণারই কারসাজি। গবেষণাটির নেতৃত্ব দিয়েছেন রাশিয়ার স্পেস রিসার্চ ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানী ইগর



বালিউকিন।

হাতে অস্ত্র তুলে নিয়ে হত্যার নিদান! হরিদ্বারে গ্রেফতার স্বঘোষিত ধর্মগুরু

সুপ্রিম কোর্টের হস্তক্ষেপের পর দ্বিতীয় গ্রেফতারির ঘটনা ঘটল। এবার পুলিশের জালে যতি নরসিংহানন্দ গিরি। শুক্রবার এই মামলায় গ্রেফতার হয়েছিলেন ওয়াসিম রিজভি ওরফে জিতেন্দ্র নারায়ণ সিংহ ত্যাগী। হরিদারে তথাকথিত ধর্ম সংসদে মুসলিমদের গণহত্যার নিদান দেওয়ার ঘটনা নিয়ে দেশে তোলপাড় পড়ে যায়। হস্তক্ষেপ করতে হয় শীর্ষ আদালতকে। তার পরই শুক্রবার পুলিশ গ্রেফতার করে ওয়াসিম রিজভিকে। ওয়াসিম ধর্ম পরিবর্তন করে জিতেন্দ্র নারায়ণ সিংহ ত্যাগী নাম ধারণ করেন। এই গ্রেফতারির পর মুখ খুলেছিলেন নরসিংহানন্দ। তিনি পুলিশ আধিকারিকদের হুমকি দিয়ে বলেছিলেন, "তোমরা সবাই মরবে।" ঘটনাচক্রে তার পর নিজেই গ্রেফতার হয়ে গেলেন নরসিংহানন্দ। হরিদার ঘূণা-ভাষণ মামলায় দায়ের হওয়া এফআইআরে ১০ জনেরও বেশি ব্যক্তির নাম রয়েছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য নরসিংহানন্দ, জিতেন্দ্র ত্যাগী, অন্নপূর্ণা প্রমুখ। গত বুধবার সুপ্রিম

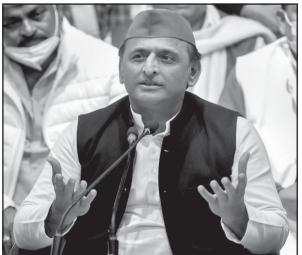
দেরাদুন, ১৬ জানুয়ারি।। হরিদ্বার ঘূণা-ভাষণ মামলায় কোর্ট উত্তরাখণ্ড সরকারকে ১০ দিনের মধ্যে তদন্তের গতিপ্রকৃতি নিয়ে হলফনামা জমা দেওয়ার নির্দেশ দেয়। এর পরই নডেচডে বসে উত্তরাখণ্ড পুলিশ। তারই ফলশ্রুতি ২৪ ঘণ্টার ব্যবধানে দু'টি গ্রেফতারির ঘটনা। বুধবার সুপ্রিম কোর্টে পাটনা হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি অঞ্জনা প্রকাশ ও সাংবাদিক কুরবান আলির দায়ের করা মামলার শুনানি ছিল। যাতে স্বচ্ছ এবং নিরপেক্ষ তদন্ত সম্ভব হয় সে জন্য আবেদনকারীরা হরিদ্বারে মুসলিম ধর্মাবলম্বীদের বিরুদ্ধে ঘূণা-ভাষণের ঘটনায় বিশেষ তদন্তকারী দল গঠনের আবেদন জানান শীর্ষ আদালতে। গত বছর ডিসেম্বরের ১৭ থেকে ২০ তারিখ পর্যস্ত হরিদ্বারে চলা তথাকথিত ধর্ম সংসদে মুসলিম ধর্মাবলম্বীদের বিরুদ্ধে হিন্দুদের অস্ত্র তুলে নেওয়া এবং ওই ধর্ম সম্প্রদায়ভুক্তদের প্রকাশ্যে হত্যা করার আহ্বান জানানো হয়েছিল। এর বিরুদ্ধেই শীর্ষ আদালতের দ্বারস্থ হন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি অঞ্জনা প্রকাশ ও সাংবাদিক কুরবান আলি। সুপ্রিম কোর্ট উত্তরাখণ্ড সরকারের পাশাপাশি কেন্দ্র ও দিল্লি পুলিশকে নোটিশ পাঠায়।



মেলেনি ভোটের টিকিট, আগুন লাগিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা সমাজবাদী পার্টির কর্মীর!

লখনউ, ১৬ জানুয়ারি।। দীর্ঘদিন ধরে দলের একনিষ্ঠ সদস্য হিসেবে কাজ করে এসেছেন। তবুও বিধানসভা নির্বাচনে দল তাঁকে প্রার্থী করেনি। এই অবস্থায় ক্ষোভ, অভিমান খুব স্বাভাবিক। আর সেই ক্ষোভ থেকে নিজেকে শেষ করে দেওয়ার চেস্টা কর লেন উত্তরপ্রদেশের সমাজবাদী পার্টির এক সদস্য। লখনউতে পার্টির সদর দফতরের সামনে গায়ে আগুন দিলেন তিনি। পথচলতি মানুষের চেষ্টায় তাঁকে মৃত্যুমুখ থেকে ফিরিয়ে আনা হয়। পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে ভিডিও প্রকাশিত হয়েছে, তাতে গিয়ে ওই ব্যক্তিকে আটক কবেছে। দেখা যাচেছ আদিতা অত্যন্ত ভোটের আগে এই ঘটনায় স্বভাবতই উত্তেজিত হয়ে হুঁশিয়ারি দিচ্ছেন। বিডস্বনায় পড়েছে অখিলেশের তাঁকে বলতে শোনা যাচ্ছে, "আমি দল। জানা গিয়েছে, সমাজবাদী পার্টির ওই সদস্যের নাম আদিত্য ঠাকুর। তিনি দলের আলিগড় শাখার একজন সক্রিয় সদস্য। চাই।" এও অভিযোগ তুললেন, রবিবার সকালে আলিগড় থেকে

সটান চলে যান লখনউম্যের বিক্রমাদিত্য মার্গে, দলের সদর দফতরের সামনে। কার্যালয়ের সামনের রাস্তায় দাঁড়িয়ে গায়ে পেট্রোল ঢেলে আগুন লাগিয়ে দেন। এই দৃশ্য দেখে সঙ্গে সঙ্গে ছটে যান পথচলতি মান্যজন। তাঁদের তৎপরতায় বেঁচে যান আদিত্য ঠাকুর। এরপর ঘটনাস্থলে ছুটে যান পুলিশ আধিকারিকরা। আদিত্যকে উদ্ধার করে আটকের পর থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। সংবাদমাধ্যমে এই ঘটনার যে এই মুহূর্তে এখানেই জীবন শেষ করে দেব। আমাকে জেলে ভরেও থামানো যাবে না। আমি বিচার দল তাঁর অধিকারের প্রার্থীপদ



সাংবাদিকদের মুখোমুখি সমাজবাদী পার্টির জেনারেল অখিলেশ যাদব লক্ষনউ-এর পার্টি কার্যালয়ে।

কেডে নিয়েছে। ভোটের টিকিট তাঁর কাছ থেকে ছিনতাই করা হয়েছে। আদিত্য'র আরও দাবি, তাঁর বিরুদ্ধে কোনও অপরাধমূলক কাজে জড়িত থাকার মামলা নেই। তাহলে কেন দল তাঁকে ভোটে লড়াইয়ের সুযোগ দিল না ? এই প্রশ্ন তুলেছেন তিনি।প্রসঙ্গত,উত্তরপ্রদেশের ছরা কেন্দ্রটি থেকে সমাজবাদী পার্টির হয়ে ভোটের টিকিট পাবেন বলে খুব আশা ছিল আদিত্য'র। সেই আশা চুরমার হওয়াতেই তাঁর আত্মহননের সিদ্ধান্ত। পুলিশি জেরায় তিনি

যেতে পারে। রবিবার মনোহর নির্দল এরপর দুইয়ের পাতায়

পাঞ্জাবে ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রীর ভাই লড়বেন নির্দল প্রার্থী হয়েই

চণ্ডীগড়, ১৬ জানুয়ারি।। কলকাতায় পুরভোটের মুখে শাসক দলের প্রার্থী তালিকা নিয়ে বঙ্গ রাজনীতিতে বিস্তর জলঘোলা হয়েছিল। দলের টিকিট না পেয়ে নির্দল প্রার্থী হয়েছিলেন শাসকদলের বেশ কয়েকজন নেতা। দেশের উত্তরের রাজ্য পাঞ্জাবেও শাসকদল কংগ্রেস বিধানসভা ভোটের মুখে একই সমস্যার মুখোমুখি। তবে ঘটনাটি ওজনে বাংলার থেকেও কিছুটা বড়। শাসকদল যাকে টিকিট দিতে রাজি হয়নি তিনি মুখ্যমন্ত্রী চরণজিৎ সিংহ চন্নির ভাই, চিকিৎসক মনোহর সিংহ। রবিবার মনোহর জানিয়েছেন, কংগ্রেস তাঁকে টিকিট না দিলেও তিনি ভোটে লড়বেন। কংগ্রেসের প্রার্থীর বিরুদ্ধে তিনি ভোটে দাঁড়াবেন নির্দল প্রার্থী হয়ে। মনোহর রাজনীতিতে এসেছেন সম্প্রতিই। সরকারি মেডিক্যাল অফিসারের পদ ছেড়ে বিধানসভা ভোট ঘোষণার মাস কয়েক আগেই কংগ্রেসে যোগদান করেন তিনি। বিধানসভা ভোটে প্রার্থী হওয়াই যে মুখ্যমন্ত্রীর ভাইয়ের লক্ষ্য, তা না বোঝার কথা নয় কংগ্রেস নেতৃত্বের। তারপরও বিধানসভা ভোটের প্রার্থী তালিকায় নাম রাখা হয়নি মনোহরের। যুক্তি হিসেবে বলা হয়েছে কংগ্রেস এখন এক পরিবার এক পদ নীতিতে চলছে। তাই মুখ্যমন্ত্রীর পরিবারের আরও একজন সদস্যকে বিধায়ক পদের জন্য মনোনীত করা হচ্ছে না। পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী চন্নির পরিবার পাঞ্জাবের প্রভাবশালী পরিবার। পাঞ্জাবের পুয়াধ সংস্কৃতির এলাকাগুলিতে এই পরিবারের জনপ্রিয়তাও রয়েছে। চন্নির ভাই মনোহর চেয়েছিলেন পুয়াধের অন্তর্ভুক্ত বসসি পঠান বিধানসভা এলাকায় তাঁকে প্রার্থী করা হোক। কিন্তু তার বদলে কংগ্রেস সেখানে প্রার্থী করেছে আগের বারের বিধায়ক গুরপ্রীত সিংহ জিপিকেই। এমনকি গুরপ্রীতের সমর্থনে সেখানে জনসভাও করেছেন পাঞ্জাব কংগ্রেসের প্রধান নভজ্যোৎ সিংহ সিধু। এমতাবস্থায় রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মত, পাঞ্জাবে যেখানে দলের মধ্যে দ'টি আলাদা শিবিরের বিবাদ জলের মত স্পষ্ট সেখানে বিধানসভা ভোটের মখে এই ঘটনা কংগ্রেসের বিরুদ্ধে

পিছিয়ে যেতে পারে हूँ পাঞ্জাবের ভোট?

চণ্ডীগড়, ১৬ জানুয়ারি।। কোনও বিষয়ে কংগ্রেস ও বিজেপির সুরে সুর মিলে যাচ্ছে. এমনটা সচরাচর দেখা যায় না। এই ক্ষেত্রে তেমনটাই ঘটেছে। পাঞ্জাবের কংগ্রেস সরকারের মুখ্যমন্ত্রী চরণজিৎ সিং চান্নির পর বিজেপির পক্ষ থেকেও ভারতের নির্বাচন কমিশনকে পাঞ্জাবে নির্বাচন কয়েকটা দিন পিছিয়ে দেওয়ার অনুরোধ জানানো হল। না করোনা ভাইরাস মহামারি নয়, দুই পক্ষের আবেদনেরই একটাই কারণ, আগামী ১৬ ফব্রুয়ারি গুরু রবিদাস জয়ন্তী। এর আগে নির্বাচন কমিশন জানিয়েছিল, পাঞ্জাব বিধানসভা নির্বাচন এক দফাতেই অনুষ্ঠিত হবে, ১৪ ফেব্রুয়ারি। ফলাফল প্রকাশ করা হবে ১০ মার্চ। কিন্তু, শনিবার মুখ্যমন্ত্রী চরণজিৎ সিং চান্নি নির্বাচন কমিশনকে একটি চিঠি দিয়ে পাঞ্জাব বিধানসভা নির্বাচন কমপক্ষে ছয় দিন পিছিয়ে দেওয়ার অনুরোধ করেছিলেন। ওই চিঠিতে তিনি জানান, ১৬ ফেব্রুয়ারি গুরু রবিদাস জয়ন্তী। সেই উপলক্ষ্যে প্রচুর ভক্ত উত্তরপ্রদেশের বারাণসীতে যান। তিনি দাবি করেন, ১০ ফেব্রুয়ারি থেকে ১৬ ফেব্রুয়ারির মধ্যে প্রায় ২০ লক্ষ ভক্ত বারাণসীতে যেতে পারেন। ১৪ ফেব্রুয়ারি ভোট হলে এই ভক্তরা তাদের মতদান করতে পারবেন না। চান্নি আরও জানান দলিত সম্প্রদায়ের এক প্রতিনিধি দল বিষয়টি তাঁর নজরে এনেছেন রবিবার, বিজেপি দলের পক্ষ থেকেও গুরু রবিদাস জয়ন্তীর বিষয়টি বিবেচনা করে, পাঞ্জাবের নির্বাচন পিছিয়ে দেওয়ার আবেদন জানানো হয়েছে। দুই প্রধান দলের আবেদনের পর নির্বাচন কমিশন এখন কী সিদ্ধান্ত নেয় সেটাই দেখার। তবে, নির্বাচনে যত বেশি সম্ভব মানুষের মতদান নিশ্চিত করাটাই তাদের লক্ষ্য। কাজেই, পাঞ্জাবের নির্বাচন শেষ পর্যন্ত পিছিয়ে দেওয়া হতে পারে বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা। এক মাঘ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে, সির গোবর্ধনপুর নামে বারাণসীর অন্তর্গত এক গ্রামে জন্মেছিলেন গুরু রবিদাস। কিংবদন্তী অনুসারে তিনি পূর্ব জন্মে ব্রাহ্মণ ছিলেন। মৃত্যুর সময় এক চামার বর্ণের মহিলাকে দেখে প্রার্থনা করেছিলেন যাতে সেই সুন্দরী মহিলা পরবর্তী জীবনে তাঁর মা হন। মৃত্যুর পর সেই নারীর গর্ভ থেকেই তিনি গুরু রবিদাস রূপে পুনর্জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি একাধারে ছিলেন আধ্যাত্মিক গুরু আবার সমাজ সংস্কারকও। তিনি সন্ত কবিরের সমসাময়িক ছিলেন। জাতি বিদ্বেষের বিরুদ্ধে সারা জীবন লড়াই করেছিলেন। তাঁর জন্মদিনে সারা দেশ থেকে রবিদাসিয়া ধর্মের মানুষ বারাণসীতে তাঁর জন্মস্থানে তীর্থ করতে আসেন। ভক্তরা বারাণসীর পবিত্র গঙ্গা নদীতে ডুব দেন।

মার্সিডিজ-সহ ৭ গাড়ি, নগদ ১৪ কোটি বিএসএফ জওয়ানের বাডিতে!

চণ্ডীগড়, ১৬ জানুয়ারি।। আইপিএস প্রায় ১২৫ কোটি টাকার প্রতারণার সেজে নির্মাণ কাজের বরাত পাইয়ে দেওয়ার নাম করে ব্যবসায়ীদের থেকে দিনের পর দিন টাকা আদায়। প্রতারণার অভিযোগে হরিয়ানা থেকে গ্রেফতার এক বিএসএফ আধিকারিক। অভিযুক্তের বাড়িতে তল্লাশি চালাতে গিয়ে হতভস্ব পুলিশ! উদ্ধার হল নগদ ১৪ কোটি টাকা, এক কোটি টাকার সোনা-গয়না এবং বিএমডব্লিউ, মার্সিডিজ-সহ সাত-সাতটি ঝকমকে গাড়ি। অভিযুক্তের নাম প্রবীণ যাদব। গুরুগ্রামের মানেসরে 'ন্যাশনাল সিকিউরিটি গার্ড' (এনএসজি)-এর সদর দফতরে নিরাপতার দায়িত্বে ছিলেন বিএসএফ'র ডেপটি কমান্ডেন্ট প্রবীণ। তাঁর বিরুদ্ধে সব মিলিয়ে

অভিযোগ উঠেছে। ইতিমধ্যেই গ্রেফতার করা হয়েছে প্রবীণকে। সঙ্গে গ্রেফতার হয়েছেন তাঁর স্ত্রী মমতা যাদব এবং বোন ঋতু। পুলিশ জানিয়েছে, আইপিএস অফিসার সেজে এনএসজি-র ক্যাম্পাসে নির্মাণ কাজের বরাত পাইয়ে দেওয়ার নাম করে কোটি কোটি টাকা তুলতেন প্রবীণ। তারপর সেই টাকা এনএসজি-র নামে একটি ভূয়ো অ্যাকাউন্টে পাঠাতেন তিনি। এই কাজে তাঁকে সাহায্য করতেন তাঁর বোন, যিনি একটি বেসরকারি ব্যাঙ্কের ম্যানেজার। গুরুগ্রামের পুলিশ আধিকারিক প্রীতপাল সিংহ বলেন, "শেয়ার বাজারে ৬০ লক্ষ টাকা খইয়ে মান্যকে ঠকানো শুরু করে প্রবীণ।"

বাংলার ট্যাবলো বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করতে মোদিকে চিঠি

প্রজাতন্ত্র দিবসের অনুষ্ঠানে বাংলার ট্যাবলো বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করুন। মোদিকে চিঠি লিখে আর্জি মমতার। চিঠিতে তিনি লিখেছেন, কেন্দ্রের এই সিদ্ধান্তে তিনি হতবাক এবং ব্যথিত। এতে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের অপমান করা হয়েছে। বিষয়টি পুনর্বিবেচনার আর্জি জানিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী চিঠিতে লিখেছেন, 'দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিল বাংলা। তাই কেন্দ্রের এই সিদ্ধান্তে বাংলার মানুষেরা ব্যথিত হয়েছেন।'

কলকাতা, ১৬ জানুয়ারি।। বিবেচনা করে এ বছর প্রজাতম্ব দিবস এবং নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মবার্ষিকী এক সঙ্গে পালন করার সিদ্ধান্ত নেয় কেন্দ্র। বিষয়টি নজরে রেখে ট্যাবলো পাঠানোর অনুমতি চেয়েছিল পশ্চিমবঙ্গ সরকার। কিন্তু তা বাতিল করে কেন্দ্র। গত বছরও কেন্দ্র রাজ্যের কন্যাশ্রী ও একাধিক সামাজিক প্রকল্প-সহ ট্যাবলো বাতিল করে। এ বছর কেন্দ্র আয়োজিত প্রজাতন্ত্র দিবসের থিম 'আজাদি কা অমৃত মহোৎসব'। কেন্দ্ৰীয় সরকারের একটি সূত্র জানিয়েছে, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মবার্ষিকীকে মর্যাদা দিতে ২৩ স্বাধীনতার ৭৫তম বর্ষের কথা জানুয়ারি থেকে প্রজাতন্ত্র দিবস

নেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে এ-ও জানা গিয়েছে যে, নেতাজির জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে এখন থেকে প্রতি বছরই ২৪ জানুয়ারির পরিবর্তে ২৩ জানুয়ারি থেকে প্রজাতন্ত্র দিবস উদ্যাপন শুরু হবে। তা নজরে রেখেই বাংলার থিমের নাম দেওয়া হয়েছিল 'নেতাজি ও আজাদহিন্দ বাহিনী'। স্বাধীনতা সংগ্রামে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অরবিন্দ ঘোষ থেকে বিরসা মুন্ডার মতো ব্যক্তিত্বের কী ভূমিকা ছিল, চিঠিতে তা দেখিয়েছেন মমতা। লিখেছেন, 'ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রথম জাতীয়তাবাদের মন্ত্র

উদ্যাপন শুরু করার সিদ্ধান্ত

'বন্দেমাতরম' লিখেছিলেন। যা পরে জাতীয় গান হয়। রমেশ চন্দ্র দত্ত প্রথম ব্রিটিশদের ঔপনিবেশিক অর্থনীতির সমালোচনা করে প্রবন্ধ লিখেছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় দেশে প্রথম জাতীয় রাজনৈতিক সংগঠন ইভিয়ান অ্যাসোসিয়েশন তৈরি করেন।' মমতার বক্তব্য, বাংলার ট্যাবলো বাদ দেওয়ার অর্থ এই ইতিহাসকে অস্বীকার করা। যা বাঙালিকে অপমান করার শামিল। সে কারণেই চিঠিতে তিনি লিখেছেন, 'কেন্দ্রের এই সিদ্ধান্তে আমি হতবাক্ এবং ব্যথিত। এতে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের অপমান করা হয়েছে।

লাইফ স্টাইল

ওমিক্রনের প্রভাব কেটে গেলে মরসুমি সর্দি-কাশির মতো হয়ে যাবে করোনা ?

ওমিক্রনের পর কী হবে? করোনা ভাইরাস কি মরসুমি ফ্লু'তে পরিণত হয়ে যাবে? যত দিন যাচ্ছে, এমনই সব প্রশ্ন উঠে আসছে। কিন্তু সেইসব প্রশ্নের উত্তর এখনও অধরা বলে জানাল বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (হু)। বিশ্বের সর্বোচ্চ স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের তরফে জানানো হয়েছে, ইনফ্লয়েঞ্জার ক্ষেত্রে যেরকম স্বচ্ছ ধারণা আছে বিশেষজ্ঞদের, তা এখনও করোনা ভাইরাসের ক্ষেত্রে

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার বিশেষজ্ঞ এবং করোনা বিষয়ক টেকনিক্যাল লিড মারিয়া ভ্যান কেরখোভ বলেন, 'ভাইরাসের চরিত্র এখনও পালটাচ্ছে। সেই পরিস্থিতিতে নয়া (করোনা) ভ্যারিয়েন্ট কীরকম হবে ? ইনফ্লু য়েঞ্জার ক্ষেত্রে যেমন ধারণা আছে, তা (করোনার) ক্ষেত্রে নেই আমাদের।' সঙ্গে তিনি জানান. আগামী দিনে করোনার রূপ

কেমন হতে চলেছে, তা বোঝার জন্য আরও তথ্যের প্রয়োজন আছে। টুইটারে বিশ্বের সর্বোচ্চ স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের করোনা বিষয়ক টেকনিক্যাল লিডের কথায়, 'করোনা ভাইরাস এখনও মরসুমি হয়নি। এই ভাইরাস অন্যরকমভাবে পালটে যায়।' এমনিতে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে করোনায় নয়া ভ্যারিয়েন্ট ওমিক্রনে আক্রান্তের হদিশ পাওয়ার পর বিশেষজ্ঞদের

একাংশ দাবি করেন, এটাই যে করোনার শেষ প্রজাতি নয়, তাতে কার্যত সিলমোহর পড়ে গিয়েছে। বস্টন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষজ্ঞ লিওনার্দো মার্তিনেজ বলেছেন, 'ওমিক্রন যত দ্রুত ছাড়াচ্ছে, তাতে মিউটেশনের সুযোগ আরও বাড়ছে। যা আরও বেশি সংখ্যক করোনা ভাইরাস প্রজাতির আসার পথ প্রশস্ত করছে।' তবে ওমিক্রনের পরবর্তী

কোনও করোনা ভাইরাস প্রজাতি কীরকম চরিত্রের হবে বা কীভাবে সংক্রমণ বাড়বে, তা নিয়ে স্পষ্টভাবে কিছু জানাতে পারেননি বিশেষজ্ঞরা। তাঁদের একাংশের বক্তব্য, ওমিক্রনের থেকেও পরবর্তী করোনার প্রজাতির ফলে অসুস্থতার মাত্রা কম হবে কিনা বা যে টিকা আছে, তা কার্যকরী হবে কিনা, তা নিয়ে কোনও নিশ্চয়তা নেই। ওমিক্রনে যেহেতু অসুস্থতার

তীব্ৰতা কম, তা দেখে অনেকের আবার আশা, করোনা ভাইরাস ধীরে ধীরে মামুলি সর্দি-কাশির মতো হয়ে উঠবে। সেই সম্ভাবনা পুরোপুরি উড়িয়ে দেওয়া না হলেও বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য, ক্রমশ যে কোনও ভাইরাসের ভয়াবহতা হ্রাস পাবে, এমন কোনও কথা নেই। সে বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যাবে না। টিকাকরণের আর্জি বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য, বর্তমান পরিস্থিতিতে টিকাকরণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ বিশ্বে প্রথম যখন করোনার ঢেউ আছড়ে পড়েছিল, তখন কোনও টিকা ছিল না। মানুষের শরীরেও কোনও রোগ প্রতিরোধকারী ক্ষমতা তৈরি হয়নি। এখন পরিস্থিতি অনেকটাই ভালো। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাও গড়ে উঠেছে মানুষের। আছে টিকাও। পর পয়েন্ট জিতে ম্যাচ নিজের

পকেটে পুরতে থাকেন লক্ষ্য। তার

পর আর তাঁকে থামানো সম্ভব

হয়নি বিশ্ব চ্যাম্পিয়নের পক্ষেও।

২১-১৭ ব্যবধানে সেট জিতে ম্যাচ

ও সেই সঙ্গে খেতাব জেতেন

তিনি। লক্ষ্যই হলেন প্রথম ভারতীয়

যিনি অভিষেকেই কোনও ইন্ডিয়ান

ওপেনের খেতাব জিতলেন। এর

চ্যাম্পিয়নশিপের সেমিফাইনালে

ভারতেরই কিদম্বি শ্রীকান্তের কাছে

হারের পরে ব্রোঞ্জ জিতেছিলেন

তিনি। তবে এ বার সেরার

শিরোপা ছিনিয়ে নিলেন তিনি।

গোটা রাজ্যে একই সাথে করার জন্য

পর্যাপ্ত সময় দরকার। সমস্ত মহকুমা

সংস্থার সঙ্গে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত

নিতে হয়।এক্ষেত্রে সেই সব হয়নি।

এক বিশেষ ক্ষমতাবান ব্যক্তি

হঠকারী সিদ্ধান্ত নিয়ে মহকুমার

ক্রিকেটকে ছন্নছাড়া অবস্থায় নিয়ে

এসেছে। যদিও এর পেছনে একটা

বিরাট রহস্য রয়েছে বলে মনে

করেন এক আজীবন সদস্য। তার

কোনভাবেই সদরে সিনিয়র ক্লাব

●এরপর দুইয়ের পাতায়

ক্রিকেট করবে না। যেহেতু

ব্যাডমিন্টন

বিশ্ব

ঘাবডে যাননি লক্ষ্য। ম্যাচে

ফেরেন তিনি। এক সময় ১৬-৯

ব্যবধানে এগিয়ে যান ভারতীয়

টিসিএ-র এক নির্দেশেই

<mark>প্রতিবাদী কলম ক্রীডা প্রতিনিধি. </mark>সেমিকোলনের বালাই নেই। কিন্তু সমস্ত ঘরোয়া প্রতিযোগিতা

একেবারে দাডি টেনে দেওয়া হয়।

এরপর থেকেই মহকুমা ক্রিকেট

একটা ছন্নছাড়া অবস্থার মধ্য দিয়ে

চলছে। অতীতে মহকুমা সংস্থাগুলি

নিজেদের সুবিধামতো ঘরোয়া

ক্রিকেট করতো। টিসিএ কখনও

হস্তক্ষেপ করতো না। বছরের পর

বছর এভাবেই মসুণভাবে মহকুমার

ক্রিকেট হয়ে আসছিল। হঠাৎ করেই

সব কিছু লভভভ হয়ে গেলো।

ক্রিকেট শুরু করার পরিকল্পনা ছিল

যুগ্মসচিবের। সেই মোতাবেক

অনূর্ধ্ব ১৪ ক্রিকেট সম্পন্ন হয়েছে।

শেষ টেস্টে ১৪৬ রানে জিতে

গোটা রাজ্য জুড়ে এক সাথে নাকি বক্তব্য হলো, আসলে টিসিএ



লালের দর্পচূর্ণ করলো রাম



হেরে গেলো লালবাহাদুর।তবে এই অসাধারণ ফুটবল উপহার দিলো রামকৃষ্ণ ক্লাব। ২০১৩ থেকে লালবাহাদুরকে কোচিং করাচ্ছেন খোকন সাহা। তিনি আসলে একজন রেফারি। কোচের পেছনে অর্থ খরচ করার চেয়ে ক্রাবের একজনের হাতেই তাই দায়িত্ব দেওয়া হয়। ২০১৩ এবং ২০১৮-তে খোকন সাহা-র কোচিং-এ লিগ জিতেছিল লালবাহাদুর। এবারও তার উপরই দায়িত্ব পড়েছে। যদিও এদিন তার দল খুব খারাপ ফুটবল খেললো। বলা যায়, লালবাহাদুরের প্রতিটি বিভাগেই কোয়ালিটি ফুটবলারের অভাব রয়েছে। সেটাই দলকে ভোগাচ্ছে। ভবিষ্যৎ-এ ভোগাবে। এদিন ম্যাচের ৭৭ মিনিটে রামকফ ক্লাবের হয়ে জয়সূচক গোলটি করে বিকাশ ত্রিপুরা। এই একটি গোলেই জয় তুলে নেয় রামকৃষ্ণ। রেফারি তাপস দেবনাথ রামকৃষ্ণ ক্লাবের সুমিত ধানুক, প্রবীণ সুববা, বিকাশ ত্রিপুরা-কে হলুদ কার্ড দেখিয়েছেন।

ফলাফল মোটেই অঘটন নয়। শিল্ড এবং লিগের প্রথম ম্যাচে রামকৃষ্ণ ক্লাব খুব খারাপ খেলেনি। বেশ কয়েকজন ভালো মানের ফুটবলার রয়েছে। অনেক বছর পর প্রথম ডিভিশনে খেলছে। তাই ক্রাবের কর্মকর্তারাও সাধ্য মতো খরচ করেছেন। এরই পাশাপাশি রাজ্যের অভিজ্ঞ কোচ কৌশিক রায়-কে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। প্রবীণ, ধনরাজ, সত্যম, বিকাশ-রা গোটা ম্যাচেই দৌড়লো। একবারের জন্যও প্রতিপক্ষকে ফাঁকা জমি দেয়নি। দুইটি উইংকে সুন্দরভাবে ব্যবহার করেছেন কোচ কৌশিক রায়। সার্বিকভাবে মাটি খুব উঁচুমানের হয়েছে এমন নয়।তবে এরই মাঝে চোখে পড়লো রামকৃষ্ণ ক্লাবের ভয়হীন ফুটবল। লালবাহাদুর নামটা বড়। তবে বড় নামের সামনে ভয় পায়নি। বুক চিতিয়ে লড়াই করেছে। ফলে লালের দর্পচূর্ণ করে একটা

আসবে এমন নয়। দল পরিচালনাকারীদেরও বড দায়িত্ব নিতে হয়। শহরের অন্যতম বনেদি ক্লাব কর্মকর্তা থেকে সমর্থক প্রত্যেকেই সর্বোচ্চ সাফল্যের প্রত্যাশায় ছিলেন। কিন্তু রাখাল শিল্ড থেকে শুরু করে লিগের প্রথম দুই ম্যাচে সেই প্রত্যাশা পুরণ হলো না। শিল্ডের প্রথম ম্যাচেই হেরে যেতে হয়েছে। লিগে প্রথম ম্যাচে ড্র করার পর এদিন রামকৃষ্ণ ক্লাবের কাছে হেরেই গেলো। শেষ পর্যন্ত কি হবে কিংবা লালবাহাদুর লিগে কি করবে তা সময়ই বলবে। তবে এটা নিশ্চিত করে বলা যায়, দল গঠনে কর্মকর্তারা মোটেই মুন্সিয়ানার পরিচয় দিতে পারেননি। বিদেশিও ফ্লপ। ফলে একটা কঠিন সমস্যার মুখে পড়েছে লালবাহাদুর। যার প্রতিফলন দেখা গেলো এদিন। তুলনায় কম বাজেটের রামকৃষ্ণ ক্লাবের কাছে

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি,

আগরতলা, ১৬ জানুয়ারি ঃ বড়

বাজেটের দল হলেই সাফল্য

আগরতলা, ১৬ জানুয়ারি ঃ কিল্লা

মর্নিং ক্লাবকে হারিয়ে খেতাবি

দৌড়ে নিজেদের অবস্থান মজবুত

করলো মহাত্মা গান্ধী পিসি। ছয়

দলীয় আসরে খেতাবি দৌড়ে

তাদের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী

জম্পুইজলা। ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল

নাম প্রত্যাহার করে নিয়েছে। এদিন

হেরে বেশ কিছুটা পিছিয়ে পড়লো

কিল্লাও। মহাত্মা গান্ধীর আরও দুইটি

ম্যাচ আছে। আগামীকাল তারা

খেলবে চলমান সংঘের বিরুদ্ধে।

এছাড়া ২০ জানুয়ারি তাদের

প্রতিপক্ষ বিশ্রামগঞ্জ। দুইটি দলের

বিরুদ্ধে জয় পাওয়া অসম্ভব নয়।

কারণ ধারে-ভারে মহাত্মা গান্ধী

পিসি দুইটি দলের থেকেই এগিয়ে।

রবিবার উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে

তারা কিল্লা মর্নিং ক্লাবকে ৪-২

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, না। ছেলেদের ফুটবলে কিল্লা

রিয়াং। ২-০ গোলে এগিয়ে থাকা বরাবরই একটা বড় নাম। যুগ যুগ মহাত্মা গান্ধী পিসি-র আক্রমণে কিছুটা দিশেহারা হয়ে যায় কিল্লা। ধরে ফুটবলার সরবরাহ করে আসছে। এবার মেয়েদের ফুটবলে ২৪ মিনিটে দলের হয়ে তৃতীয় গোলটি করে পঞ্চমী দেবনাথ।



প্রথমার্ধে ৩ গোলে পিছিয়ে থাকা কিল্লা দ্বিতীয়ার্ধে জ্বলে উঠে। অলআউট আক্রমণে ঝাঁপায়। বেশ কিছু সুপরিকল্পিত আক্রমণ তারা তুলে আনে মহাত্মা গান্ধী পিসি-র বক্সে। এমনই একটি আক্রমণ থেকে কিল্লার হয়ে ব্যবধান কমায় সমিতা ●এরপর দুইয়ের পাতায়

যায়, আর কয়েক বছর পর ছেলেদের মতো কিল্লার মেয়েবাও বাজা

গোলে হারিয়ে দেয়। বেশ মাতাবে। এদিন হারলেও তারা জমজমাট একটি ম্যাচ হয়েছে। একবারের জন্যও লড়াই থেকে দুরে দুইটি দলেই ছিল বেশ কয়েকজন সরে যায়নি। ম্যাচের ৪ মিনিটে স্পোর্টস স্কুলের প্রাক্তনি। ফলে দুইটি দীপালি হালাম-র গোলে এগিয়ে দলের খেলার মধ্যেই একটা যায় মহাত্মা গান্ধী। ১৪ মিনিটে জমাটিভাব ছিল। পাসিং খুব নিখুঁত দ্বিতীয় গোলটি করে কাজলতি না হলেও একেবারে খারাপও ছিল টিসিএ-র অদ্ভূত ফরমানে মহকুমা ক্রিকেটেও আজ তালা

বিধিনিষেধ ছিল না। অতীতে টিসিএ-র বর্তমান কমিটি যেভাবে চলছে তাতে স্পষ্ট এরা ক্রিকেট বা ক্রিকেটারদের জন্য ক্ষমতায় আসেনি। নিশ্চিতভাবে অন্য কোন ছক কষে এদের টিসিএ-তে আসা। ক্রিকেট প্রশাসনে আমার ২৫-৩০ বছর। কিন্তু কখনও দেখতে হয়নি যে, টিসিএ-র অনুমতি ছাড়া মহকুমাতে ক্রিকেট করা যাবে না। আপনি বলুন, টিসিএ-র ক্রিকেট করতে কি বিসিসিআই-র অনুমতি লাগে বা বিসিসিআই কি কোনদিন বলেছে তাদের অনুমতি ছাড়া টিসিএ কোন খেলা করতে পারবে না? তিনি বলেন, আসলে রাজনীতির লোকদের হাতে পড়ে টিসিএ এবং রাজ্য ক্রিকেট আজ ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। এযেন তালিবানি শাসন চলছে টিসিএ-তে। ভাবতে অবাক লাগে যারা টিসিএ-তে আছেন তারা কিভাবে মাথানত করে কাজ করছেন? কি তাদের স্বার্থ? ব্যক্তিগত কোন স্বার্থ ছাডা এভাবে তো মাথানত করে থাকার কথা নয়। আমার প্রশ্ন, সব খেলা হচ্ছে কিন্তু ক্রিকেট কেন বন্ধ থাকবে १ ক্রিকেটে তো মাঠে দশ জনও দর্শক হয় না? মহকুমার অনেক ক্রিকেটার আজ আসলে খেলা বন্ধ রেখে টিসিএ-র ক্রিকেট ফেলে নাকি ফুটবলে বা কোটি কোটি টাকা লুটের গোপন কেউ কেউ টেনিস ক্রিকেটে চলে খেলাই হয়তো এখন টিসিএ-তে

মহকুমা তার সিদ্ধান্ত, ক্রীডাসচি টিসিএ-তে পাঠিয়ে দিতো। টিসিএ ক্রীড়াসুচি দেখে পরবর্তী সময়ে অনুদান দিতো। কখনও কখনও টিসিএ থেকে পর্যবেক্ষক গিয়ে ম্যাচ দেখতেন। কিন্তু অতীতে কোনদিন টিসিএ-র অনুমতি ছাড়া কোন খেলা করা যাবে না তা ছিল না। কিন্তু টিসিএ-র বর্তমান কমিটি দায়িত্ব নেওয়ার পর যুগ্মসচিব নাকি কখনও লিখিত তো কখনও নাকি মৌখিকভাবে নির্দেশ দিচ্ছে যে. টিসিএ-র অনুমতি ছাড়া কোন খেলা হবে না। অভিযোগ, দুই বছর ধরে টিসিএ না আগরতলা ক্লাব ক্রিকেট করছে না মহকুমাতে ক্লাব ক্রিকেটের অনুমতি দিচেছ। কিশোর কুমার দাস-র আপত্তিতে কোন মহকুমাতেই নাকি ক্লাব ক্রিকেট শুরু করা যাচেছ না। মহকুমার ক্রিকেটাররা আজ দুই বছর ধরে বেকার। মহকুমার অনেক ক্রিকেটার আছে যারা স্থানীয় ক্লাব ক্রিকেট খেলার পাশাপাশি আগরতলার ক্লাবে খেলে। কিন্তু দুই বছর ধরে মহকুমার ক্লাব ক্রিকেটে তালা।

গেছে। এই ব্যাপারে জনৈক

চলছে বলে অভিযোগ তার।

না দিলে টাকা পাওয়া যাবে না। আর তাই খেলা শুরু হচ্ছে না যেহেতু

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি. অভিযোগ, অতীতে এরকম মহক্মার ক্রিকেট কর্তা বলেন আগরতলা, ১৬ জানয়ারি ঃ অদ্ভত এক নৈরাজ্য বলন বা অপশাসন নাকি কায়েম হয়েছে ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন তথা টিসিএ-তে। যেহেতু আগরতলায় ক্লাব ক্রিকেট বন্ধ তাই কোন মহকুমাতেও নাকি স্থানীয়ভাবে ক্লাব ক্রিকেট করার অনুমতি দিচেছ না টিসিএ। টিসিএ-র যুগ্মসচিব কিশোর কুমার দাসের তরফে নাকি মৌখিকভাবে মহকুমা ক্রিকেট সংস্থাগুলিকে বলে দেওয়া হয়েছে যে, যতদিন না টিসিএ থেকে অনুমতি দেওয়া হচ্ছে ততদিন কোন মহকুমায় ক্লাব লিগ বা ক্লাব ক্রিকেট করা যাবে না।জানা গেছে, কয়েকটি মহকুমা ক্রিকেট সংস্থা নাকি চেয়েছিল এই সময়ে তাদের মহকুমায় স্থানীয়ভাবে ক্লাব ক্রিকেট শুরু করতে। কিন্তু টিসিএ থেকে নাকি মৌখিকভাবে বলা হয়েছে যে, যুগ্মসচিবের অনুমতি ছাড়া কোন ক্লাব ক্রিকেট করা যাবে না। যেহেতু মহকুমাতে ক্রিকেট ম্যাচগুলির জন্য টিসিএ থেকে আর্থিক বরাদ্দ বা অনুদান পাওয়া যায়। ক্লাব ক্রিকেটে এতদিন প্রতি ম্যাচে ১০ হাজার টাকা দেওয়া হতো মহকুমাকে। তাই টিসিএ অনুমতি

টিসিএ অনুমতি দিচ্ছে না। এই

প্রসঙ্গে কয়েকটি মহকুমার

প্রতিভাবান খেলোয়াড়রা প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ জানুয়ারি ঃ ২০১৪-তে পূর্বতন বাম সরকার শেষবার পিআই এবং স্পোর্টস অফিসার নিয়োগ করেছিল। সাত বছর কেটে

চাকরির আশায়

গিয়েছে। আর নিয়োগ হয়নি। মাঝে কয়েকশো পিআই নিয়োগের প্রস্তুতি শুরু হয়েছিল জানা গেছে, সেইে প্রক্রিয়াও এখন বিশ বাঁও জলে। ফলে খেলোয়াড়দের মধ্যে হতাশা বাড়ছে। বিপিএড, এমপিএড ডিগ্রিধারীরাও নিস্তেজ হয়ে পড়ছে। জানা গেছে, এই নিয়োগ প্রক্রিয়া থমকে যাওয়ার কারণ কিন্তু কোভিড পরিস্থিতি নয়। দফতরের এক পর্যায়ের আধিকারিক সমস্ত চাকরিগুলি বাগিয়ে নিতে চেয়েছিলেন ব্যবসা করার জন্য। তখন বিভিন্ন মহল থেকে বাধা আসে। এই কারণেই প্রক্রিয়া আপাতত থমকে গিয়েছে। মূলতঃ পিআই-র চাকুরিতে বিপিএড বা এমপিএড ডিগ্রিধারী নাকি প্রতিভাবান খেলোয়াড় কাদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে এনিয়ে দফতরের অন্দরে নাকি একটা কোন্দল তৈরি হয়েছে। চাকুরি জীবনের শুরু থেকেই কেলেঙ্কারি তার পিছু ছাড়েনি এমনই এক আধিকারিক ময়দানে নেমেছেন। পিআই-র চাকুরিতে বিপিএড এবং এমপিএড ডিগ্রিধারীদের প্রাধান্য দেওয়ার জন্য শুরু থেকেই সক্রিয় ছিলেন। তার নিজের পছন্দের বেশ কয়েকজনকে চাকুরি দেওয়াই মূল উদ্দেশ্য। পাশাপাশি তিনি নাকি ব্যবসা করতে চান চাকুরি নিয়ে। তবে তার এই ধান্দাবাজি শুরুতেই ধরে ফেলেছে অন্যরা। তাই

পিআই-র চাকুরি নিয়ে ফের অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। হতাশ হয়ে পড়ছে প্রতিভাবান খেলোয়াড়রা।

অনূধৰ্ব-১৯ বিশ্বকাপে অস্ট্রেলিয়ার চমক

ভারতীয় কিশোর পোর্ট অফ স্পেন, ১৬ জানুয়ারি।। তিনি স্পিনার। তবে ডান হাতি বা বাঁ হাতি নন, তিনি দো-হাতি। অর্থাৎ দু'হাতেই বল করতে পারেন। আর এই ভেলকি দেখিয়েই বিপক্ষের তিন উইকেট নিয়ে নিয়েছেন। অনুধর্ব-১৯ ক্রিকেট বিশ্বকাপের প্রথম দিন থেকেই সবার আলোচনার কেন্দ্রে অস্টেলিয়ার স্পিনার নিবেথন রাধাকৃষ্ণণ। আদতে যিনি ভারতীয় বংশোদ্ভত। তাঁর জন্মও হয়েছে ভারতে। চেন্নাইয়ে জন্ম রাধাকৃষ্ণণের। ভেশ্কটরাঘবন, অশ্বিনের রাজ্যের ভূমিপুত্র শুরুতে ডান হাতেই বল করতেন। ২০০৮ সালে তাঁর যখন ৬ বছর বয়স তখন এক দিন তাঁর বাবা তাঁকে বলেন বাঁ হাতেও বল করা শুরু করতে। বাবা তাঁকে বলেন, তিনি টেলিভিশনে কাউকে দ'হাতে বল করতে দেখেননি। ছেলে যেন সেই চেষ্টা করে। সেই শুরু। এখন দু'হাতেই সমান বল করতে পারেন। গত বছর এক সাক্ষাৎকারে রাধাকৃষ্ণণ বলেন, ''আমার ব্যর্থ হওয়ার কোনও ভয় ছিল না। কে কী বলছে সেটাও ভাবিনি। বাবার কথা শুনে বল করে গিয়েছি। শুধু চেষ্টা করেছি কোন উচ্চতায় নিজেকে নিয়ে যেতে পারছি।" পরিবার অস্ট্রেলিয়ায় চলে যাওয়ায় সে দেশের নাগরিকত্ব নিয়েছেন। এখন শেন ওয়ার্নের দেশের হয়েই খেলেন তিনি। সাধারণত বাঁ হাতি ব্যাটার সামনে থাকলে রাধাকৃষ্ণণ ডান হাতে বল করেন। অন্যদিকে ডান হাতি ব্যাটার থাকলে বল চলে যায় বাঁ হাতে। কখনও কখনও আবার ডান হাতি

ব্যাটারকে ডান হাতেও বল

করেন। হাত বদলের ফলে

ব্যাটারের খেলতে সমস্যা হয়।

ইন্ডিজের হয়ে ১০ ওভারে ৪৮

রান দিয়ে ৩ উইকেট নিয়েছেন

তিনি। সামনেই আইপিএল-এর

নিলাম। বিরল প্রতিভার এই

স্পিনারের কোনও ফ্রাঞ্চইজির

ইতিমধ্যেই আইপিএল-এর স্বাদ

পেয়েছেন রাধাকৃষ্ণণ। গত বছর

দিল্লি ক্যাপিটালসের নেট বোলার

ছিলেন তিনি। দেখা যাক এবার

মূল মঞ্চে সুযোগ হয় কি না।

নজরে পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে

বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচে ওয়েস্ট

৪-০ অ্যাশেজ জিতল অস্ট্রেলিয়া দাপটে তা কোনও কাজে লাগেনি। ইংল্যান্ডের হয়ে দুই ওপেনার ররি বার্নস এবং জ্যাক ক্রলি ছাড়া কেউ বিন্দুমাত্র লডাই করতে পারেননি। কামিন্স, বোলান্ড এবং গ্রিন ৩টি করে উইকেট নেন।বার্নস ২৬ এবং ক্রলি ৩৬ রান করেন। ওপেনিং জুটিতে ৬৮ রান ওঠে।এর পর শুধুই ইংরেজ ব্যাটারদের ব্যর্থতা। দাউইদ মালান (১০), জো রুট (১১), বেন স্টোকস (৫), অলি পোপ (৫), স্যাম বিলিংসরা (১) কেউ রান পাননি। এর আগে দ্বিতীয় দিনের ৩ উইকেটে ৩৭ রান নিয়ে খেলা শুরু করে অস্ট্রেলিয়া। আট নম্বরে নামা আলেকা ক্যারে ৪৯ রান করেন। তিনি এবং গ্রিন (২৩) সপ্তম উইকেটে ৪৯ রান যোগ করেন। বাকিরা কেউ তেমন রান পাননি। ●এরপর দুইয়ের পাতায়

আছে? আর ক্রীড়া নীতির কথা

বলে এতদিন রাজ্যের ক্রীড়া

জগৎ-কে এক প্রকার পঙ্গু করে

রাখা হলো তাতে কার লাভটা

হলো? বরং এই ৪৬ মাসে

রাজ্যের ক্রীড়া জগৎ-র বিরাট

ক্ষতি করে দিয়ে গেলো এক

ক্রীড়া নীতি যা এখনও

বাস্তবায়নই হয়নি। আর যে ক্রীড়া

নীতি এখনও কার্যকর করা যায়নি

সেই ক্রীড়া নীতির ভয় দেখিয়ে

যারা রাজ্যের খেলাধুলার চরম

ক্ষতি করে দিলেন তাদের কি

বিচার হবে? অভিযোগ, অতি

বাম ভক্তরা জামা পাল্টে অতি

রাম ভক্ত হয়ে এক ক্রীড়া নীতির

ভয় দেখিয়ে নিজেদের ক্ষমতার

অপব্যবহার করে আজ রাজ্যের

ক্রীড়াঙ্গনে বিরাট একটা শূন্যতা

তৈরি করেছেন। রাজ্যের ক্রীড়া

জগৎ-র মানুষ নিশ্চয় এদের জন্য

সরকার বদল করেননি। আগামী

দিনে নিশ্চয় এনিয়ে মানুষ ভাববে।

হয়নি ইংল্যান্ডের। জেতার জন্য ২৭১ রানের লক্ষ্য নিয়ে ইংরেজদের ইনিংস শেষ হয়ে গেল ১২৪ রানে। রবিবার সকালে দই ইংরেজ বোলার মার্ক উড এবং স্টুয়ার্ট ব্রড যে লড়াইটা বিপক্ষ শিবিরে পৌঁছে দিয়েছিলেন, অস্ট্রেলিয়ার তিন জোরে বোলার প্যাট কামিন্স, স্কট বোলান্ড এবং ক্যামেরন গ্রিনের

ক্যানবেরা, ১৬ জানুয়ারি।। পর পর দু' দিন ১৭টি করে উইকেট পড়ল। ফলে তিন দিনেই শেষ হয়ে গেল অ্যাশেজের শেষ টেস্ট।ইংল্যান্ডকে ১৪৬ রানে হারাল অস্ট্রেলিয়া। পাঁচ টেস্টের অ্যাশেজ সিরিজ তারা জিতে নিল ৪-০ ফলে। রবিবার

অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় ইনিংস ১৫৫

রানে শেষ করে দিয়েও শেষ রক্ষা

ব্যবধানে লক্ষ্য এগিয়ে থাকা অবস্থায় পর পর তিন পয়েন্ট তুলে নেন কিয়ান। দেখে মনে হচ্ছিল তিনি প্রথম সেট জিতে যাবেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ২৪-২২ ব্যবধানে জেতেন লক্ষ্য। প্রথম সেটে জিতে যাওয়ায় দ্বিতীয় সেটে অনেক খোলা মনে খেলছিলেন লক্ষ্য। প্রথমের দিকে টান টান খেলা চললেও ৭-৭ ব্যবধান থেকে পর

বিশ্ব চ্যাম্পিয়নকে হারিয়ে খেতাব জয়



কিন্তু ফাইনালে ৫৪ মিনিটের

ম্যাচে অনেক বেশি আত্মবিশ্বাসী

দেখাল তাঁকে। শুরুটা যদিও ভাল

আগরতলা, ১৬জানয়ারি ঃ টিসিএ-র

বর্তমান কমিটি ২০১৯-র

সেপ্টেম্বরে দায়িত্বে আসার পর

একের পর এক নজিরবিহীন সিদ্ধান্ত

নিয়েছে।বলা যায়, এক্ষেত্রে পূর্বতন

কমিটগুলিকে মাত্র ২৮ মাসেই

কয়েক ডজন গোল দিয়েছে। সুতরাং

নজিরবিহীন ঘটনা ঘটানো বর্তমান

কমিটির কাছে স্রেফ জলভাত। গত

৩০ সেপ্টেম্বর টিসিএ-র যুগ্মসচিব

এক অফিস অর্ডার মারফত সমস্ত

মহকুমার ক্রিকেট বন্ধ করে

দিয়েছিলেন। গোটা ক্রিকেট মহল

স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। কমা,

করেন কিয়ান। ৪-২ ব্যবধানে ব্যাডমিন্টন তারকা। ১৯-১৭

নয়াদিল্লি, ১৬ জানুয়ারি।। ফের লক্ষ্যভেদ করলেন ভারতের তরুণ ব্যাডমিন্টন তারকা লক্ষ্য সেন। রবিবার ইন্ডিয়া ওপেন ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্টের ফাইনালে বর্তমান বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন সিঙ্গাপুরের লো কিয়ান ইউ-কে স্ট্রেট সেটে হারিয়ে খেতাব জিতিতান তিনি। খেলার ফল লক্ষ্যের পক্ষে ২৪-২২, ২১-১৭। ফাইনালে ওঠার আগে দু'টি ম্যাচে

স্বশাসিত সংস্থাগুলির মধ্যে ভাঙনের চেষ্টা

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ জানুয়ারি ঃ ক্রীড়া আইন নিয়ে স্বশাসিত ক্রীড়া সংস্থাগুলির সঙ্গে শুরু থেকেই ক্রীড়া দফতর এবং ক্রীড়া পর্যদের সংঘাত তৈরি হয়েছে। আপাতত জেলাভি ত্তিক স্পোর্ট স অ্যাসোসিয়েশন গঠনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তবে ক্রীড়া মহল মনে করছে, স্বশাসিত ক্রীড়া সংস্থাগুলি যতক্ষণ এই আইনের আওতায় না আসবে ততক্ষণ এই আইন সফলভাবে প্রয়োগ করা যাবে না। কিন্তু সিংহভাগ স্বশাসিত ক্রীড়া সংস্থা এখনও নিজেদের জমি ছাড়তে নারাজ। তাদর বক্তব্য হলো, এই আইনের আওতায় একবার এলে আর নিজেদের অধিকার বলে কিছু থাকবে না। পুরোপুরি সরকারি নিয়ন্ত্রণের অধীনে চলে আসতে হবে। এখানেই সংস্থাগুলির আপত্তি। ফলে সংস্থাগুলির সঙ্গে সংঘাত ক্রমশঃ বাড়ছে। এই অবস্থায় সংস্থাগুলিতে ভাঙন ধরানোর একটা অপচেষ্টা শুরু হয়েে বলে অভিযোগ। পর্যদের এক কর্তাকে নাকি এই জন্য মাঠে নামিয়ে দেওয়া হয়েছে। বাম আমলের কয়েকজন সংগঠককে নিয়ে ওই পর্যদ কর্তা স্বশাসিত সংস্থাগুলিতে ভাঙন ধরাতে চাইছেন বলে অভিযোগ। বর্তমান কমিটিকে অগ্রাহ্য করে নতুন এবং সমান্তরাল কমিটি গঠনে উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে। এই কমিটিগুলিকে ক্রীড়া আইনের আওতায় নিয়ে আসতে। আর যারা বিরোধিতা করবে তারা কার্যতঃ অকেজো হয়ে পড়বে। এই অঙ্ককে সামনে রেখেই নাকি

ক্রীড়া সংস্থাগুলিতে ভাঙন

ধরানোর চেষ্টা শুরু হয়েছে।

এক ক্রীড়া নীতির ভয় দেখিয়ে ৪৬ মাস রাজ্যের ক্রীডা জগৎ-র সর্বনাশ করা হলো

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, দিয়েছিলেন সেই মানিক সাহা এখন ছমকি দিতেই যা দেখা গেছে। ক্রীড়া মানুষ ঠিক বুঝে উঠে পারছে না। আগরতলা, ১৬ জানুয়ারিঃ বর্তমান যে টিসিএ-তে সেই টিসিএ কিন্তু রাজ্য সরকারের ক্রীড়া নীতি আজ কোথায় এবং কি অবস্থায় আছে তা জানতে চাইছেন রাজ্যের ক্রীড়া জগৎ-র মানুষ। কেন্দ্রে-রাজ্যে একই দলের সরকার। যাকে বলা হয় ডাবল ইঞ্জিনের সরকার। এই ডাবল ইঞ্জিনের সরকারের ৬০ মাসের মধ্যে তো ৪৬ মাস অতিক্রাস্ত। এই সরকারের আয়ু বেশি হলে ১৩-১৪ মাস। কিন্তু যাদের সরকারের আয়ু মাত্র ১৩-১৪ মাস সেই সরকারের বিখ্যাত ক্রীড়া নীতি আজ কোথায় এবং কি অবস্থায় আছে। ২০১৯ সালে ক্রীডা পর্যদের ইনচার্জ সচিব হিসাবে যিনি রাজ্যে এক মাসের নোটিশে ক্রীড়া নীতি কার্যকর করার ঘোষণা দিয়েছিলেন সেই মানিক সাহা এখন শুধু টিসিএ-র সভাপতি নন তিনি রাজ্যের শাসক দলের প্রদেশ সভাপতি।যদিও মানিক সাহা ক্রীডা পর্যদের ইনচার্জ সচিব হিসাবে যে

নীতির ভয় দেখিয়ে অবশ্য স্বশাসিত আসলে ক্রীড়া নীতি কি অবস্থায় ক্রীড়া নীতির অনেক বাইরে। অর্থাৎ ক্রীড়া সংস্থাগুলির সরকারি বরাদ্দ ক্রীড়া পর্যদের ইনচার্জ সচিব হিসাবে

(অনুদান) প্রায় বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। তবে ক্রীড়া পর্যদের কর্তাদের পছন্দ মতো নাকি কোন কোন ক্রীড়া সংস্থা সরকারি অনুদান পেয়েছে বা এখনও পাচ্ছে। তবে দুই বছর ধরে যখন ক্রীড়া পর্যদের কোন আয়-ব্যয় হিসাব সামনে আসছে না, কোন বাজেট প্রকাশ হচ্ছে না। বার্ষিক সাধারণ সভার কোন খবর খোদ সদস্যরা জানেন না তখন ক্রীড়া সংস্থাগুলির সরকারি অনুদান পাওয়া নিয়ে কোন তথ্য পাওয়া সমস্যা। তবে বড় প্রশ্ন হচ্ছে, ডাবল ইঞ্জিনের এই সরকারের তো ৪৬ মাস চলে গেছে। রাজ্য সরকার কিন্তু এখনও ক্রীড়া নীতি কার্যকর করতে পারেনি। এটা কিন্তু রাজ্য সরকারের অন্যতম ব্যর্থতা। তার চেয়েও বড় ঘটনা হচ্ছে, এই এক ক্রীড়া নীতিকে সামনে রেখে ক্রীড়া পর্ষদ যা খুশি তা করে গেছে এবং

এখনও করে যাচ্ছে।ক্রীড়া জগৎ-র

নিয়ে হৈচৈ। বিভিন্ন ক্রীড়া সংস্থাকে

মানিক সাহা যে ক্রীড়া নীতি কার্যকর করার ঘোষণা দিয়েছিলেন সেই মানিক সাহা টিসিএ-তে এসে সেই ক্ৰীড়া নীতি মানতে বাধ্য নন। তবে সে অন্য প্রসঙ্গ। তবে ২০১৮ সালে রাজ্যে সরকার বদলের পর রাজ্য সরকার ক্রীড়া নীতি বিধানসভায় পাস করে। ২০১৮ সালের জুলাই মাসে বিধানসভায় ক্রীড়া নীতি গৃহীত হয়। তারপর থেকে আজ ২০২২ সালের জানুয়ারি মাস। ক্রীড়া পর্যদের তরফে মানিক সাহা-র আমলে এক মাসের সময় দিয়ে ক্রীড়া নীতি কার্যকর করার একটি নোটিশ জারি করা হয়েছিল। এই নোটিশের কয়েক বছর অতিক্রান্ত। কিন্তু ক্রীড়া নীতি আজ কোথায় কি অবস্থায় আছে কেউ জানে না। মাঝে কিছু দিন রাজ্য ক্রীডা পর্যদের তরফে ক্রীডা নীতি ক্রীডা নীতি কার্যকর করার নোটিশ

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক ও সম্পাদক অনল রায় টৌধুরী কর্তৃক চৌধুরী ভবন, হরিগঙ্গা বসাক রোড, মোলারমাঠ, আগরতলা, ব্রিপুরা - ৭৯৯০০১ থেকে প্রকাশিত এবং প্রতিবাদী কলম প্রিন্টার্স, চৌধুরী ভবন, মেলারমাঠ, হরিগঙ্গা বসাক রোড, আগরতলা, (৭৯৯০০১) পশ্চিম ব্রিপুরা থেকে মুদ্রিত। ফোন ঃ (০৩৮১) ২৩৮-০৪৮৫ / ৭০৮৫৯১৭৮৫১



নাবালিকা

অপহরণ

বক্সনগর, ১৬ জানুয়ারি।। স্কুলে

পরীক্ষা শেষে বাড়ি ফেরার পথে

বক্সনগরের কলমচৌড়া থানাধীন

কলসীমুড়া এলাকায় এই ঘটনায়

চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। অভিযোগ,

জীবন নম: নামে এক যুবক

অভিযুক্তের বাড়ি সোনামুড়া

থানাধীন মতিনগর পঞ্চায়েত

অভিযোগ জীবন নম: তার দুই

থেকেই ছাত্রীর অপেক্ষায় ছিল।

নাবালিকা যখন ওই রাস্তা ধরে

আসে তখন জোরপূর্বক তার মুখ

চাপা দিয়ে গাড়িতে তুলে নেয়।

ওই ছাত্রী উমেশ চন্দ্র এসবি স্কুলে

আসা-যাওয়ার পর উত্যক্ত করে

পর্যন্ত তার হাতেই নাবালিকাকে

যাচ্ছে অভিযুক্ত জীবন। শেষ

অপহরণ করা হয়েছে বলে

অভিযোগ। কিছুদিন আগেও

নাকি কয়েকজন বন্ধুর সাথে

জীবন মেয়েটিকে অপহরণের

চেষ্টা করেছিল। কিন্তু স্থানীয়

সেই চেষ্টা ব্যর্থ হয়। স্থানীয়

লোকজন ঘটনাটি দেখে ফেলায়

নাগরিকরা তার পেছনে ধাওয়া

করে। তখনই অভিযুক্ত সেখান

থেকে পালিয়ে যায়। এই ঘটনা

কাছেও অভিযোগ জানানো

হয়েছিল। রবিবার সন্ধ্যায়

দায়ের করেছেন। পুলিশ

অভিযোগ নিয়ে তদন্ত শুরু

করেছে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত

মেয়েটির হদিশ মেলেনি। আটক

করা যায়নি অভিযুক্ত যুবককেও।

বাড়ি বিক্রি

তিন রুম বিশিষ্ট গ্যাস লাইন,

ইলেকিট্রকি, জল, বন্দোবস্ত

আছে। লেট্রিন বাথরুম এটাচড

অতিসত্বর যোগাযোগ করুন।

TAAL

(M) 9862024650

সম্পর্কে জীবনের অভিভাবকদের

অপহৃতা নাবালিকার পরিবার ৩

জনের বিরুদ্ধে থানায় মামলা

অষ্টম শ্রেণিতে পাঠরতা।

মেয়েটিকে বিদ্যালয়ে

অভিযোগ গত ৬ মাস ধরে

বন্ধুকে সাথে নিয়ে বক্সনগর

নতুন মোটরস্ট্যান্ডে আগে

এলাকায়। নাবালিকার পরিবারের

মেয়েটিকে অপহরণ করেছে।

অপহৃতা ১৪ বছরের ছাত্রী।

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,

দিব্যাঙ্গ ব্যক্তির ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আমবাসা, ১৬ জানুয়ারি ।। নিজ গৃহে ঝুলন্ত অবস্থায় উদ্ধার হল এক মৃক ও বধির ব্যক্তির মৃতদেহ। চাঞ্চল্যকর এই ঘটনা আমবাসা থানাধীন কুলাই বাজার সংলগ্ন রামরতন পাড়া এলাকায়। মৃত ব্যক্তির নাম রাখাল দেবনাথ (৪২)। শারীরিকভাবে সম্পূর্ণ প্রতিবন্ধী ওই ব্যক্তি স্থানীয় পঞ্চায়েতের তৈরি করে দেওয়া ঘরে একাই বাস করত। গত কিছুদিন যাবৎ মানসিক ভাবেও কিছুটা অবসাদগ্রস্ত ছিল বলে প্রতিবেশীদের দাবি। রবিবার বেলা দশটা নাগাদও তার ঘরের দরজা বন্ধ দেখে একজন শুভাকাঙ্ক্ষী গিয়ে তার ঘরে উঁকি দিলে দেখতে পায় তার দেহ ঘরের মধ্যেই ঝুলছে। ওই ব্যক্তির ডাকাডাকিতে তৎক্ষণাৎ প্রতিবেশীরা জড়ো হয়ে আমবাসা

টাকার বিছানা থেকে আটক চোর



মন্দিরে হানা দিয়ে প্রণামী বাক্স চুরি করে নিয়ে যায়। তবে ঘটনাটি জানাজানি হয় রবিবার সকালে। এদিন পথচারী এবং এলাকাবাসী মন্দির প্রাঙ্গণে এসে দেখতে পান প্রণামী বাক্সটি জায়গামতো নেই।তারা এদিক ওদিকে খুঁজেও প্রণামী বাক্সের হদিশ পাননি। পরবর্তী সময় খবর দেওয়া হয় বিলোনিয়া থানার পুলিশকে। পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে তদন্ত শুরু করেন। হোক, কিংবা দোকানপাট অথবা ধর্মীয় এর আগেও শহর এলাকায় একাধিক প্রতিষ্ঠান। সর্বত্রই তাদের রাজত্ব চুরির ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু পুলিশ চলছে। গভীর রাতে চোরের দল চোর ধরতে বরাবরই ব্যর্থ।

টাকা-পয়সা নাকি কাজের বিনিময়ে এক দোকান মালিক দিয়েছে। পরে পুলিশের জেরায় অভিযুক্ত স্বীকার করে তারা দু'জন মিলে মন্দির থেকে প্রণামী বাক্স চুরি করে নিয়ে যায়। অপর অভিযুক্তকেও এখন জালে তুলতে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে পুলিশ। এই ঘটনার মধ্য দিয়ে আবারও চোরের দল প্রমাণ করে দিল কোন জায়গাই নিরাপদ নয়। সেটা বাড়িঘর

সম্ভব করে দেখিয়েছিলেন তৎকালীন এক নেতা। আর রাম আমলে সেই কাজটি করে দেখালো এক নাবালক চোর। মন্দির থেকে চুরি করে নিয়ে যাওয়া প্রণামী বাক্স থেকে সব টাকা নিজের বিছানার নিচে লুকিয়ে রাখে সেই অভিযুক্ত। এই ঘটনার মধ্য দিয়ে পুলিশ একটা বিষয় প্রমাণ করে দিয়েছে তারা চাইলে সবকিছুই সম্ভব। বিলোনিয়ার কলেজ স্কোয়ারস্থিত সিদ্ধেশ্বরী কালীবাড়ির চুরির ঘটনার ১২ ঘন্টার মধ্যেই পুলিশ অভিযুক্তকে জালে তুলতে সক্ষম হয়েছে। উদ্ধার হয়েছে চুরি যাওয়া টাকা-পয়সাও। পুলিশ যখন অভিযুক্ত নাবালকের বাড়িতে যায় সে ওই সময় টাকার বিছানায় ঘুমিয়েছিল। পুলিশ গিয়ে তাকে ঘুম থেকে জাগায়। প্রথমে

অভিযুক্ত দাবি করে সেই

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,

বিলোনিয়া, ১৬ জানুয়ারি।। টাকার

বিছানায় ঘুমানো ততটা কঠিন নয়!

বাম আমলে সেই অসম্ভব কাজটি

হোমিওপ্যাথি ওযুধ

রয়েছে। মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে মোহনপুর, ১৬ জানুয়ারি ।। পড়ায় হোমিওপ্যাথির ওষুধ বিক্রি হোমিওপ্যাথি ওষুধ বিক্রেতার মতদেহ উদ্ধার ঘিরে রহস্য দেখা দিয়েছে। পরিত্যক্ত জমিতে কাঁদা মাখানো অবস্থায় দেহটি পাওয়া গেছে। এই ঘটনায় তদন্তের দাবি তুলেছেন স্থানীয়রা। মৃত ব্যক্তির নাম হরিসাধন ধর (৭০)। সম্প্রতি সময়ে তিনি মানসিকভাবে অসস্থ হয়ে পডেছিলেন বলে এলাকাবাসীরা জানিয়েছেন। ঘটনা মোহনপরের জগৎপর এলাকায়। আগে মোহনপর বাজারে হোমিওপ্যাথি ওষধ বিক্রি করতেন হরিসাধন। তার দই ছেলে বাডিতে

বন্ধ হয়ে যায়। প্রায়ই তাকে এলাকার বিভিন্ন রাবার বাগানে এবং কৃষি জমিতে একা ঘোরাফেরা করতে দেখা যেতো। প্রায়ই না খেয়ে থাকতেন। প্রচণ্ড ঠান্ডার মধ্যে হরিসাধনকে বিভিন্ন জঙ্গল এবং কষি জমিতে দেখা যেতো।রবিবার সকালে রাঙাছডায় একটি পরিত্যক্ত জমিতে কাঁদা মাখানো অবস্থায় মিলে তার দেহ। এরপর থেকেই নানা ধরনের গুঞ্জন তৈরি হয়েছে। মানসিক অসুস্থ এই প্রবীণকে খুন করা হয়েছে কিনা তা নিয়েও নানা গুঞ্জন তৈরি হয়েছে।

উদ্ধার করে মোহনপুর হাসপাতালের মর্গে নিয়ে যায়। মৃতের দুই ছেলের অবশ্য কোনও ধরনের অভিযোগ নেই। অনেকের আবার ধারণা প্রচণ্ড ঠান্ডায় না খেয়ে মৃত্যু হয়েছে এই প্রবীণের। তাকে নাকি ছেলেরা বাডিতে দেখভালও করতেন না। মোহনপুরে এভাবে অস্বাভাবিক মৃত্যু নতুন কিছু নয়।আগেও প্রবীণ নাগরিকের মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে বিভিন্ন জঙ্গল অথবা জমিতে। এসব ঘটনার সঙ্গে হরিসাধনের মত্যর যোগসাজশ রয়েছে কিনা তা তদন্ত করে দেখার দাবি উঠেছে।

থানায় ফারুকের বিরুদ্ধে ধর্ষণের

মামলাটি নথিভুক্ত হয়। এই মামলার

ভিত্তিতেই রবিবার গ্রেফতার করা হয়

ফারুককে। ফারুক জানিয়েছে বাডিতে

কাজের জন্য ওই মহিলাকে তার এক

আত্মীয় পাঠিয়েছিলেন। তার বাডির

সন্তানদের দেখভালের জন্যই

মহিলাকে আনা হয়েছিল। ঘরের

মধ্যে স্ত্রী এবং সন্তান থাকে। এই

পরিস্থিতিতে তাকে ধর্ষণ করা

কখনোই সম্ভব ছিল না। মিথ্যে

ারকা ধর্ষণে গ্রেফতার যুবক করেন। গত ১৪ জানুয়ারি বীরগঞ্জ



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, মহিলাকে ফারুক তার খয়েরপুরের আগরতলা, ১৬ জানুয়ারি ।। গৃহ বাড়িতে পরিচারিকা হিসেবে কাজের পরিচারিকাকে ধর্ষণের অভিযোগ জন্য এনেছিলেন। ওই মহিলা উঠলো এক যুবকের বিরুদ্ধে এই অমরপুর ফিরে গিয়ে থানায় মামলা ঘটনায় অভিযুক্ত যুবককে গ্রেফতার করলো পুলিশ। রবিবারই ফারুক মিয়া

রয়েছে। অমরপুর এলাকা থেকে ওই সোনার বাজার দর

নামে এই যুবককে খয়েরপুর থেকে

গ্রেফতার করা হয়। তাকে গ্রেফতার

করে অমরপর থানায় নেওয়া হয়েছে।

জানা গেছে. ওই পরিচারিকা এখন

৫ মাসের অন্তঃসত্তা। ফারুকের

বাড়িতে স্ত্রী-সহ তার তিন শিশু সন্তান

১০ গ্রাম ঃ ৪৭,৮০০ ভরি ঃ ৫৫,৭৬৬

Flat Booking

Ramnagar Road THE MUSICAL GROUP No. 4. Opposite এখানে যন্ত্রশিল্পী সহযোগে Sporting Club. 2 বাংলা হিন্দি সহ সব ধরনের BHK, 3 BHK Flat গান এর প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। booking চলছে। — ঃযোগাযোগ ঃ—

Mob - 8416082015 Mob - 9920141749 আরোগ্য

পরিষেবা কেন্দ্র **'আরোগ্য'**।

100% safe and secure

সমাধান পাবেন আমাদের কাজের দ্বারা।

The Complete Homoeo Health Solution

আপনার শারীরিক যে কোন জটিল ও কঠিন

রোগের নিরাময়, সমস্যা সমাধানের জন্য

একমাত্র নির্ভরযোগ্য হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা

Call or Whtps: 9612721087 / 6909988137 Behind East Police Station, Old Motorstand, Agartala, Website: www.aroghyahomoeo.com বিঃদ্রঃ- অভিজ্ঞ চিকিৎসকদের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত এক নির্ভরযোগ্য চিকিৎসা কেন্দ্র।

ব্যাস এখন আর দুঃখ নয়

মিয়া সুফি খান

সমস্যা ১০০ শতাংশ অতিসত্ত্র সমাধান পাবেন আমাদের কাছে।

SUCCESS IN

YOUR LIFE

A Reputed Com. নিজস্ব অফিসে ম্যানেজার ও Other উচ্চ ও স্থায়ী পদে 32 জন (উপজাতি) M/F আবশ্যক। Below - 27, Qualification: Madhyamik to Graduation, Salary 7000/- to 19000/p.m. (According Post) । ভালো Post এবং Package পেতে তাড়াতাড়ি যোগাযোগ করুন।

More Information : 6009059037 8414047959 মামলা দেওয়া হয়েছে তার বিরুদ্ধে। এই ঘটনায় চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে। সমস্যার সমাধান মুঠকরণী, বশীকরণ স্পেশালিস্ট

বাবা আমিল সুফি

প্রেমে বাধা, ব্যবসায় ক্ষতি, গৃহ কলহ, স্বামী-স্ত্রী বিরোধ, বিবাহে বাধা, সতীন ও শত্ৰু থেকে পরিত্রাণ, গড়াধন, কর্মে বাধা, গুপ্তবিদ্যা কালাযাদু, মুঠকরণী, যাদুটোনা, বশীকরণ স্পেশালিস্ট। CONTACT

9667700474

VISION CONSULTANCY Admission Point /IBBS/BDS/BAMS **MEDICAL COLLEGES IN INDIA** Kolkata, Uttar Pradesh, Bangalore, Tamilnadu Puducherry, Haryana , Bihar, Orissa & Other) LOW PACKAGE 45 LAKH **NEET QUALIFIED STUDENTS ONLY** Call Us : 9560462263 / 9436470381 Address : Officelane, Opp. Siksha Bhavan, Agartala, Tripura (W)

🕅 নাইটিংগেল নার্সিং হোম ধলেশ্বর রোড নং-১৩, ব্লু লোটাস ক্লাব সংলগ্ন, আগরতলা

পরিস্কার পরিচ্ছন্ন পরিবেশে, সম্পূর্ণ শীততাপ নিয়ন্ত্রিত, উন্নত মানের

অপারেশন থিয়েটার, আই.সি.ইউ, এন.আই.সি.ইউ. চিকিৎসা ও পরিষেবা।

সুবিধা সাইনোকোলোজিক্যাল সার্জারী, জেনারেল

সার্জারী, অর্থো সার্জারী, এডভান্স ল্যাপ্রোস্কপি/মাইক্রো সার্জারী



বাল সুরেশ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, ফটিকরায়, ১৬ জানুয়ারি।। ফের যান দুর্ঘটনার বলি হলেন এক ব্যক্তি। মৃতের নাম সুরেশ সিনহা (৪৫)। শনিবার রাতে ফটিকরায় থানাধীন কাঞ্চনবাড়ি-মশাউলি রাস্তায় এই দুর্ঘটনা। মশাউলির ১নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা সুরেশ সিনহা রাতে কাজ সেরে বাড়ির উদ্দেশে আসছিলেন। তখনই কোন কারণে তিনি দুর্ঘটনাগ্রস্ত হন।



রবিবার সকালে স্থানীয় লোকজন রাস্তার পাশে সুরেশ সিনহাকে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন। পাশেই পড়েছিল তার বাইকটি। খবর পেয়ে দমকল বাহিনী ঘটনাস্থলে ছুটে আসে। তারা সুরেশ সিনহাকে উদ্ধার করে কাঞ্চনবাড়ি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে আসে। সেখানেই কর্তব্যরত চিকিৎসক ওই ব্যক্তিকে দেখে মৃত বলে ঘোষণা করেন। তার মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়ে দেওয়া হয় ফটিকরায় মর্গে। ময়নাতদন্তের পর মৃতদেহ এদিনই পরিজনদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। যেভাবে মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে তা দেখেই স্থানীয়রা সুরেশ সিনহা'র মৃতুকে দুর্ঘটনা বলেই মনে করছেন। এখন ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে আসলে মৃত্যুর কারণটি আরও স্পষ্ট হতে পারে।

এলাকার পরিবেশ উত্তপ্ত হয়। খবর

পেয়ে আরকেপুর থানার পুলিশও

ছুটে আসে। পুলিশ এসে সুদীপ

এবং তার প্রেমিকাকে গাড়ি করে

থানায় নিয়ে আসে। তাদের

পেছনে সুদীপের স্ত্রীও থানায়

আসেন। জানা গেছে, আরকেপুর

মহিলা থানায় তাদের জিজ্ঞাসাবাদ

করা হয়। তবে কারোর বিরুদ্ধে

মামলা করেছেন কিনা সেই খবর

নেই। এদিন সুদীপ সাহার স্ত্রী

অভিযোগ করেন, তার স্বামীকে

নেশায় আসক্ত করে অপর মহিলা

টাকা-পয়সা এবং সম্পত্তি হাতিয়ে

নিচ্ছে। ওই মহিলা নাকি আগেও

দুই স্বামীকে ছেড়ে এসেছেন। এই

পরস্থিতির জন্য তিনি অপর

মহিলাকেই দায়ী করেছেন। তবে

কারণ যাই হোক, সামাজিক

অবক্ষয় কিভাবে শিক্ষিত সমাজকে

ধ্বংস করে দিচ্ছে তার আরও এক

দৃষ্টান্ত দেখা গেল মন্দিরনগরীতে।

কলেজ বন্ধ রাখতে স্লোগান দিতে থাকে। জানা গেছে, টিপসে তিন কথা বলেছিলেন। কলেজের পরীক্ষ

এরপর দুইয়ের পাতায়

রাতে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় এসে

বাবা-মা দু'জনকেই মারধর

করে। এরপরই তারা বাড়ি

ছেড়ে অন্য জায়গায় ভাড়া যেতে

চান। শুক্রবার সকালেও ছেলেকে

এই কথা জানিয়ে দেন তারা।

এরপরই নদীর পাড়ে গিয়ে বিষপান

করে প্রসেনজিৎ। তাকে প্রথমে

তেলিয়ামুড়া হাসপাতালে নেওয়া হয়।

সেখান থেকে পাঠানো হয় জিবিপি

হাসপাতালে। জিবিপি হাসপাতালে

আনার পরও পায়ে হাঁটতে পারছিলেন

প্রসেনজিৎ। শনিবার রাত ১১টা

নাগাদ মারা যান। এই মৃত্যুর

ঘটনায় চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে।

তুমুল উত্তেজনা। ভাঙচুর ১নং হবে। রাতভর এই দাবিতে হইচই হয়েছে। রবিবার এনএসইউআই'র হোস্টেলে। গভীর রাতে আন্দোলনে চলতে থাকে হাঁপানিয়ার টিপসে। রাজ্য সভাপতি সম্রাট রায় টিপসের বসলেন ছাত্রীরা। রাতভর উত্তেজনা সোমবার এই ঘটনা নিয়ে টিপস তিন ছাত্র করোনা আক্রান্ত হওয়ার পিছিয়ে দেওয়ার দাবিও তিনি তুলেছিলেন। এদিন রাতে কলেজের ছিলেন হোস্টেলের ছাত্রছাত্রীরা জড়ো হয়ে

তারা কলেজে যাবেন না। পরীক্ষা তারা হোস্টেলের সামনে বসে

কর্তপক্ষ আলোচনায় বসবেন বলে জানা গেছে। আন্দোলনে বেশিরভাগ প্যারামেডিক্যালের ছাত্রছাত্রীরা।

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বাতিল করতে হবে। করোনা আগরতলা, ১৬ জান্যারি।। অতিমারির মধ্যে কলেজে টিপসের পরীক্ষা বাতিলের দাবিতে অফলাইনে পড়াশোনা বন্ধ রাখতে ছাত্র করোনা পজিটিভ শনাক্ত চলে টিপসের হোস্টেলের মধ্যে। গভীর রাত পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীদের আন্দোলন চলতে থাকে। ছাত্রছাত্রীদের দাবি, সোমবার থেকে

মা-বাবাকে লাগুনা দিয়ে আত্মঘ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ জানুয়ারি ।। বাবা-মা'র সঙ্গে ঝগড়া করে আত্মঘাতী ছেলে। চাঞ্চল্যকর এই ঘটনা তেলিয়ামুড়ায়। নিহত যুবকের নাম প্রসেনজিৎ সরকার (৩০)। রবিবার জিবিপি হাস পাতালে মৃত দেহের ময় নাত দন্ত হয়ে ছে। প্রসেনজিতের মা জানান, মকর সংক্রান্তির রাতে পিকনিক করতে তার ছেলে হাঁস এবং মোর গের মাংস এনেছিল। এগুলি রান্না করার পর একটি

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, উদয়পুর,

১৬ জানুয়ারি।। আগরতলার

রামনগর ৮নং রোডের বাসিন্দা

সুদীপ সাহার স্ত্রী'র অভিযোগ, তার

স্বামী উদয়পুর মহাদেববাড়ি সংলগ্ন

এলাকায় অপর এক মহিলার সাথে

প্রেমের সম্পর্কে জড়িয়ে আছেন।

করতে থাকেন সুদীপ সাহার স্ত্রী।

তিনি সংবাদমাধ্যমকে জানান, গত



বাটিতে মাংস নিয়ে চলে যায়।

স্বামীর প্রেমিকার বাড়িতে হাজির স্ত্রী, তুলকালাম



মহাদেববাড়ি সংলগ্ন এলাকায় এক বাড়িতে ভাড়া থাকেন। অভিযোগ,

সুদীপ সাহা নিয়মিত ওই ভাড়া বাড়িতে আসেন। স্ত্রী-সহ পরিবারের অন্য সদস্যদের কিছু না জানিয়ে সেখানেই রাত্রিযাপন করছেন। এই কথা স্ত্রীর কানে পৌঁছা মাত্ৰই তিনি ছুটে আসেন মহিলার চিৎকার চেঁচামেচিতে

উদয়পুরে। স্বামী-স্ত্রী এবং অপর



তবে এই সম্পর্কের জন্য নিজের স্বামীর চাইতেও অপর মহিলাকেই দোষারোপ করেছেন সুদীপবাবুর স্ত্রী। রবিবার স্বামীর খোঁজে সুদীপ সাহার স্ত্রী উদয়পুর ছুটে আসেন। সেখানে গিয়ে স্বামীকে ওই মহিলার ভাড়া বাড়িতেই খুঁজে পান তিনি। স্বাভাবিক কারণে স্বামীকে দেখেই তিনি অগ্নিশর্মা হয়ে যান। কিভাবে স্ত্রী-সন্তান ফেলে সুদীপবাবু প্রেমিকার বাড়িতে পড়ে আছেন তা আছে। তবে স্বামীর পরিচয় জানা নিয়েই প্রশ্ন তুলেন।এলাকায় লোক যায়নি। বর্তমানে ওই মহিলা জমায়েত হলে আরও চিৎকার

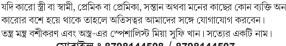




প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের কোনও দায় এই পত্রিকা অথবা তার সাথে সংশ্লিষ্ট কারও নয়। বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তু একান্তই বিজ্ঞাপনদাতার, সেসবের সত্যতার সম্পূর্ণ দায়িত্ব বিজ্ঞাপনদাতার, পত্রিকার কোনও ভূমিকা সেখানে নেই। যেকোনও বিজ্ঞাপনের ব্যাখ্যা, ইত্যাদির জন্য সেই বিজ্ঞাপনে দেওয়া উপায়েই যোগাযোগ করতে হবে, যোগাযোগের উপায় বের করে দেওয়া পত্রিকার দায়িত্ব নয়।



100% Harbal



কারোর বশে হয়ে থাকে তাহলে অতিসত্বর আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। তন্ত্র মন্ত্র বশীকরণ এবং অস্ত্র-এর স্পেশালিস্ট মিয়া সুফি খান। সত্যের একটি নাম। মোবাইল ঃ 8798144508 / 8798144507 ঠিকানা- ভোলাগিরি, আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা (নিয়ার শনি মন্দির)



ः योगीयोगः 0381-2320045 / 8259910536 / 879810677

